শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

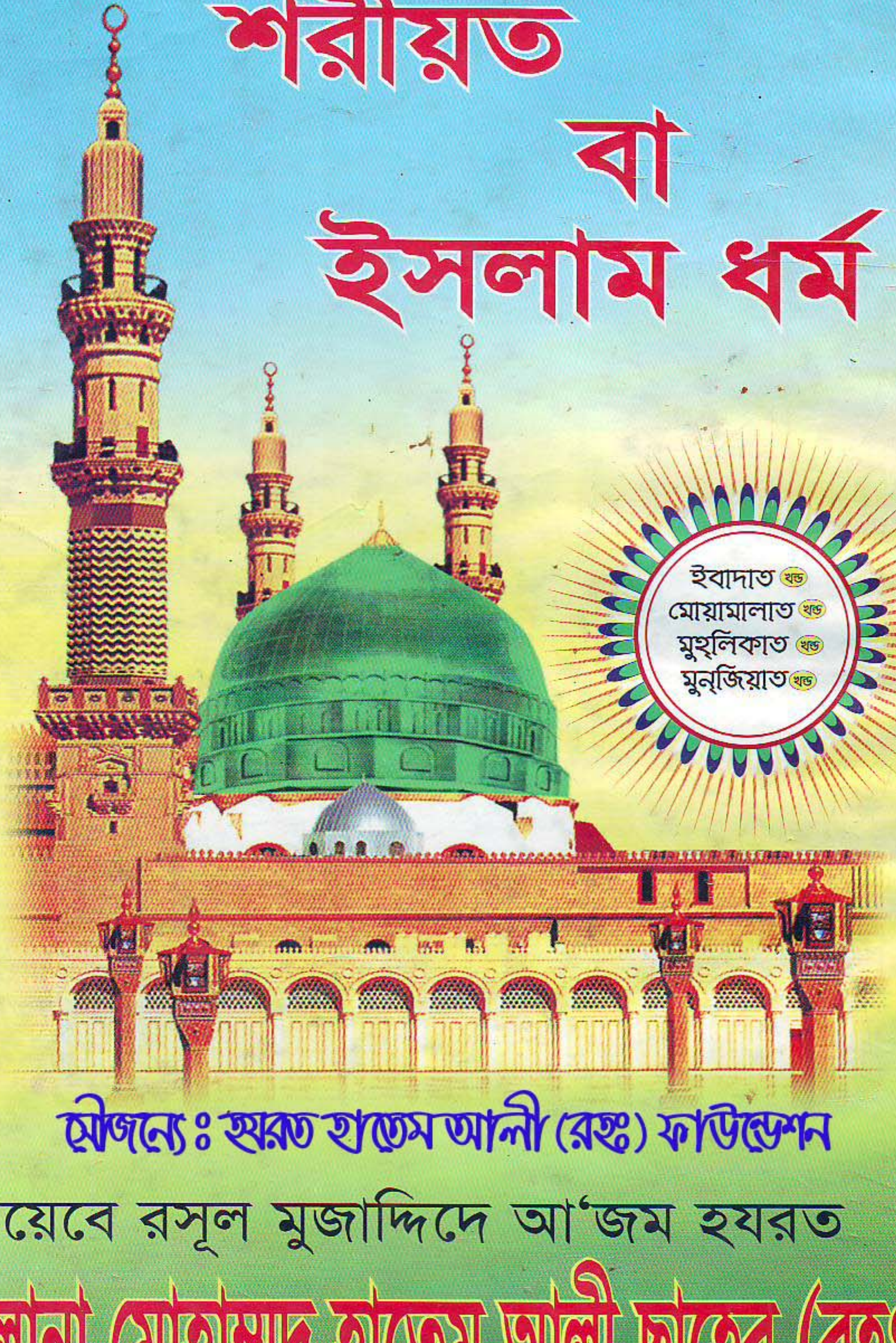

ইবাদাত খন্ড
মোয়ামালাত খন্ড
মুহ্‌লিকাত খন্ড
মুন্‌জিয়াত খন্ড

সৌজন্যে ঃ হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন

নায়েবে রসূল মুজাদ্দিদে আ'জম হযরত
মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ)

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম

ফিক্বাহ্
(দেহ সম্পর্কীয় বিদ্যা)
(শরীয়াতে জাহেরা)

আক্বাইদ
(ঈমান)

ইল্মে ক্বল্ব
(ইল্মে তাছাওউফ)
(অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা)

ইবাদত
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়ের ইল্ম

↓ আল্লাহর হক

১। ইল্ম (বিদ্যা) (শিক্ষা এবং প্রচার গং)
২। আক্বাইদ
৩। ত্বহারাত (চক্ষু, (পর্দা) কর্ণ গংসহ জাহেরী এবং বাতেনী মোট চার প্রকার ত্বহারাত
৪। নামাজ (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৫। যাকাত (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৬। রোজা (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৭। হজ্জ (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৮। তেলাওয়াতে কোরআন (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৯। জিকির ও দো'আ (সম্পর্কীয় ইল্ম)
১০। তারতীবুল আওরাদ (দৈনন্দিন কর্তব্যকার্যের ধারাবাহিক সময় নিরূপন সম্পর্কীয় ইল্ম)

মোয়া'মালাত
মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) মধ্যে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ইল্ম

↓ সৃষ্টির হক

১। খানাপিনা (সম্পর্কীয় ইল্ম)
২। নিক্বাহ (বিবাহ সম্পর্কীয় ইল্ম)
৩। রোজগার (উপার্জন সম্পর্কীয় ইল্ম)
৪। হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ সম্পর্কীয় ইল্ম)
৫। দুস্তি-ছোহবাত (বন্ধুত্ব ও সংগলাভ সম্পর্কীয় ইল্ম)
৬। নির্জন বাস (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৭। ছফর (ভ্রমণ সম্পর্কীয় ইল্ম)
৮। পিতা মাতা সন্তান গং হক (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৯। আত্মীয় স্বজন (ইয়াতীম, মিছকীন, প্রতিবেশী, পথিক, ধনী-দরীদ্র, রাজা-প্রজা রাজনীতি গং ও অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির হক (জীবন বিধান)
১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক (ওস্তাদ-ছাত্রের হক সম্পর্কীয় ইল্ম)

মুহ্লিকাত
মানবতা বিধ্বংশী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তর জাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্ম

↓ অসৎ স্বভাব বর্জন

১। কিব্র (অহংকার) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
২। হাছাদ (হিংসা) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
৩। বোগ্জ (অন্তরে অন্তরে শত্রুতা) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
৪। গজব (রাগ-গোস্বা) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
৫। গীবত (অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা) (হারাম, মুবাহ্, ওয়াজিব)
৬। হের্ছ (লোভ লালসা)
৭। কেজব (মিথা কথা বলা)
৮। বোখল (শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করতে দেলে না চাওয়া। ইসলামী অর্থনীতি মোতাবেক মাল খরচের তিনটি বিশেষ ধারা আছে)
৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী) (রিয়া ছয় প্রকার, উহার প্রকাশ ভঙ্গি পাঁচ)
১০। গুরুর বা মোগালাতা (সম্পর্কীয় ইল্ম)

মুন্জিয়াত
পরিত্রাণকারী মহৎ গুণাবলী সম্পর্কীয় ইল্ম

↓ সৎ স্বভাব অর্জন

১। তাওবাহ্ (জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্ হইতে ফিরে থাকা)
২। ছবর (ধৈর্য) (তিনটি বিশেষ স্তর আছে)
৩। শোকর (দেল, চক্ষু, কর্ণ, শক্তি মাল গং মাধ্যমে শোকর আদায়)
৪। তাওয়াক্কুল (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৫। ইখলাছ (সম্পর্কীয় ইল্ম)
৬। খাওফ (আল্লাহকে ভয় করা)
৭। রজা (ক্ষমা ও বেহেস্তের আশা)
৮। মহব্বত ১। আল্লাহ ২। রছুল (সঃ) ৩। আল্লাহর পথে জিহাদ এই তিন জিনিসের মহব্বত। (সবচেয়ে বেশী হতে হবে।)
৯। মোরাকাবা (সম্পর্কীয় ইল্ম)
১০। মোহাছাবা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্র সমূহে প্রচারক, শিক্ষক, খলীফা এবং শিক্ষার্থী মুরীদান গং সকলের জন্য এই মহামূল্যবান কিতাবখানা মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম (রঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অন্যতম জরুরী পাঠ্য। চিরস্থায়ী জগত আখেরাতের মহামুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছোট-বড় সর্বপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লক্ষ লক্ষ পীরানা দরবারসমূহে কিতাবখানা অপরিহার্য মহা জরুরী পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োজন।

----- প্রকাশক

ইবাদাত (খন্ড)

মোয়ামালাত (খন্ড)

মুহ্লিকাত (খন্ড)

মুন্জিয়াত (খন্ড)

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

(রহ্মাতুল্লাহি আলাইহে)

কর্তৃক প্রণীত।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা

মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ

[ডাবল টাইটেল, দাওরায়ে হাদীস, উর্দু ভাষায় ডিপ্লোমা-ইন-আদীব ও মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রঃ)-এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা]

ডাকঘর ঃ দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

ফোন ঃ ০১৭১২-৭৫৪৪৮৬

মাওলানা শাহ্ মোঃ আবদুশ্ শাকুর

[চার গ্রুপে টাইটেল-(কামিল হাদীছ, কামিল ফিকাহ্, কামিল তাফছীর ও কামিল আরবী আদব বিভাগ) এবং মরহুম নায়েবে রসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা।]

দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা ঃ মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা

পোঃ দামপাড়া, থানা ঃ নিকলী, জিলা ঃ কিশোরগঞ্জ।

মোবাইল ঃ ০১৭১২১৩৮৪১৬

❁ **প্রকাশকাল** ❁

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৭২ইং

নবম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ইং

❁ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযান কল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য-অফসেট- ১২০ টাকা

সাদা- ১০০ টাকা

নিউজ পেপার-৬০ টাকা

সাহায্যকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া

অত্র কিতাবখানা ছাপানোর ব্যাপারে ছোট-বড় সকল পর্যায়ের সাহায্যকারী ও তাঁহাদের পিতা-মাতা গং পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজন, বিশেষতঃ কিতাবখানার মহামান্য লিখক মরহুম নায়েবে রসূল (রহঃ) সহ হযরত আদম (আঃ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের সাহায্যকারী জিন্দা-মুর্দা সকল মুসলমানের জন্য শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম নামক এই কিতাবখানাকে দো-জাহানের মহা মুক্তি ও বেহেশত উদ্যানে আল্লাহর দীদার লাভের শ্রেষ্ঠ অছীলা হিসাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কবূল করুন। আমীন--

-- প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ এক নজরে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের রূপ রেখা	৫
❖ মুজাদ্দিদে আ'যম (রহঃ) লিখিত কিতাব সমূহের পরিচিতি....	৬
❖ বিশেষ বিজ্ঞাপন	১৪
❖ ভূমিকা	১৮

ফিক্বাহ্ অংশ-ইবাদত খন্ড

❖ ইল্‌মের বিবরণ....................	২০
❖ আক্বাইদের বিবরণ....................	২৪
❖ ত্বহারাতের বিবরণ....................	২৮
❖ নামাজের বিবরণ....................	২৯
❖ যাকাতের বিবরণ....................	৩০
❖ রোযার বিবরণ	৩১
❖ হজ্বের বিবরণ	৩২
❖ তেলাওয়াতে কোরআনের বিবরণ....................	৩৩
❖ জিকির ও দো'আর বিবরণ	৩৪
❖ তারতীবুল আওরাদের বিবরণ....................	৩৬

ফিক্বাহ অংশ-মু'আমালাত খন্ড

❖ খানা-পিনার বিবরণ	৩৮
❖ নিকাহের বিবরণ....................	৪০
❖ অর্থ-উপার্জনের বিবরণ	৪৪
❖ হালাল ও হারামের বিবরণ	৪৬
❖ বন্ধুত্ব ও সঙ্গ লাভের বিবরণ	৪৭
❖ নির্জন বাসের বিবরণ	৪৯
❖ ছফরের বিবরণ....................	৫০
❖ পিতা-মাতা ও সন্তানের হকের বিবরণ	৫১

বিষয় পৃষ্ঠা

❖ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিছকীন, পথিক, হামছায়া, সমযাত্রী গং ও অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির হকের বিবরণ........ ৫৩
❖ পীর ও মুরীদের হকের বিবরণ ৫৪

তাছাওউফ অংশ – মুহ্লিকাত খন্ড

❖ শরীয়তের রূপরেখা ও তাছাওউফের ফরজিয়াতের প্রমাণ...... ৫৬
❖ কিব্‌রের বিবরণ ৬০
❖ হাছাদের বিবরণ ৭২
❖ বোগ্‌জের বিবরণ........ ৭৪
❖ গযবের বিবরণ........ ৭৫
❖ গীবতের বিবরণ ৭৭
❖ হেরছের বিবরণ ৮০
❖ কেয্‌বের বিবরণ ৮২
❖ বোখলের বিবরণ........ ৮৪
❖ রিয়ার বিবরণ........ ৯১
❖ গুরুরের বিবরণ ৯২

তাছাওউফ অংশ – মুনজিয়াত খন্ড

❖ তওবার বিবরণ........ ৯৪
❖ ছবরের বিবরণ........ ৯৬
❖ শোকরের বিবরণ........ ৯৮
❖ তাওয়াক্কুলের বিবরণ........ ১০০
❖ এখলাছের বিবরণ ১০৩
❖ খওফের বিবরণ ১০৫
❖ রজার বিবরণ........ ১০৭
❖ মুহাব্বতের বিবরণ........ ১০৮
❖ মুরাকাবার বিবরণ ১১০
❖ মুহাছাবার বিবরণ ১১২
❖ বিশেষ জরুরী বক্তব্য ১১৪
❖ মহামুক্তি ও আল্লাহর দীদার লাভের মূললক্ষ্যে- পূর্ণাংগ দীন- শিক্ষা, আমল, প্রচার ও কায়েমের উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচী ও পরীক্ষার প্রধান বিষয় সমূহ. ১১৯

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম

ফিক্বাহ্
(দেহ সম্পর্কীয় বিদ্যা)
(শরীয়াতে জাহেরা)

আক্বাইদ
(ঈমান)

ইল্‌মে ক্বল্‌ব
(ইল্‌মে তাছাওউফ)
(অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা)

ইবাদত
আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়ের ইল্‌ম

(আল্লাহর হক)

১। ইল্‌ম (বিদ্যা) (শিক্ষা এবং প্রচার গং)
২। আক্বাইদ
৩। ত্বহারাত (চক্ষু, (পর্দা) কর্ণ গংসহ জাহেরী এবং বাতেনী মোট চার প্রকার ত্বহারাত
৪। নামাজ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৫। যাকাত (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৬। রোজা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৭। হজ্জ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৮। তেলাওয়াতে কোরআন (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৯। জিকির ও দো'আ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
১০। তারতীবুল আওরাদ (দৈনন্দিন কর্তব্য কার্যের ধারাবাহিক সময় নিরূপন সম্পর্কীয় ইলম্)

মোয়া'মালাত
মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান, ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ইল্‌ম

(সৃষ্টির হক)

১। খানাপিনা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
২। নিক্বাহ (বিবাহ সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৩। রোজগার (উপার্জন সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৪। হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৫। দুস্তি-ছোহবাত (বন্ধুত্ব ও সংগলাভ সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৬। নির্জন বাস (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৭। ছফর (ভ্রমণ সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৯। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিছকীন, প্রতিবেশী, পথিক, ধনী-দরীদ্র, রাজা-প্রজা (রাজনীতি) গং ও অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির হক (জীবন বির্দ্দীন)
১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক (ওস্তাদ-ছাত্রের হক সম্পর্কীয় ইল্‌ম)

মুহ্‌লিকাত
মানবতা বিধ্বংশী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তর জাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্‌ম

(অসৎ স্বভাব বর্জন)

১। কিব্‌র (অহংকার) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
২। হাছাদ (হিংসা) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
৩। বোগ্‌জ (অন্তরে অন্তরে শক্রতা) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
৪। গজব (রাগ-গোস্বা) (স্তর, হুকুম ও চারটি ধারা)
৫। গীবত (অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা) (হারাম, মুবাহ্, ওয়াজিব)
৬। হের্‌ছ (লোভ লালসা)
৭। কেজব (মিথা কথা বলা)
৮। বোখ্‌ল (শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করতে দেলে না চাওয়া। ইসলামী অর্থনীতি মোতাবেক মাল খরচের তিনটি বিশেষ ধারা আছে)
৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী) (রিয়া ছয় প্রকার, উহার প্রকাশ ভঙ্গি পাঁচ)
১০। শুরুর বা মোগালাতা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)

মুন্‌জিয়াত
পরিত্রাণকারী মহৎ গুণাবলী সম্পর্কীয় ইল্‌ম

(সৎ স্বভাব অর্জন)

১। তাওবাহ্ (জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্ হইতে ফিরে থাকা)
২। ছবর (ধৈর্য) (তিনটি বিশেষ স্তর আছে)
৩। শোকর (দেল, চক্ষু, কর্ণ, শক্তি, মাল গং মাধ্যমে শোকর আদায়)
৪। তাওয়াক্কুল (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৫। ইখলাছ (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
৬। খাওফ (আল্লাহকে ভয় করা)
৭। রজা (ক্ষমা ও বেহেস্তের আশা)
৮। মহব্বত (১। আল্লাহ ২। রছুল (ছঃ) ৩। আল্লাহর পথে জিহাদ এই তিন জিনিসের মহব্বত। সবচেয়ে বেশী হতে হবে।)
৯। মোরাকাবা (সম্পর্কীয় ইল্‌ম)
১০। মোহাছাবা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন

ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ (মুজাদ্দিদে আ'জম)ও নায়েবে রসূল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ) এর প্রণীত কতিপয় অত্যন্ত জরুরী কিতাব।

বাংলা তাফসীর

(পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষা)

সর্বস্তরের মোসলমানদের বোধগম্য ও অকল্পনীয় সহজপন্থায় কোরআন শরীফের মৌলিক শিক্ষার আলোচনা।

ইহা পাঠে বিভিন্ন ছুরা, রুকূ ও আয়াতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জগত আখেরাতের মহা মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্ব মানবের জন্য **বাধ্যতামূলক পর্যায়ের শিক্ষনীয় ও করণীয় কি? এবং মহান আল্লাহ রব্বুলআলামীন মৌলিক পর্যায়ের কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন?** বিভিন্ন রুকূ ও আয়াতের আসল মর্ম এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? ইত্যাদি অপরিহার্য **মহা জরুরী বিষয়সমূহ** আল্লাহ পিপাসু শিক্ষার্থী পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট ও অকল্পনীয় সহজ হইয়া যায়।

উক্ত তাফছীর পাঠে অনন্তকালের জগত **আখেরাতের মহামুক্তি** সম্বন্ধীয় বিষয়ে অসংখ্য ভুল ধারনারও চির অবসান এবং বিশ্বাসীদের অন্তর হেদায়েতের আলোতে আলোকিত হয়।

ইহা ছাড়াও মানুষের প্রধান শত্রু জিন শয়তান ও মানব শয়তান বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত ধোকার জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ও সত্য-মিথ্যা, হক-না হক, কামেল-নাকেছ, বেহেস্তীদল ও দোজখী দল, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও আংশিক দ্বীন ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করার মহা শক্তি অর্জিত হয় এবং অন্যদিকে বিশেষভাবে ছহীহ্ ঈমান-আকীদা সু-গঠিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, নফল, মোস্তাহাব, সুন্নাত, ফরজে কিফায়া, ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়সমূহের সংমিশ্রিত বর্ণনার বিশাল আকারের অসংখ্য-অগনিত তাফছীর গ্রন্থ সারাদেশ ও দুনিয়া ব্যাপী মৌজুদ আছে সত্য; কিন্তু কোরআন শরীফের উপরোল্লিখিত রূপের অকল্পনীয় সহজ ও সংক্ষেপে ধারাবাহিক মৌলিক শিক্ষা বর্ণনার তাফছীর গ্রন্থ সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা যায় না। (অর্থাৎ- আমাদের জানামতে নেই।)

অতএব, উক্ত তাফছীর গ্রন্থখানা সমগ্র উম্মাতে মোহাম্মাদীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে কল্পনাতীত পর্যায়ের এক বিরাট নেয়ামত।

শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শিক্ষা বহু পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল মাত্র আংশিক ভাবেই উক্ত শিক্ষা বর্তমানে আছে এবং সর্বত্র উক্ত আংশিক শিক্ষাকেই মুক্তির পথ বলে প্রচার করা হচ্ছে। ফলে ধর্মপ্রাণ মোছলমানদেরকে বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিক্ষেপ করে তাদের ইহ ও পরকাল ধ্বংস করা হচ্ছে। অতএব, এই সকল বিভ্রান্তির জঞ্জাল থেকে রসূলুল্লাহ্ (ছঃ) এর প্রচারিত সঠিক **পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামকে সুদীর্ঘ জীবনের কঠোর সাধনায় মুজাদ্দিদে দ্বীন ও নায়েবে রছূল মরহুম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেমআলী (রঃ) ছাহেব পুনরুদ্ধার করে বর্ণিত "শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম"** নামক কিতাবের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সমগ্র দুনিয়া ব্যাপী লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় কিতাব সমূহের ভিতরে কোন্ কিতাবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের রূপরেখা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা বর্নিত মরহুম নায়েবে রসূল (রঃ) এর দীর্ঘ জীবনের প্রথম দিকে জানা ছিল না এবং সারা দেশ-দুনিয়া ব্যাপী আমাদের ব্যাপক তদন্ত ও জানামতে কোথাও উক্ত বিষয়ের সঠিক ও বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনাও ছিল না। অতপর মহান আল্লাহর খাছ রহমাতে স্বীয় মোর্শেদ ফুরফুরা নিবাসী নায়েবে রছুল শাহছূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দীক (রঃ) এর খাছ তালীম, ও বিশেষ নির্দেশনায় সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনার এক পর্যায়ে মরহুম নায়েবে রছুল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রঃ) শামী কিতাব প্রথম খণ্ড পুরান ছাপা ৪০নং পৃষ্ঠা, এহ্ইয়াওউলূমিদ্দিন, মাজাকুল আরেফীন, জখিরায় কারামাত ইত্যাদি কিতাবের মাধ্যমে ইলমে তাছাওউফ ও পূর্ণাংগ দ্বীন-ইসলামের সঠিক রূপরেখার সঠিক সন্ধান প্রাপ্ত হন। অতপর পূণঃ দীর্ঘ বহু বৎসরের অকল্পনীয় কঠোর পরিশ্রম ও বিরামহীন মহা সাধনায় আল্লাহ রব্বুল

আলামীনের অসীম রহমত ও ইচ্ছায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বস্তরের লোকদের বোধগম্য ও সহজে আয়ত্ব করার উপযোগী করে উক্ত সঠিক ইলমে তাছাওউফ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের সঠিক রূপরেখার কিতাব রচনা করেন। ইহা এক বিশেষ কারণ যে জন্য উক্ত ব্যাপারে বর্ণিত মরহুম নায়েবে রছূল (রঃ) এর সুদীর্ঘ জীবন কঠোর সাধনায় ব্যয় করতে হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের **মূল শিক্ষা ইবাদাত, মোয়ামালাত, মুহ্লিকাত ও মুন্‌জিয়াত**। উক্ত প্রত্যেক ভাগে দশ প্রকার করে মৌলিক মাছয়ালা আছে। অতএব, বর্ণিত চল্লিশ প্রকারের মৌলিক মাছয়ালাই শরীয়ত কিতাবের আলোচ্য বিষয়।

বর্ণিত কিতাবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাকে যে ভাবে অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বিশ্ব মোসলমানদের মহাকল্যাণের জন্য তুলে ধরা হয়েছে, আমাদের সম্মিলিত ব্যাপক তদন্ত ও জানামতে **সমগ্র পৃথিবীতে উক্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত পর্যায়ের দ্বিতীয় কোনো কিতাব আছে বলে কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না**। তবে কতিপয় কিতাবে যে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা আছে, তাহা আকারে অনেক বড়, সর্বসাধারণ লোকদের পক্ষে উহা আয়ত্ব করা ও মূল শিক্ষা বাহির করা খুবই কঠিন।

অতএব, বর্ণিত কারণে **কিতাবখানা প্রত্যেক মোসলমানের জন্য কি পরিমাণ উপকারী ও মহা জরুরী তাহা ভাষায় প্রকাশ করাও সু-কঠিন**।

উক্ত কিতাবখানা প্রত্যেক মোসলমান বিশেষ করে তাছাওউফ শিক্ষার্থীগণের জন্য অতি জরুরী পাঠ্য।

ইসলাম শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ডে পাইবেন– বর্তমান যামানায় ইসলাম ধর্ম বা শরীয়ত পূর্ণভাবে আছে কি না? যদি বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তবে কাহাদের কারণে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ? তাহারা কাহারা? তাহারা কত ভাগে বিভক্ত হইয়া ইসলাম ধর্মকে নষ্ট বা বিলুপ্ত করিয়াছে ? এই সকল প্রশ্নের জওয়াব।

দ্বিতীয় খণ্ডে পাইবেন– ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচ করার দরকার আছে কি না? যদি দরকার থাকে, তবে কোরআন মজীদে তাহার আদেশ আছে কি না ? এবং কি কারণে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করা সম্ভব হইতেছে না ? সমগ্র দেশ ও বিশ্ব ব্যাপী দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কি করণীয় ?

ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য কোরআন মজীদে মালী বন্দেগী করার যে আদেশ আছে, সে আদেশগুলি কাহাদের কারণে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ? যাহাদের দ্বারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহারা কাহারা ? ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ। ইহা তাছাওউফ শিক্ষার্থীগণের জন্য জরুরী পাঠ্য।

ইজ্‌হারে হক

প্রথম খণ্ড হইতে ৭ম খণ্ড পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে সমাজের দ্বীন সংক্রান্ত বহু ভুল ধারণার কথা। শয়তান মোসলমান সমাজকে ইসলাম ধর্ম পালন করাইবার নামে বহু ধোকার জাল বিস্তার করিয়া তাহাতে লিপ্ত রাখিয়াছে; যাহাতে সমাজ **পূর্ণাঙ্গ দ্বীন** শিক্ষা না করিয়া **ইহকাল ও পরকালে ধ্বংস হইয়া যায়**। এই কিতাবগুলি পাঠে শয়তানের ঐ সকল ধোকারজাল চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ও মহা ধ্বংস সাধনকারী কু-রিপু **"গুরুর বা মুগালাতা"** হইতে মুক্তি অর্জন সম্ভব ও সহজ হয় এবং অন্যদিকে দ্বীনের উপর মজবুতী ও সহীহ আক্বিদা গঠিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, মরহুম নায়েবে রসূল (রঃ) সকল তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, প্রচারক, খলীফা গং দের জন্য এই কিতাবখানা সহ মোট ত্রিশখানা কিতাব বাধ্যতামূলক জরুরী পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। কাজেই উক্ত কিতাবগুলি সকলেরই ভালভাবে পাঠ করা এবং কিতাবগুলির হুবহু অনুসরণে তা'লীম প্রদান করা একান্ত জরুরী ও বিশেষ বাধ্যতামূলক। উক্ত নির্ধারিত পাঠ্য কিতাবগুলি বাদ দিয়া অথবা উহার বিপরীত বা খেলাফ প্রচার করা ও তা'লীম করা অমার্জনীয় অপরাধমূলক কাজ। কাজেই এই বিষয়ে সকলেরই পূর্ণ সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য।

তাব্‌লীগ

তাব্‌লীগ প্রথম খণ্ড হইতে ৫ম খণ্ড পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে- তাব্‌লীগ কাহাকে বলে ? **ইহা কত প্রকার ও কি কি?** কোন্ প্রকারের তাব্‌লীগ কাহাদের জন্য করণীয় ? 'তাব্‌লীগ' সম্পর্কে শয়তান সমাজকে কি কি মারাত্মক ধোকায় ফেলিয়াছে ? কাহারা খাঁটি নায়েবে রাসূল, আর কাহারা খাঁটি নয়, **কাহারা 'তাব্‌লীগ' ঠিকভাবে করিতেছেন ও কাহারা 'তাব্‌লীগের' নামে ইসলাম ধ্বংস করিতেছে ?** সমাজের করণীয় কি ? দলীল আদিল্লাহ সহ ইত্যাদি বহু বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য পাঠ্য।

পর্দা (সম্পর্কীয় কিতাব)

পর্দার স্বরূপ– পর্দা কেন করিতে হইবে? পর্দার ব্যাপারে সমাজে কি কি গোমরাহী প্রচলিত আছে ? পর্দা বিরোধী সকল শয়তানী রেওয়ায দূর করিয়া কিরূপে **খাঁটি ইসলামী পর্দা কায়েম করা** যাইবে ? ইত্যাদি বহু অতীব জরুরী বিষয়ের বিস্তৃত ও মুদাল্লাল আলোচনা। অত্যন্ত দরকারী কিতাব।

সত্য প্রকাশ বা ধূম বিনাশ পুস্তিকার প্রতিবাদ

ধূমপান সম্পর্কে চার মাযহাবের কি ফতওয়া? এই ফতওয়াকে কাহারা উল্টাইয়াছে? যাহারা এই ফতওয়া উল্টাইয়াছে তাহাদের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া সমাজকে শরীয়তের আইন হুবহু মানার জন্য মুজাদ্দিদে যমানের তাকীদ। কারণ এই গোমরাহী দূর না হইলে দোযখ ভোগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহা অতি জরুরী।

তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খণ্ড

শরীয়তে জাহেরা "ফিকাহের" ন্যায় আবশ্যক পরিমাণ ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করাও প্রত্যেক মোসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন।

উহার ভিতরে বিশ প্রকারের মৌলিক বিষয় এবং উহার পরের স্তরে আশি প্রকারের অপরিহার্য জরুরী (ফরজ) মাছয়ালা রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত চিন্তা ও আফছুছের বিষয় যে, উক্ত মহা জরুরী (ফরজে আইন) শিক্ষা সমগ্র দুনিয়া থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির পথে।

ফলে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মোসলমান উপরোক্ত ফরজে আইন শিক্ষা পরিত্যাগ করতঃ মহা-ধ্বংস ও দোজখের পথে ধাবিত হচ্ছে।

তবে এক বিশেষ সান্তনা ও মহা আনন্দের বিষয় এই যে, উপরোক্ত কঠিন বিপদ ও মহা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর খাছ রহমাতে মরহুম **নায়েবে রসূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রঃ) সমগ্র জীবন ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও বিরামহীন সাধনায় উপরোক্ত সঠিক ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফকে পুনরুদ্ধার করে বর্ণিত তাছাওউফ শিক্ষা নামক কিতাবের মাধ্যমে অতি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।**

ইলমে তাছাওউফ সম্পর্কে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বহু মশহুর পীরানা দরবার থেকে অসংখ্য অগনিত ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও মহামান্য ইমাম ইবনে আবেদীন আল্লামা শামী (রঃ) এবং হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-এর লিখিত কিতাবসমূহ ব্যতীত আমাদের সম্মিলিত ব্যাপক তদন্ত ও জানামতে সমগ্র পৃথিবীতে ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফের সঠিক রূপ রেখা ও পূর্ণাঙ্গভাবে তাছাওউফের জরুরী মাছয়ালা সমূহের বর্ণনা অর্থাৎ মুহলিকাত-মুনজিয়াতের তা'রীফ, আছ্বাব, আলামাত ও এলাজ সহ আশি প্রকার জরুরী মাছয়ালার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা একমাত্র মরহুম নায়েবে রসূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রঃ) ছাহেবের লিখিত উপরোক্ত "তাছাওউফ শিক্ষা" ও "শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম" নামক কিতাবেই পাওয়া যায়। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর থেকে নিয়া- মুজাদ্দিদে আজম (রঃ) পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ একহাজার বছর পর্যন্ত উক্ত কিতাবসমূহ ব্যতীত অন্য কোনও লেখকের কোনও কিতাবে বিস্তারীত ও পূর্ণাঙ্গ ভাবে পাওয়া যায় না।

কারণ যাহারা ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ সম্পর্কে কিতাব লিখিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ লেখকগণই ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিতে পতিত। আর যে সমস্ত লেখকগণ উচ্চস্তরের হক্কানী আলেম ও খাঁটি বুজুর্গ তাঁহারা ইলমে তাছাওউফের মোটামোটি ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ বিস্তারীত জানার জন্য **মাজাকুল আরেফীন, এহইয়াওউলূমিদ্দীন ও শামী** ইত্যাদি অনেক বড় কিতাবের উল্লেখ করেছেন।

উক্ত বড় আকারের কিতাব থেকে মূল ও জরুরী মাছয়ালা আয়ত্ত্ব করা উচ্চ স্তরের দক্ষ আলেম ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করা ব্যাতীত সম্ভব নহে। কিন্তু উপরোক্ত "তাছাওউফ শিক্ষা" নামক কিতাবখানা সর্বস্তরের মোসলমানদের বোধগম্য ও অকল্পনীয় সহজ পন্থায় লিখা হয়েছে।

কাজেই কিতাবখানা বিশ্ব মানব বিশেষ করে বিশ্বের সমস্ত মোসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ধারণাতীত পর্যায়ের মহা নেয়ামত।

তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খণ্ড

উক্ত কিতাবে আলোচিত হইয়াছে- অন্তরের বে-ইখতিয়ারি আহওয়াল (ইচ্ছাধীন নহে এরূপ আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্য ভাব) যথা ঃ **কব্জ, বছ্ত, হায়বত, ওন্‌ছ, অজ্‌দ, তাওয়াজ্জুদ, ফানা, বাকা, তালবীন, তামকীন, গায়রাত, ভালখাব, কাশ্‌ফ, ফেরাছাত, কারামাত্ ইত্যাদি ১৮টি দেলের অদৃশ্য ভাব বা হালের বর্ণনা।**

উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা করা হইয়াছে ইলমে তাছাওউফ সহ বিভিন্ন জরুরী বিষয়ের উপরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিশটি প্রশ্ন এবং দলীল প্রমাণ সহ উহার উত্তর। কিতাব খানা সকলের জন্য মহা জরুরী এবং তাছাওউফ কেন্দ্র ও মাদ্‌রাসা সমূহে কেন্দ্রপ্রধান, শিক্ষার্থী-মুরীদান ও খালীফা গং সকলের জন্য বাধ্যতামূলক পাঠ্য।

আহওয়ালে আখেরাত

মানব জীবনের সূচনা ও মন্‌ঝিলে মাকসূদ পর্যন্ত পথের ঘাঁটিসমূহ **যথা– আলমে আরওয়াহ, আলমে দুনিয়া থেকে মৃত্যু, কবর, কিয়ামাত, ময়দানে হাশর, আমলের হিসাব, দোজখের উপর দিয়ে পুলছিরাত** এবং বেহেশত উদ্যানের বর্ণনা ও উক্ত প্রত্যেক ঘাঁটিতে নাজাত বা মুক্তির উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে কোরআন হাদীছের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশ্বাসী ও তাছাওউফ শিক্ষার্থী মুরীদান গং সকলের জন্য বাধ্যতামূলক জরুরী পাঠ্য।

মানচিত্রের ধারায় আকর্ষণীয় ছকের সাহায্যে পবিত্র কোরআন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা

১✪ আকর্ষণীয় ছকের সাহায্যে অকল্পনীয় সহজ পন্থায় কোরআন -হাদীছের থেকে উনত্রিশটি মহা জরুরী বিষয়ের বর্ণনা।

২✪ আটটি বিষয়ে প্রশ্ন ও জওয়াবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা।

৩✪ মরহুম নায়েবে রসূলের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল মোসলমানদেরকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সঠিকভাবে **কবূল ও ইলমে** ক্বলব শিক্ষার দাওয়াতি বিজ্ঞাপন।

৪✪ মহা মুক্তি ও আল্লাহর দীদার লাভের মূল লক্ষ্যে "পূর্ণাঙ্গ দ্বীন" শিক্ষা, আমল, প্রচার ও কায়েমের উদ্দেশ্যে চার পর্যায়ের বিশেষ কর্মসূচী এবং পরীক্ষার প্রধান বিষয়সমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা। অতি জরুরী কিতাব। সকল শিক্ষার্থী মুরীদান গণের জন্য বাধ্যতামূলক পাঠ্য।

বন্দেগী প্রথম খণ্ড

রুহানী ও জিছমানী বন্দেগীর মত মালী বন্দেগীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

সমগ্র দুনিয়ার জল ও স্থলের সর্ব জায়গায়ও যদি কোনো লোক আবেদ-দরবেশ বলে মশহুর হয়, আর মালী বন্দেগী না করে বরং অন্তরে বখিলী রিপু পোষণ করে, তাহলে হাদীছের ঘোষণা মতে উক্ত বখীল ব্যক্তি হিসাবান্তে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না বরং ভীষন দোজখে অকল্পনীয় কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অথচ উপরোক্ত মালী বন্দেগীর ব্যাপারে অসংখ্য লোক চরম ভুলের মধ্যে আছে।

উক্ত কিতাবে মালী বন্দেগীর সঠিক ভাগ-বণ্টন ও রূপ-রেখার দলীল ভিত্তিক অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা করা হয়েছে। সকলের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক জরুরী পাঠ্য।

দুরমূয চূর্ণ

দ্বীন ইসলামের বহু জরুরী বিষয় ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি ধর্মজ্ঞানহীন ও ধর্মবিদ্বেষী লোকদের স্ব-নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে জনৈক তথাকথিত মুসলমান উকিলের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব। ইহা পাঠে বাকযুদ্ধ বা তর্কশাস্ত্রের বহু যোগ্যতা হাছিল হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের আক্রমণ প্রতিরোধে ও মিথ্যার মূলউৎপাটনে কলম যুদ্ধে অকল্পনীয় শক্তি-সাহস ও বিশেষ জ্ঞান অর্জিত হয়। তাছাওউফ শিক্ষার্থীগণের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক পাঠ্য।

ফিক্বাহ্ শিক্ষা (যন্ত্রস্থ)

শরীয়তের একভাগ (দেহ সম্বন্ধীয় বিধান) ফিক্বাহ্। ইহা দুই ভাগ- **ইবাদাত ও মুয়ামালাত**। উভয় অংশে দশটি করিয়া **বিশ প্রকার মৌলিক মাছআলার** বিস্তারিত আলোচনা। প্রত্যেকের জন্য অতি জরুরী কিতাব।

উল্লেখিত কিতাবগুলি পাইতে হইলে প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার মাদ্‌রাসা ও কেন্দ্রসমূহে যোগাযোগ করুন। (প্রকাশক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

(ইল্‌মে তাছাওউফের পূণর্জীবন ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা এবং উহাতে ভর্তির আহ্বান বিষয়ক বিশেষ-)

বিজ্ঞাপন-

(এবং তাছাওউফের বিশ্বঅভিযান কল্পে অকল্পনীয় সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির ইল্‌হাম প্রাপ্ত কারিকুলাম ও রুটিন সংক্রান্ত মহা জরুরী বিজ্ঞপ্তি।)

শামী কিতাবের প্রথম খণ্ডের কাদীম ছাপা চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যে ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয, তাহা দুইভাগে বিভক্ত; ফিক্বাহ (দেহ সম্পর্কীয় শিক্ষা) ও ইলমে তাছাওউফ। (আত্মা সম্পর্কীয় শিক্ষা)। ফিক্বাহের ইলম শিক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন। আবশ্যকের বেশী অপরকে শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া এবং বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব। তদ্রুপ তাছাওউফের ইল্‌মও শিক্ষা করা আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন, আবশ্যকের বেশী অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া এবং বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব।

ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য অসংখ্য মাদ্‌রাসা তৈয়ার হইয়াছে; কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য কোন মাদ্‌রাসা তৈয়ার হয় নাই। ইহা একটি বড় রকমের অভাব। এই অভাব দূরীভূত করার জন্য এদেশে ২৫ খানা তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্‌রাসা স্থাপন করা হইল। (প্রকাশ থাকে যে, উহার পরে আরো বহু তাছাওউফ মাদ্‌রাসা তৈরী করা হইয়াছে।)

এই মাদ্‌রাসাগুলিতে ইল্‌মে তাছাওউফের ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া ও মুস্তাহাব এই তিনও দরজার ইল্‌ম শিক্ষার সু-বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অতএব যাহারা (১নং) টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়াছেন বা (২নং) স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি পাশ করিয়াছেন, (৩নং) অথবা কোন ইল্‌মই শিক্ষা করেন নাই এবং (৪নং) যাহারা পীর ছাহেব সাজিয়াছেন অথচ ইল্‌মে তাছাওউফের খোঁজ রাখেন না, মুরীদদিগকে নফল জিকির অজীফা দ্বারা ধোকা দিতেছেন, তাহাদের সকলকে আহ্বান জানানো যাইতেছে যে, আপনারা ইল্‌মে

তাছাওউফ শিক্ষার ফরয আদায় করার জন্য বা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরয আদায় করার জন্য উল্লিখিত মাদ্‌রাসা গুলির যে কোন একটিতে ভর্তি হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। বর্ণিত প্রত্যেকটি মাদ্‌রাসায় তিনও দরজার ইল্‌ম শিক্ষা দান করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

✪ প্রত্যেকটি মাদ্‌রাসায় (ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়ার) এক একটি দরজা সমাপ্ত করার জন্য **বৎসরে ৬দিন** এবং **দুই বৎসরে বারো দিনে ১০৮ (একশত আট) ঘণ্টা** শিক্ষা দান করা **হইবে**। প্রত্যেকটি মাদ্‌রাসায় খোলার তারিখে প্রথম ঘণ্টায় ছাত্র ভর্তি করা হইবে। প্রথম ঘণ্টার নির্ধারিত সময়– বাদ ফজর থেকে বেলা ৮টা পর্যন্ত থাকিবে।

✪ **শিক্ষক খরচ ও ছাত্রদের খোরাকী খরচ ছাত্রদের বহন করিতে হইবে।**

কয়েকটি তাছাওউফের মাদ্‌রাসার নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল

১। তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্‌রাসা
মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) ছাহেবের বাড়ী
গ্রাম ও পোঃ- দুধল মাদ্‌রাসা, জেলা- বরিশাল।

২। তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্‌রাসা
হাফেজ আব্দুল গফুর (রহঃ) ছাহেবের বাড়ী
(পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযান কেন্দ্র)
গ্রাম- মির্জাপুর, পোঃ- নিকলী দামপাড়া,
জেলা– কিশোরগঞ্জ
খোলার তারিখ- প্রতি আষাঢ় ও ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার।

আহ্বায়ক
মুহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)
দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

৩। তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্‌রাসা
২৬১/জি, হাজী মরণ আলী রোড, তেজগাঁও (নাবিস্কোর পশ্চিমে), ঢাকা।
(মাষ্টার আলহাজ্ব মুহাম্মদ সুলতান আহম্মদ ছাহেবের (রঃ) বাড়ী)

বিঃ দ্রঃ অন্যান্য তাছাওউফ মাদ্‌রাসার ঠিকানা ও খোলার তারিখ জানিতে চাহিলে উপরের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। (প্রকাশক)

তাছাওউফ মাদ্‌রাসা সমূহে শিক্ষার সময়

✪ সকাল বেলা (৩ ঘণ্টা) ঃ ৭ টা হইতে হইতে ১০ টা পর্যন্ত।
✪ বিকাল বেলা (৩ ঘণ্টা) ঃ ২ টা হইতে ৫ পর্যন্ত।
✪ মাগরিবের নামাজ বাদ (৩ ঘণ্টা) ঃ ৭ টা হইতে ১০ টা পর্যন্ত।

প্রকাশ থাকে যে, মৌসূমের পরিবর্তনে উল্লেখিত আরম্ভ ও সমাপ্তির সময়ের পরিবর্তন হইতে পারে।

প্রত্যেক দরজার শিক্ষার সময়

✪ ফরজ দরজার জন্য ঃ দুই বৎসর।
✪ ফরজে কেফায়া দরজার জন্য ঃ দুই বৎসর।
✪ মুস্তাহাব দরজার জন্য ঃ চার বৎসর।

শিক্ষার সময় মোট

✪ ফরজ দরজার জন্য ঃ ১০৮ ঘণ্টা।
✪ ফরজে কেফায়া দরজার জন্য ঃ ১০৮ ঘণ্টা।
✪ মুঁস্তাহাব দরজার জন্য ঃ ২১৬ ঘণ্টা।

তালীমী জলছায় ছাত্রদের শিক্ষা খরচ

✪ তা'লীমী জলছায় বাৎসরিক শিক্ষা খরচ বা বেতনের পরিমাণ- ৪০ কেজি চাল অথবা ইহার সমপরিমাণ মূল্য।

(প্রকাশ থাকে যে, সমগ্র দেশ-দুনিয়া ব্যাপী আম তাবলীগের কাজে সাহায্য তথা তাবলীগে হুক্‌মী এবং কলম যুদ্ধ অর্থাৎ কিতাব গং ছাপানোর জন্য সাহায্য বা মালী বন্দেগী করা উপরোক্ত শিক্ষা খরচ থেকে আলাদা বা সতন্ত্র।)

✪ প্রত্যেক দরজার জন্য মোট পাঠ্য কিতাব ৩০ খানা।

✪ প্রতি বৎসর খোলার তারিখে বেতন আদায় করিতে হইবে।

✪ প্রত্যেক মাদ্‌রাসায় ছাত্রদের নিজ নিজ খরচে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকিবে।

(তাছাওউফ শিক্ষা ৪র্থ খণ্ড হইতে সংগৃহীত)

আহবায়ক–
মুহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)

শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্র সমূহে প্রচারক, শিক্ষক, খলীফা এবং শিক্ষার্থী মুরীদান গং সকলের জন্য এই মহামূল্যবান কিতাবখানা মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম (রঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অন্যতম জরুরী পাঠ্য। চিরস্থায়ী জগত আখেরাতের মহামুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছোট-বড় সর্বপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লক্ষ লক্ষ পীরানা দরবারসমূহে কিতাবখানা অপরিহার্য মহা জরুরী পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োজন।

----- প্রকাশক

ইবাদাত (খন্ড)
মোয়ামালাত (খন্ড)
মুহ্‌লিকাত (খন্ড)
মুন্‌জিয়াত (খন্ড)

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

(রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে)

কর্তৃক প্রণীত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য দুইটি জগত সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহজগত ও পরজগত। ইহজগত (দুনিয়া) আল্লাহ্ তা'আলা বিনা বিনিময়ে দান করিয়াছেন; কিন্তু পরজগত বিনা বিনিময়ে দান করিবেন না। পরজগত (অর্থাৎ পরজগতে বেহেস্ত উদ্যান) দান করিবেন শরীয়ত বা দ্বীন ইসলামের বিনিময়ে।

শরীয়ত দুই ভাগে বিভক্ত- ফিক্বাহ ও তাছাওউফ।

ফিক্বাহ দুই ভাগে বিভক্ত- **ইবাদাত**, মোয়ামালাত।

তাছাওউফও দুই ভাগে বিভক্ত- **মুহ্লিকাত**, মুন্জিয়াত।

মোটকথা, শরীয়তের মাছয়ালা চারি ভাগে বিভক্ত- **ইবাদাত, মোয়ামালাত, মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত।**

অতএব, **সমাজের অবগতির জন্য অত্র কিতাবে বর্ণিত চারও প্রকারের মাছআলা লিপিবদ্ধ করা** গেল।

(গ্রন্থকার)

ইবাদাত খন্ড

আল্লাহ্ তায়া'লা ও বান্দার মধ্যে সম্পর্কযুক্ত
বিষয়ের ইল্ম, (আল্লাহর হক)
মৌলিক ভাবে ১০ প্রকার ঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

শরীয়ত বা ইছলাম ধর্ম

ফিক্বাহ অংশ ঃ ইবাদাত খণ্ড

ইল্‌মের বিবরণ

ইল্‌ম দুই প্রকার– দুনিয়াবি ইল্‌ম, দ্বীনি ইল্‌ম। দুনিয়াবি ইল্‌ম শিক্ষা না করিলে ইহজগতের উন্নতি হাছিল হয় না, আর দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা না করিলে পরজগত (অর্থাৎ হিসাবান্তে বেহেস্ত) হাছিল হইবে না। ইহজগত অস্থায়ী আর পরজগত চিরস্থায়ী।

মানুষ অস্থায়ী জগতের উন্নতিকল্পে দুনিয়াবি ইল্‌ম শিক্ষা করিতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে রাযী, কিন্তু পরজগত হাছিলের জন্য দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করিতে (অধিকাংশ লোকই) টাকা ব্যয় করিতে মোটেই রাযী না। সমাজের এই অবস্থা হওয়ার কারণ, দ্বীনি ইল্‌মের অজ্ঞতা এবং পরজগতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা। ✪[১]

দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর উপর ফরয। এই ফরয ত্যাগ করিলে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. "মুরাদুল মুরীদীন" কিতাবের নূতন ছাপা ৭৮ নং পৃষ্ঠায় ৩য় ও ৪র্থ সাবধানবাণীতে লিখা আছে, মূলকথা- (ক) কিতাবী শর্তবিশিষ্ট সঠিক ওয়ায়েজ বা কোরআন প্রচারক (হাদী)কে প্রচার কার্যে প্রয়োজনীয় খরচ (টাকা) প্রদানের জন্য সাধ্যানুযায়ী পূর্ণরূপে চেষ্টা করা মুছলমান সমাজের উপরে ওয়াজিব। আর (খ) ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে, মূলকথা– আখেরাতের ওস্তাদকে নিয়ম মুতাবেক অথবা ধার্যকৃত বেতন খরচ প্রদান করা শিক্ষার্থীগণের জন্য ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ্ কোরআন শরীফে ছুরায় মায়েদার মধ্যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন– تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى، অর্থ– নেকের কাজে ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগীতা কর।

শামী কিতাবের ১ম খণ্ডে আছে– **দ্বীনি ইল্‌ম প্রত্যেক মুছলমানের উপর আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরযে আইন**, আবশ্যকের বেশী অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা **ফরযে কেফায়া**, বিদ্যার সাগর হওয়া **মুস্তাহাব**।

উপরোল্লিখিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল, **মুসলমান সমাজের শতকরা একশত জনের উপরেই ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয। এই ইল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা প্রথম প্রকারের ইবাদত।**

হাদীছ শরীফে আছে, সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া নফল ইবাদাত করার চেয়ে এক ঘণ্টাকাল ইল্‌ম শিক্ষা করা উত্তম।

বর্তমান যামানার মুছলমান সমাজ **দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরয তরক করিয়া নিজেদের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে** এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে দ্বীনি ইল্‌ম শিখাইতে রাযী না। মোটকথা **নিজেরাও ফরয ইল্‌ম শিক্ষা করা তরক করিয়া জীবনটাকে নষ্ট করিয়াছে, ছেলেমেয়েদের জীবনটাও নষ্ট করিতেছে।**

এক্ষণে পরকালে নাজাত পাইতে চাহিলে নিজেদের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরয আদায় করিতে হইবে এবং নিজ নিজ সন্তানদেরও দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরয আদায় করিতে হইবে।

সন্তানদিগকে প্রথমতঃ দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষাদান করিবে। **দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা সমাপ্তির পর** দুনিয়াবি ইল্‌ম শক্তি পরিমাণ শিক্ষা দিতে থাকিবে।✪[১]

-ঃ ফরজ-ওয়াজিব ছাড়িয়া নফল/মোবাহ্ ইত্যাদি কাজে মশ্‌গুল হওয়া বোকামী ও জ্ঞানহীনতার কাজ ঃ- (প্রকাশক)

✪১. ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি অপরিহার্য জরুরী কাজ সম্পাদন না করিয়া বরং উহা বাদ রাখিয়া যাহা ফরয-ওয়াজিব বা অপরিহার্য জরুরী নয়; এরূপ কাজে লিপ্ত হওয়া আহম্মকী ও জ্ঞানহীনতার কাজ। ✪ এই বিধান অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা বিপরীত পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে বা করিবে, তাহারা আখেরাতে কল্পণাতীতভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইবে।

✪ **দ্বীন-শিক্ষা ও উহা প্রচার-কায়েমের ক্ষেত্রে** (ক) ধর্মীয় পীর-ওস্তাদকে শিক্ষা প্রদান কার্যে সাহায্য অর্থাৎ শিক্ষা খরচ দেওয়া। (খ) সঠিক কোরআন প্রচারক ওয়ায়েজ বা হাদীকে প্রচার কার্যে তাবলীগে হুক্‌মী অর্থাৎ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা এবং (গ) দ্বীন ইসলামের উপরে আল্লাহ্‌র শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে শক্তি ও আছবাব-উপকরণ সংগ্রহের জন্য নায়েবে রসূলকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা, ইহা প্রথম পর্যায়ের ওয়াজিব (ফরয) কর্তব্য।

বর্ণিত তিন ও পর্যায়ের কাজে যাহারা মাল ব্যয় করে না বরং বিপরীতভাবে বে-জরুরী নফল গং কাজে মাল ব্যয় করে তাহারাও মহা-অপরাধী।

সন্তানদিগকে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দিলে মৃত্যুর পর **কবরে থাকিয়া দোআ পাইতে থাকিবে** এবং **হাশরের মাঠে** দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দানের ছববে (কারণে) আল্লাহ্‌র দরবারে পুরস্কারস্বরূপ সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল শাহী **টুপী এবং শিরোভূষণ** মুকুট পাওয়ার আশা আছে। আর দ্বীনি ইল্‌ম না শিখাইয়া শুধু দুনিয়াবি ইল্‌ম শিখাইলে কবরে থাকিয়া দোআ পাওয়ার আশা থাকিবে না এবং হাশরের মাঠে পুরস্কার পাওয়ার আশাও থাকিবে না; বরং **দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা না দেওয়ার অপরাধে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।**

কতক মুছলমানদের ধারণা **ফিক্বাহ্‌র ইল্‌ম** শিক্ষা করা ফরয, কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা **মুস্তাহাব; এই ধারণা একেবারে ভুল। প্রত্যেক মুছলমানের উপর ফিক্বাহ্‌র ইল্‌ম শিক্ষা করার ন্যায় তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করাও ফরয।**

টাইটেল বা **দাওরা পাশ** মাওলানা **ছাহেবরা** মাদ্‌রাসা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীতে নিযুক্ত না হইয়া **ইল্‌মে তাছাওউফ** শিক্ষা করিতে যতদিন লাগিবে, ততদিন ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করিবেন। কারণ **বর্ণিত মাদ্‌রাসা পাশ করিলেও ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার ফরযিয়াত বাকী থাকিয়া যায়।**

আর কতকের ধারণা, নিজে নিজে তাছাওউফের ইল্‌ম পাঠ করিয়া লইবে, এই ধারণা ভুল। কারণ শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহের ইল্‌মই যখন বিনা ওস্তাদে শিক্ষা হয় না, তবে ইল্‌মে বাতেন বা তাছাওউফের ইল্‌ম বিনা ওস্তাদে শিক্ষা হইবে কিরূপে? ✪[১]

-ঃ কামেল মোরশেদ গ্রহনের দলীল ঃ- (প্রকাশক)

✪১. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর লিখিত ছিররুল আছরার কিতাবে তওবার অধ্যায়ে লিখা আছে–

طَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقَلْبِ فَرْضٌ ـ

অর্থাৎ– অন্তরকে সঞ্জীবিত করার জন্য কামেল মুরর্শেদ (কামেল পীর) তালাশ করা ফরয।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের ইল্‌ম (ঈমানের পরে) দুইভাগে বিভক্ত।

ফিক্বাহ্ ও (ইলমে) তাছাওউফ। এই উভয় ইল্‌মই শিক্ষা করা ফরয। (শামী কিতাবের [পুরাতন ছাপা] ১ম খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

-ঃ বাকী বর্ণনা ঃ- (প্রকাশক)

মহান আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে নির্দেশ করিয়াছেন।

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ– যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে সেই (প্রয়োজনীয়) না জানা বিষয় জানার জন্য আহলে জিক্‌র বা আল্লাহ্‌ওয়ালা জ্ঞানী লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও।

✪ তাফছীরে আজীজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

بدانکه اطاعت انها بحکم خدا فرض است شش گروه آند آز انجمله مجتهدین شریعت وشیوخ طریقت آند

অর্থাৎ– যাহাদের তাবেদারী করা আল্লাহ্‌র হুকুমে ফরজ, তাহারা ছয় দল। তন্মধ্যে শরীয়তের মুজতাহিদ এবং ত্বরীকতের পীরগণ একদল।

✪ শাহ্ অলি উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) "এন্তেবাহ্ ফি ছালাছেলে আওলিয়া" কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

فِىْ رِسَالَةِ الْمَكِّيَّةِ مَنْ لَا شَيْخَ لَهٗ فَالشَّيْطَانُ شَيْخُهٗ

অর্থাৎ– রেছালায় মক্কীয়াতে আছে, **যাহার পীর নাই, শয়তানই তাহার পীর**। (পীর মুরীদী তত্ত্ব কিতাবের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত) তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠায় আছে–

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ– **যাহার পীর নাই, তাহার পীর হইল শয়তান।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

আক্বাইদের বিবরণ

আক্বাইদের ১ম মাছআলা হইল আল্লাহ্ এক। তিনিই একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত, আর হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার প্রেরিত (রাসূল)।

সাত চিজের (বিষয়ের) উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয। **প্রথম**- আল্লাহ্র উপর। **দ্বিতীয়**- ফেরেশ্তাদের উপর। **তৃতীয়**– কিতাবের উপর। **চতুর্থ**– রাসূলগণের উপর। **পঞ্চম**– শেষ দিনের উপর। **ষষ্ঠ**– তাকদীরের উপর। **সপ্তম**– মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার উপর।

কিতাবের উপর ঈমান আনায়ন করার অর্থ হইল কিতাবে যাহা জায়েয লিখা আছে তাহা জায়েয ধারণা করা। আর কিতাবে যাহা নাজায়েয লিখা আছে তাহা নাজায়েয ধারণা করা।

মোটকথা কিতাবে যে মাছআলা যেরূপভাবে লিখা আছে সেইরূপে ধারণা করা। তাহার খেলাফ কেহ বলিলে তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা।

বর্তমানে কতক মুসলমান আছে, কিতাবের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহাদের বিশ্বাস নিজ নিজ নাকেছ পীরদের বা আমীরদের কথার উপর। (দ্বি-মত পূর্ণ মাছয়ালার মিমাংসার উদ্দেশ্যে কিতাব দেখার জন্য আহ্বান করিলে) তাহারা বলিয়া থাকে- তাহারা কোরআন-কিতাব দেখিতে রাযী না, তাহাদের কিতাব হইল পীর ছাহেব বা আমীর ছাহেব। ইহা আক্বাইদের মাছআলার খেলাফ।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর আক্বাইদের মাছআলা শিক্ষা করা ফরয। এই ফরয তরক করিলে ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইবাদাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হইয়াছে আক্বাইদ। এই আক্বাইদের মাছআলায় যাহারা ভুলে পতিত হইবে, তাহারা চিরজীবন দোযখ ভোগ করিবে।

অমুছলমান সমাজ সবাই আক্বাইদের মাছআলায় ভুলে পতিত আছে। হিন্দু সমাজের ধারণা পুতুল পূজায় মুক্তি পাইবে, এই ধারণা গলত।

মুছা নবীর উম্মাত দাবীকারী ইয়াহুদী সমাজ ও ঈছা নবীর উম্মাত দাবীকারী খ্রিস্টান বা নাছারা সমাজ ধারণা রাখে যে, তাহারা নিজ নিজ ধর্মমতে চলিতে পারিলে নাজাত পাইবে, এই ধারণা গলত।

কতক মুছলমানের ধারণা পীর ছাহেবেরা গায়েব জানেন। এই ধারণা গলত।✪১ কতক মুছলমানের ধারণা মুরীদরা অচলগাড়ী, আর পীরছাহেবেরা ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের এক টানে মুরীদদিগকে বেহেশ্‌ত ভবনে পৌছাইয়া দিবে, এই ধারণা ভুল। প্রত্যেকের আমল ওজন করা হইবে।

কতক মুছলমানের ধারণা যার যার ধর্মমতে চলিতে পারিলে মুক্তি পাইবে-এই ধারণা ভুল।

আরও কয়েকটি চিজের (বিষয়ের) উপর ঈমান আনয়ন করা ফরযঃ

✪ প্রথম- ক্বিয়ামতের উপর। ✪ দ্বিতীয়– মুনকার ও নাকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের উপর। ✪ তৃতীয়– কবর আজাবের উপর। ✪ চতুর্থ- মীজানের উপর। ✪ পঞ্চম- পোলছিরাতের উপর। ✪ ষষ্ঠ- বেহেশ্‌ত ও দোযখের উপর। ✪ সপ্তম- হযরত (ছঃ)-এর চারজন ছাহাবা খেলাফত করিয়াছেন তাহা ঠিকভাবে করিয়াছেন। ✪ অষ্টম- হযরত (ছঃ) শেষ পয়গম্বর, তাঁহার পর আর কোন পয়গম্বর হইবে না। ✪ নবম- (ঈমান আনিতে হইবে) আমাদের কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম রহিত হইয়া গিয়াছে। ✪ দশম- (ঈমান আনিতে হইবে যে) ইসলাম ধর্মে দাখিল না হইয়া যত ইবাদাত করিবে তাহা আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইবে না।

-ঃ জরুরী বর্ণনা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. গায়েবে জাতি বা গায়েবে হাকিকী একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ ব্যতীত উহা কেহই জানে না। অর্থাৎ- নিজ ক্ষমতা বলে গায়েব জানার সাধ্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই ছিফাত। আর গায়েবে এজাফী বা গায়েবে আত্বায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদেরকে দান করেন তাহারা উহা আল্লাহ্‌র দেওয়া ক্ষমতা ও রহমাতে জানতে পারেন।

কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্য ও দান ব্যতীত নিজ ক্ষমতা বলে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারো গায়েব জানার সাধ্য নাই।

আমরা মাযহাবী, আমাদের মাজহাবের কিতাবে যাহা হারাম লিখিয়াছে তাহা হারাম ধারণা করা, আর যাহা জায়েয লিখিয়াছে, তাহা জায়েয ধারণা করা। **যেমন– আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ শামী কিতাবের পঞ্চম খণ্ডে শরাব পান করা হারাম লিখিয়াছে, এই শরাব পান (করাকে) হারাম ধারণা করা। আর হুক্কা পান করা মুবাহ ও হালাল লিখিয়াছে, উহাকে মুবাহ ও হালাল ধারণা করা।**✪১

এই দেশে কতক পীর ছাহেবেরা হুক্কা পান করা হারাম এবং মাকরূহ তাহরীম বলিয়া প্রচার করিতেছে, তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস না করা। কারণ তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস করিলে, মাযহাবের কিতাবের উপর বিশ্বাস থাকে না এবং **মাযহাবের কিতাবের উপর বিশ্বাস না থাকিলে কোরআন ও হাদীছের উপর বিশ্বাস থাকে না। যেহেতু কোরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা মাযহাবের কিতাব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।**

আমাদের দেশে **হুক্কা বিনাশ** এবং **ধূম বিনাশ** নামক বই বাহির হইয়াছে। উহাতে হুক্কা পান করা হারাম ও মাকরূহ তাহরীম লিখা হইয়াছে, উহার উপর বিশ্বাস না করা। কারণ তাহারা যে দলীল উল্লেখ করিয়াছে তাহা সব-ই ধোকা।

-ঃ তামাকের ধূমপান সম্পর্কে চারও মাজহাবের ফতোয়া ঃ- (প্রকাশক)

✪১. জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী কিতাবের ৫ম খণ্ড পুরাতন ছাপা ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

أَفْتَى بِحِلِّهِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

অর্থাৎ- হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারও মাজহাবের নির্ভরযোগ্য ইমামগণ হুক্কা পান করা হালাল বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার লিখা **"সত্য প্রকাশ"** নামক কিতাবে লিখা হইয়াছে।✪[১]

কোন পীর ছাহেব বা আলেম ছাহেব যদি বায়ুর উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারে এবং পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারে, এরূপ পীর বা আলেম ছাহেবও যদি মাযহাবের কিতাবের খেলাফ মাছয়ালা প্রচার করে, তাহা হইলে তাহার উপর বিশ্বাস না করা। কারামতে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বাস করিলে আক্বায়েদের মাছয়ালার গলতীতে ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

-ঃ জরুরী বর্ণনা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. জগত বিখ্যাত শামী কিতাবের ৫ম খণ্ড (কাদীম ছাপা) ৪০৬ পৃষ্ঠা ও ৪০৭ পৃষ্ঠায় হুক্কা পানের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উহাতে হুক্কাপান করা যাহারা হারাম ও মাকরূহ্ তাহরীম বলিয়াছে তাদের দাবী চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে এবং হুক্কা পান মোবাহ্ বা জায়েয সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

তবে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, হুক্কা বা তামাকের ধূমপান করিয়া অথবা কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন বা দুর্গন্ধযুক্ত শুটকী মাছ ইত্যাদি যে কোন জিনিস আহার করিয়া তৎপরে মুখের দুর্গন্ধ দূর না করিয়া বরং উক্ত দুর্গন্ধসহ মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য অথবা যে কোন মজলিসে লোকের কাছে গিয়া উক্ত দুর্গন্ধের দ্বারা মানুষকে কষ্ট দিলে ইহা অবশ্যই অপরাধমূলক কাজ। কাজেই উক্ত ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার তাহা হইল, যাহারা সাংসারিক ব্যাপারে এবং দ্বীন শিক্ষা ও দ্বীন প্রচার-কায়েম গং ব্যাপারে ফরজ ওয়াজিব খরচ (অর্থাৎ উক্ত কাজে মাল সঠিকভাবে ব্যয়/দান) করিতে পারে না এবং কতকলোক আছে তাহারা পারিলেও বখিলী করে, তাহাদের পক্ষে উপরোক্ত ফরয ওয়াজিব খরচ বাদ দিয়া ক্ষতিকারক ও অপ্রয়োজনীয় মোবাহ্ কাজে মাল ব্যয় করা কিতাব মতে জায়েয নহে বরং আহম্মকী ও জ্ঞানহীনতার কাজ এবং সাংসারিক এবং **দ্বীন-শিক্ষা এবং প্রচার কায়েমের জন্য ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরী খরচ বাদ দিয়া বে-জরুরী কাজে টাকা পয়সা যাহারা ব্যয় করিবে তাহাদেরকে পরজগতে অপমান ও অপদস্ত করা হইবে।**

এই মর্মে ফতহুল গয়ব কিতাবের ৪৮নং ভাষণে হাদীছের দলীলের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

ত্বহারাতের বিবরণ

তৃতীয় প্রকার ইবাদত হইল ত্বাহারাত (পবিত্রতা)। ত্বহারাত **চার প্রকার**। **প্রথম** প্রকার ত্বহারাত-জাহেরী অজুদকে (অংগ-প্রত্যংগকে) নাজাছাত ও ফোজলা (অতিরিক্ত) চীজ হইতে পাক করা।

দ্বিতীয়- সর্বশরীরকে **গুনাহ্** হইতে পাক করা।

তৃতীয়- অন্তরকে **অসৎ স্বভাব** হইতে পাক করা।

জাহেরী অজুদকে কিভাবে পাক করিতে হইবে তাহার মাছআলা **ফিক্বাহের** কিতাবে লিখা আছে। আর অন্তরকে কিভাবে পাক করিতে হইবে তাহার মাছআলা **তাছাওউফের** কিতাবে লিখা আছে।

জাহেরী অজুদ পাক করা ছাড়া জাহেরী ইবাদাত ছহীহ্ হইবে না। আর **বাতেনী অজুদ পাক করিতে না পারিলে সমস্ত ইবাদাত গায়েরে মকবূল হইয়া যাইবে।** সুতরাং প্রত্যেক মুছলমানের জাহেরী ও বাতেনী অজুদের ত্বহারাত হাছিল করার জন্য **জাহেরী ও বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।**

চতুর্থ প্রকারের ত্বহারাত সর্বসাধারণ মুছলমানদের জন্য নহে। উহা পয়গাম্বর আলাইহিছ্ ছালামগণের জন্য খাছ বা নির্দিষ্ট,

প্রকাশ থাকে যে, **প্রত্যেক মুছলমানের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে যেন বর্ণিত তিন প্রকার ইবাদাতের মাছআলার ভিতরে গলতি না হয়।**

-ঃ ত্বহারাত সম্পর্কে আয়াত ও হাদীছ ঃ- (প্রকাশক)

✪ আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফের ২য় পারা সুরায় বাক্বারার ২২২ নং আয়াতে ফরমাইয়াছেন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাহকারীগণকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে মুহাব্বত করেন।

✪ হযরত নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন- اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।

✪ হযরত নবী করীম (ছঃ) আরও ফরমাইয়াছেন بُنِىَ الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ অর্থাৎ- পাক পবিত্রতা দ্বীন ইসলামের বেনা বা ভিত্তি। (তিবরানী ও এহ্ইয়াও উলূমিদ্দীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

নামাজের বিবরণ

প্রত্যেক মুছলমানের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরয। জুমআর দিন পুরুষের জন্য জোহরের স্থলে জুম'আর নামায আদায় করা ফরয।

যেই জায়গায় **জুম'আর নামায আদায় করা ফরয,** সেই জায়গায় জুম'আর নামায ছাড়িয়া যাহারা জোহরের নামায আদায় করিতেছে, তাহারা জুম'আর নামায তরক করার অপরাধে দোযখ ভোগ করিবে। যাহারা পাঁচ ওয়াক্তের এক ওয়াক্তও বিনা ওজরে তরক করিবে, তাহাদেরও দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারিত আছে। **ওয়াক্ত মত** নামায পড়িতে হইবে। নামায আদায় করার জন্য যে সমস্ত মাছআলা আছে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। নামাযের মাছআলা শিক্ষা না করিয়া নামায পড়িলে নামায ছহী হইবে না। **পুরুষদের জন্য জামাতে নামায পড়া ছুন্নতে মুআক্কাদাহ।** বহু মুছলমান জামাতে নামায পড়া জরুরী মনে করে না। ইহা ফিক্বাহ্‌র মাছআলায় তাহাদের গল্‌তী। নামাজ ছহী হওয়ার জন্য হামেশা ফিক্বাহের মাছ্‌আলা পাঠ করিতে হইবে।

-ঃ নামাজ সম্পর্কে আয়াত ও হাদীছ ঃ- (প্রকাশক)

কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন–اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا অর্থাৎ নিশ্চয় নামায ঈমানদার ব্যক্তিদের উপরে নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ ۔ অর্থ ঃ আল্লাহপাক তাহার বান্দাহগণের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন।

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۔ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۔ অর্থ ঃ আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী কর এবং আমাকে স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম কর। (ত্বা-হা - ১৪)

✪ কোরআন শরীফের ৩০ নম্বর পারা ছূরায় মাউনে আছে– فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থঃ অতএব বড় সর্বনাশ বা ধ্বংস ঐ সকল নামাজীদের জন্য যাহারা স্বীয় নামাযকে ভুলিয়া থাকে, আর (যখন নামাজ পড়ে তখন) রিয়াকারী করে। (অর্থাৎ তাহারা অন্তরশুদ্ধি বা তাছাওউফ অর্জন করে না বরং অন্তরে কু-রিপু, যেমন– রিয়া পোষণ করে। এই রূপ নামাজীদের জন্য ধ্বংস।) আর নিত্য ব্যবহার্য বস্তু (যেমন কুড়াল, কোদাল, রান্না করার পাত্র গং) ও যাকাত অন্যকে দেয় না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ✲

যাকাতের বিবরণ

যাকাত মালী ইবাদাত। যাকাতের পরিমাণ মাল থাকিলে প্রতি বৎসর মালের হিসাব করিয়া যাকাত আদায় করিতে হইবে। **যাকাত আদায় করা ফরয। এই ফরয তরক করিলে বখীল শ্রেণীভুক্ত হইয়া দোযখে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।**

যে সমস্ত মেয়েলোকেরা তাহাদের মাল এবং যেওরের যাকাত আদায় না করিবে, তাহাদের উক্ত মাল ও যেওর সাপের ছুরত ধারণ করিয়া গলদেশে পেচ দিয়া বলিবে, তুমি আমাকে চিন কি ? আমি তোমার মাল ও যেওর। তুমি যাকাত আদায় কর নাই, সেই কারনে তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আসিয়াছি।

যাহারা মালের যাকাত আদায় করিবে না তাহাদের মাল দোযখের আগুনে গরম করিয়া কপালে, পৃষ্ঠদেশে ও দুই পার্শ্বে আজাবের ফেরেস্তারা দাগ দিতে থাকিবে। **মোটকথা– যাকাত আদায় না করিলে ভীষণ শাস্তি হইবে।**

-ঃ জরুরী বর্ণনা ঃ- (প্রকাশক)

মহান আল্লাহ কোরআন শরীফে ঘোষনা করিয়াছেন–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنَ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থাৎ– অবশ্যই দানসমূহ (যাকাত) তাহারা পাবে যাহারা (১) ফোকারা, (অর্থাৎ যাহাদের মাল আছে, কিন্তু নেছাবের চেয়ে কম), (২) মাছাকিন, অর্থাৎ যাহাদের কিছুই নাই, (৩) সদকা বা দানসমূহ আদায়কারী কর্মচারী আমেলীন, (৪) নওমুছলিম, (৫) গোলাম আজাদ কার্যে, (৬) ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধে, (৭) আল্লাহর পথে (যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিপদগ্রস্তদের জন্য), (৮) বিদেশী মোছাফিরদের জন্য। আর আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং মহাবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (সূরা তওবার ৬০ নং আয়াত)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

রোযার বিবরণ

রমযানের রোযা প্রত্যেক মুছলমানের উপর **ফরজ**। যাহারা **বিমারের জন্য** রোযা রাখিতে পারে না এবং **যাহারা ছফরে আছে** তাহাদের জন্য এজাযত আছে, তাহারা **বিমার** এবং ছফর অবস্থায় রোযা না রাখিয়া যখন রোগ আরোগ্য হইবে বা মুকীম হইবে তখন উক্ত রোযা রাখিবে।

পরিষ্কার বুঝা গেল, রোগী এবং মুছাফিরদের জন্য রমযান মাসে দিনের বেলা খানা-পিনার এজাযত আছে। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে, রমযান মাসে দিনের বেলা হোটেলে অগ্নি প্রজ্বলিত করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হইতেছে, ইহা আল্লাহ্র আইনের খেলাফ।

কতক মুছলমানকে দেখা যায়, তাঁহারা মাটি কাটা বা অন্য কোন কাজের জন্য বাহানা করিয়া রোযা রাখে না। তাহারা তাহাদের রোযা না রাখার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দোযখে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিবে। রমযান ছাড়া (বাকী এগার মাসে নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত স্বেচ্ছায়) যত রোযা রাখা হয়, তাহা নফল।

-ঃ রোজা সম্পর্কে আয়াত ও প্রান্তটিকা ঃ- (প্রকাশক)

কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইয়াছেন- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে যেইরূপ ফরয করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যাহাতে তোমরা পরহেজগারী অর্জন করিতে পার।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আরও ফরমাইয়াছেন- وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ অর্থাৎ- আর তোমরা খাও ও পান কর যে পর্যন্ত না কালরেখা থেকে (রাতের অন্ধকার থেকে) সাদা রেখা (ভোরের সাদা আলো রেখা) পরিষ্কারভাবে দেখা যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

হজ্বের বিবরণ

যাহাদের মক্কা শরীফ যাওয়া এবং আসার খরচ সংগ্রহ আছে তাহাদের উপর হজ্ব করা ফরয। জীবনে একবার হজ্ব করা ফরয। হজ্ব একবারের বেশী করা নফল। **যাহাদের উপর হজ্ব করা ফরয হইয়াছে তাহারা হজ্ব না করিলে ফরয তরকের গুণাহে পতিত হইবে।**

কতক লোক আছে, তাহারা নেহায়েত গরীব মানুষ। জমাজমি নাই, **ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া** হজ্ব করিতেছে। **ইহা শরীয়তের বিধান নহে।**

উপরে উল্লেখিত **সাত প্রকার** ইবাদাত ফরয। আল্লাহ্‌র দরবারে এই সাত প্রকার ইবাদাতের হিসাব হইবে। হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হইলে দোযখ ভোগ করিতে হইবে। আর বাকী **তিন প্রকার** ইবাদাত (প্রচলিত রেওয়াজ হিসাবে) **নফল।**✪[১] এই নফল ইবাদাত করিতে পারিলে দরজা বোলন্দ হইবে। আর না করিতে পারিলে দোষী সাব্যস্ত হইবে না।

মহান আল্লাহ্ ছুরা আল-ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে ফরমাইয়াছেন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا। অর্থাৎ- আর মানুষের উপরে ফরয আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাবা গৃহে হজ্ব করা। তবে ইহা সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঐ কাবা ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় ভার বহন করিতে সক্ষম।

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. আর বাকী তিন প্রকার ইবাদাত নফল অর্থাৎ– তিলাওয়াতে কোরআনের ব্যাপারে নামাযে কোরআন পাঠ ব্যতীত প্রচলিতভাবে যথা– সকাল-বিকাল গং বিভিন্ন সময় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, কোরআন খতম করা ইত্যাদিকে নফল বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নামাযে কোরআন তিলাওয়াত শামিল নহে। কারণ **নামাযের মধ্যে কোরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করা ফরয।**

উপরোক্তভাবে বর্তমান দুনিয়ায় যে **জিকিরের** প্রচলন আছে অর্থাৎ **জিক্‌রে লিছানীকেই নফল বলা হইয়াছে।** আমলী জিকির অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ পালন করা যে **ফরয জিকির** ইহাকে নফল বলা হয় নাই। মোটকথা বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত জবানী জিকির নফল। আর আমলী জিকির ফরজ।

✪ **তারতীবুল আওরাদ ইহাতে আওরাদ শব্দটি বহুবচন। একবচনে বেরদ। উহার মর্ম হইল মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায় কথা এবং কার্যসমূহকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।**

✪ আওরাদ বা বেরদের বহু প্রকার বা শ্রেণী আছে। যথা- জিকির-আজকার করা, দুরূদ শরীফ পড়া, কোরআন তিলাওয়াত করা, নামায পড়া, দোআ করা ইত্যাদি। (জখীরায়ে কারামাত দ্রষ্টব্য)। **বাকী বর্ণনা ডান পৃষ্ঠায় দেখুন–**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

তেলাওয়াতে কোরআনের বিবরণ

কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এই কিতাবখানা পৃথিবীর সমস্ত মানবের শিক্ষার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই কিতাবখানা পাঠ করিলে অসংখ্য ছাওয়াব হাছিল হইবে। প্রত্যেক হরফে দশটি করিয়া নেকী আমলনামায় লিখিত হইবে। এই কিতাবখানা তেলাওয়াত করিতে বিশেষ আদব রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা অর্থ জানে না, তাহারা অন্ততঃ আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া তা'জীমের সহিত পাঠ করিতে থাকিবে।

যে সমস্ত আলেম ছাহেবেরা কোরআনের সঠিক তাফছীর করিতে পারেন তাঁহাদের কাছে গিয়া তাফছীর শ্রবণ করিবে। কোরআনের তাফছীর শ্রবণ করিতে থাকিলে আস্তে আস্তে অন্তরের ভ্রম দূরীভূত হইতে থাকিবে। কোরআনের তাফছীর বর্ণনার সময় যে সমস্ত মাছআলা জানিতে পারিবে তাহার উপর পূর্ণভাবে আমল করিতে থাকিবে। তাঁহা হইলে কোরআনের উছিলায় নাজাত পাওয়ার আশা আছে।

যে সমস্ত হাফেয বা ক্বারী ছাহেবেরা দিবা-রাত্র কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল আছে, কিন্তু জাহেরী এবং বাতেনী আদেশ-নিষেধের উপর আমল করিতেছে না **(অর্থাৎ- ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করিতেছে না এবং আমল করিতেছে না)** তাহারা গাফেল শ্রেণীভুক্ত। তাহারা জাহেরী এবং বাতেনী আদেশ ও নিষেধের (ইল্‌ম শিক্ষা না করার কারণে এবং উহার) উপর আমল না করার ছববে (কারণে) হিসাবান্তে দোযখে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

(পূর্বের বাকী অংশ) প্রকাশ থাকে যে, প্রচলিত নফল জিকির-আজকার, দুরূদ শরীফ, কোরআন তিলাওয়াত, দো'আ ইত্যাদির জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত আমলসমূহ সম্পাদন করা নফল। তবে যেই সমস্ত ফরয ইবাদাতের জন্য শরীয়াতের বিধানে সময় নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন– ফরজ নামায, তাহা উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা ফরয।

অতএব সংক্ষেপে মূলকথা হইল নফল জিকির-অজীফা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারতীবুল আওরাদ নফল। আর সময়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ও শর্তযুক্ত ফরজ আমল-বন্দেগীর ক্ষেত্রে তারতীবুল আওরাদ ফরজ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

জিকির এবং দোআর বিবরণ

আল্লাহ্ তাআলা খালেক, (সৃষ্টিকর্তা) বান্দা মাখলূক। (সৃষ্টজীব) মাখলূক হিসাবে খালেকের জিকির এবং তাঁহার কাছে দো'আ (প্রার্থনা) করা একান্ত জরুরী। **জিকির তিন প্রকার**। যথা- **যবান দ্বারা, অন্তর দ্বারা ও সর্বশরীর দ্বারা** অর্থাৎ- চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদির আমল দ্বারা।

যাহারা দিবারাত্র (জবানী) জিকির করিতেছে, কিন্তু শরীয়তের জাহেরী ও বাতেনী আহ্কামের উপর আমল করিতেছে না, **তাহারা জাকের নহে** বরং গাফেল। **আর যাহারা শরীয়তের জাহেরী ও বাতেনী আহ্কামের উপর আমল করিতেছে, তাহারা (জবানী) জিকির না করিলেও জাকের শ্রেণীভুক্ত**। কারণ তাহাদের প্রত্যেক আমলের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জিকির জারী হইতেছে।

হাদীছ শরীফে জিকিরের দুই প্রকার তারীফ (বা প্রশংসা) লিখা আছে। **নির্জনে** এবং **জামাআতের ভিতরে**। উভয় প্রকারের ছিফাত (বা ফজীলতের) বর্ণনা হাদীছে উল্লেখ আছে।

কোরআনে আছে- আল্লাহ্ তাআলার বান্দারা **দাঁড়ান অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্র জিকির করিয়া থাকে**।

(জবানী) জিকির **নফল ইবাদত**। শামী কিতাবের প্রথম খণ্ডে লিখা আছে- **মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে বসিয়া বোলন্দ আওয়াজে জিকির করা মুস্তাহাব**।

সর্বাপেক্ষা দরজাশীল জিকির হইয়াছে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ **-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লহ্**।

আল্লাহ্ মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী, আর বান্দা হইয়াছে একজন ফকীর। সেই হিসাবে বান্দার পক্ষে মহান আল্লাহ্র কাছে দোআ (প্রার্থনা) করা একান্ত জরুরী। **দোআও এক প্রকার ইবাদত**।

কোরআন মজীদে আছে- আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- (মূলকথা) যখন আমার বান্দা আমার কাছে দোআ করে তখন আমি দো'আ কবূল করিয়া থাকি।

দোআর জন্য দশটি আদব আছে

প্রথম আদব– দো'আর জন্য মকবূল ওয়াক্ত তালাশ করা। যেমন– আরাফাতের দিবস, রমজান মাস, জুম্'আর দিবস, রাত্রির শেষ ভাগ। এই সমস্ত ওয়াক্ত মকবূল ওয়াক্ত।

দ্বিতীয় আদব– উত্তম সময় তালাশ করা। যেমন– যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সময়, আজান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়। এই সমস্ত সময় দো'আ কবূলের উত্তম সময়।

তৃতীয় আদব– কেবলামুখী হইয়া ও উভয় হাত **উঠাইয়া দোআ করা এবং দোআর শেষে হাত মুখে ফিরান।**

চতুর্থ আদব– দোয়া মধ্যম আওয়াজে করা। যেন অতি জোরে বা অতি আস্তে না হয়।

পঞ্চম আদব– দোআতে কাফিয়ার বানাওটি (পরিশ্রম সহকারে বানোয়াট কায়দায় ছন্দ মিলানোর চেষ্টা ও সুরের সুন্দর ঢেউ তোলা) না করা।

দুই তিন ঘণ্টা মুনাজাতে হাত উঠাইয়া না থাকা, দো'আ-মুনাজাত সংক্ষিপ্ত করা। কোরআন মজীদে যে দোআ করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যেমন ছুরায়ে বাক্বারাতে আছে, উহা সাত জুমলা (বাক্য)-এর বেশী নহে। কতক নাকেছ পীর ও আমীর ছাহেবেরা বিশাল মাহফিল বা জনসমাবেশে যোহরের সময় মুনাজাত ধরিয়া আছরের মধ্যম ওয়াক্ত কাটাইয়া দেয়, উহা আদবের খেলাফ।

ষষ্ঠ আদব– বিনীতভাবে খওফ (ভয়) ও রজার (আশা) সহিত দো'আ করা।

সপ্তম আদব– দো'আ কবূল হওয়ার একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখা।

অষ্টম আদব– দো'আর আলফায (দোয়ার বক্তব্য বা কথাসমূহ) তিনবার বলিতে হয়, উত্তম হালতের সময়।

নবম আদব– জিকির ও দুরূদ পাঠ করিয়া দো'আ করা।

দশম আদব– গুনাহ্ হইতে তওবাহ্ করিয়া এবং হকদারের হক আদায় করিয়া দো'আ করা।

-ঃ জিকির ও দোয়ার দলীল ঃ- (প্রকাশক)

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজীদে ঘোষণা করিয়াছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ অধিক পরিমানে আল্লাহর যিকির কর। (সূরা আহযাব)

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ ـ

অর্থাৎ– তোমরা আমাকে স্বরন কর আমিও তোমাদেরকে স্বরণ করিব। (সূরাতুল বাকারা)

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ

অর্থাৎ– মহান আল্লাহ নির্দেশ করিয়াছেন- তোমরা আমার কাছে দোয়া কর, মি তোমাদের মঙ্গলের জন্য তা কবূল করিব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

তারতীবুল আওরাদ

(দৈনন্দিন কর্তব্য কার্যসমূহের ধারাবাহিক সময় নিরূপন)

(আওকাতে ওজায়েফের বিবরণ)

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে হায়াত দান করিয়াছেন (দুনিয়াতে ইবাদাত-বন্দেগী করিয়া) পরজগতে বেহেশ্ত ভবন অর্জন করতঃ আল্লাহ্র দীদার হাছিল করার জন্য।

কাজেই এই হায়াতের এক মিনিট সময়ও অযথা খরচ করা উচিত নহে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে **দুনিয়ার কাজে** কতটুকু সময় খরচ করিবে? আর **আখারোতের কাজে** কতটুকু সময় খরচ করিবে ? তাহার ওয়াক্ত নির্ধারিত করিতে হইবে।

মালী বন্দেগী– সপ্তাহে, মাসে, বৎসরে কি পরিমাণে করিবে? তাহার তালিকা বা লিষ্টি নির্ধারিত করিয়া লইবে এবং নির্ধারিত লিষ্ট বা তালিকা মোতাবেক আমল করিতে থাকা একান্ত কর্বত্য।

-ঃ আয়াত ও প্রান্ত টিকা ঃ- (প্রকাশক)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ -

অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালকের মহিমা ও প্রশংসা ঘোষনা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। তাহার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর রাত্রির এক অংশে ও নামাজের পরে। (সূরা কাফ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ "তারতীবুল আওরাদ" ইহাতে "আওরাদ" শব্দটি বহুবচন। একবচনে "বেরদ", উহার মর্ম হইল মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় কথা এবং কার্য্যসমূহকে (আমল-বন্দেগীসমূহকে) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।

মোয়ামালাত

মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান, ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ইল্‌ম (সৃষ্টির হক) মৌলিকভাবে ১০ প্রকার ঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *
* نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

মুয়ামালাত খণ্ড

খানা-পিনার বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুই চিজের (জিনিসের) দ্বারা গঠন করিয়াছেন, দেহ এবং **আত্মা**। আত্মা দেহ ছাড়া (পৃথিবীতে) কায়েম থাকিতে পারে না। এক্ষণে **দেহের হক হইল দেহকে রীতিমত খানা-পিনা দান করা।**

শরীয়তের বিধান মতে খানা-পিনা দুই প্রকার-**জায়েয** এবং **নাজায়েয**। আল্লাহ্ তা'আলা জায়েয জিনিস খানা-পিনার জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন। আর নাজায়েয খানা-পিনা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এক্ষণে নাজায়েয খানা-পিনার দ্বারা দেহের খোরাক দিলে দেহের উপর জুলুম করা হয়। **কারণ নাজায়েয খানা-পিনার দ্বারা যে শরীর গঠন হইবে, সেই শরীর দোযখে প্রজ্বলিত হইবে।**

বর্তমানে মুছলমান সমাজ শুকরের গোশ্ত এবং শরাব পান করা হইতে পরহেয করিলেও (অনেক মুছলমান) বহু প্রকার হারামখুরীতে মশগুল আছে।

ঃ- বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

পবিত্র কোরআনের ১৮নং পারা সূরাহ মুমিনুনের ৫১নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন يَاۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا অর্থাৎ হে রাসূলগণ! পবিত্র খাদ্য বস্তু থেকে তোমরা খাও এবং নেক আমল কর।

মহান আল্লাহ্ ১৪নং পারা সূরায় নহ্লের ১১৪ নং আয়াতে আরও ফরমাইয়াছেন- فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ- যেই সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্ররূপে দান করিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা খাও এবং আল্লাহ্র নেআমতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁহারই ইবাদাতকারী হইয়া থাক।

যেমন– কতক মুছলমান সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিতে মশ্‌গুল আছে। ✪ এবং কতকে পরের হক নাজায়েয তরীকায় ভক্ষণ করিতেছে। ✪ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য-সম্পদ ছেলে দুই তৃতীয় অংশ ও মেয়ে এক তৃতীয় অংশ পায়। এক্ষণে কতকে ভগ্নিকে তাহার মিরাছ হইতে বেদখল দিয়া যাহা খাইতেছে তাহা হারাম। ✪ পরের জমি টাকার বলে নিজের নামে রেকর্ড করিয়া যাহা খাইতেছে তাহা হারাম। ✪ কতক মুছলমান বিনা অনুমতিতে পরের গাছের আম, জাম, তাল, বরই, কলইর শাক ইত্যাদি যাহা খাইতেছে তাহা হারাম। ✪ গরীবের জমি ম্যাদি পাট্টা রাখার বন্দোবস্ত করিয়া সাফ কবলা করিয়া যাহা খাইতেছে তাহা হারাম। ✪ কতকে পরের ক্ষেতের পালা ঘাস কাটিয়া নিতেছে ও ✪ পুকুরের মাছ বিনা অনুমতিতে ধরিয়া খাইতেছে; ইহা চুরি ও হারাম।

✪ বিনা দাওয়াতে জেয়াফত খাওয়া চুরি ও হারাম। ✪ আত্মীয়-স্বজনের একজনকে দাওয়াত দিলে একাধিক লোক যাইয়া দাওয়াত খাওয়া জুলূম। ✪ একদিনের খোরাক যাহার ঘরে আছে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া হারাম।✪ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যখন খোরাকের অভাব থাকে তখন তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইয়া খাওয়া জুলূম।

উপরোল্লিখিত নাজায়েয জিনিস দ্বারা দেহের খোরাক দিলে দেহের উপর জুলূম করা হয়। কারণ যে শরীর হারাম মালে গঠন হইবে উক্ত শরীর দোযখে পতিত হইবে।

কতক পীর ছাহেবেরা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, যাহারা হুক্কা পান করিবে, তাহারা দোযখে পতিত হইবে। এই প্রচার মিথ্যা প্রবঞ্চনা। কারণ হুক্কা পান করা হারাম বা মাক্‌রূহ তাহ্‌রীম নহে, বরং (হানাফি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই) চারও মাজহাবে জায়েয লিখিয়াছে। শামী কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের (পুরান ছাপা) ৪০৬ পৃষ্ঠায় পান করা সম্বন্ধীয় মাছায়েল বর্ণনার অধ্যায়ে হুক্কা পান করা হালাল এবং মোবাহ লিখা আছে।

প্রকাশ থাকে যে, জায়েয জিনিস পান না করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু জায়েয জিনিসকে নাজায়েয ধারণা করা বড় রকমের গুনাহ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

নিকাহ্র বিবরণ

মানুষ যখন সাবালেগ হয়, তখন বিবাহের আবশ্যক হয়। **মানুষ পয়দা হওয়ার ছবব** (কারণ) **হইয়াছে বিবাহ্। এই বিবাহের অছিলায় পরজগতে বেহেশ্ত ভবন হাছিল সহজ হইয়া যাইবে**। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যে জিনিস যে কাজের জন্য পয়দা করিয়াছেন, সেই জিনিস সেই কাজে খরচ করার নাম **শোক্র**। আর সেই কাজে খরচ না করার **নাম নাশুক্রী**।

পুরুষের ভিতরে সন্তান পয়দা হওয়ার বীজ ও স্ত্রীলোকদের ভিতরে সন্তান পয়দা হওয়ার ক্ষেত বা বাচ্চাদানী পয়দা করা হইয়াছে। এক্ষণে পুরুষ যদি বিবাহ না করে, তবে তাহার ভিতরের বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে। আর মেয়েরা যদি বিবাহ না বসে তবে তাহাদের বাচ্চাদানী বেকার হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে বীজ এবং ক্ষেত পয়দা করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। **এই জন্যই বিবাহ্ করা ছুন্নত হইয়াছে। যখন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয় হয়, তখন বিবাহ্ করা ফরয হইয়া যায়।**

আল্লাহ্ তা'আলার দীদারের এক বড় অছিলা হইয়াছে বিবাহ্। হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন যেই ব্যক্তি পাক পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দীদার হাছিল করিতে চাহে, সে যেন একটি নেককার মেয়েলোক বিবাহ্ করে। মেয়েদেরও বিবাহের অছিলায় আল্লাহ্ তা'আলার দীদার হাছিল করা সহজ হইবে।

নেক্কার আওলাদের নিয়ত করিয়া বিবাহ্ করিতে হয়। সন্তান যদি ছোট শিশু অবস্থায় মারা যায়, তবে এই সন্তান পিতা-মাতার জন্য হাশরের মাঠে শাফা'আত করিবে। **যদি সন্তান আলেম হয়, আর ইল্ম অনুযায়ী আমল করিতে থাকে, তবে এই আলেমের পিতা-মাতাকে হাশরের**

মাঠে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে সূর্যের আলোর চেয়েও বেশী উজ্জল শাহীটুপি এবং অকল্পনীয় শিরোভূষণ মুকুট উপহার দেওয়া হইবে এবং আলেমদের শাফাআতে নাজাত দান করা হইবে। পিতা-মাতা মৃত্যুর পর কবরে থাকিয়া নেককার আওলাদের পক্ষ হইতে দো'আ পাইতে থাকিবে।

সূরা আল্ ইমরানে আছে– হযরত যাকারিয়া (আঃ) সন্তানের জন্য দো'আ করিয়াছিলেন– "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নেক সন্তান দান কর।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দো'আ কবূল করিয়া একটি নেক সন্তান দান করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম হযরত এহ্ইয়া (আঃ)। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের বিবাহের পরে নেক আওলাদের নিয়্যতে দো'আ পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নেক সন্তান দান করিবেন।

হযরত মরিয়মের (আঃ) মাতা মান্নত করিয়াছিলেন যে, হে! আল্লাহ্ তা'আলা আমার গর্ভে যে সন্তান পয়দা হইবে, সেই সন্তান তোমার ইবাদাতের জন্য আযাদ করিয়া দিলাম। আমার সেই সন্তান তোমার ইবাদাতখানা বাইতুল মুকাদ্দাছের খেদমত করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দো'আ কবূল করিয়া হযরত মরিয়ম (আঃ)কে দান করিলেন। উক্ত হযরত মরিয়ম (আঃ)কে তাঁহার খালু যাকারিয়া (আঃ)-এর হেফাজতে রাখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়, তিনি সেই যমানার মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মুছলমানের সন্তানদিগকে নেক্কার লোকদের হেফাজতে রাখা দরকার এবং সন্তানগুলি যাহাতে অসৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকে সেদিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী।

বিবাহের সময় নেক্কার ছেলে-মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করান উচিৎ।

হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন– হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের শক্তি থাকিলে বিবাহ করিবে, আর যদি শক্তি না থাকে তবে তোমরা রোযা রাখিবে। রোযাতে কিছু আত্মরক্ষার যোগাড় হইবে। শক্তির অর্থ বিবির মহরানার টাকা, খোর-পোষ, হাবেলী ইত্যাদি।

বর্তমানে (অধিকাংশ এলাকায়) **মুছলমান সমাজ মহরানা ধার্য করাটা বুঝে, কিন্তু মহরানার টাকা আদায় করিয়া দেওয়াটা একরকম বুঝেই না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, বিবির সহিত রাত্রিবাস করার পরক্ষণে মহরের টাকা আদায় করিয়া দাও।**

কারণ, পুরুষ তুমি তোমার টাকা দ্বারা ব্যবসা করিয়া টাকা উপার্জন করিতেছ, বিবিকেও তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া দাও। তুমি যেমন ঐ টাকা দ্বারা ইজগত এবং পরজগতের উন্নতি সাধন করিতেছ, বিবিকেও তদ্রুপ ইহজগত এবং পরজগতের উন্নতি সাধন করিতে দাও। তুমি যেরূপ হজ্ব, যাকাত, ছদকায়ে ফিতর, কুরবানী এবং দ্বীন প্রচার ও কায়েমের জন্য মালী বন্দেগী ইত্যাদি ধর্মের কাজ করিতেছ, বিবিকেও তদ্রুপ করিতে দাও।

কতক বিবিরা মনে করেন, আমাদের খোর-পোষ যাবতীয় খরচ যখন স্বামী হইতে পাইতেছি তখন আর টাকা দিয়া কি করিব ? এই ধারণা দ্বীনি ইল্‌মের অজ্ঞতা। **মেয়েলোকদের যদি টাকার দরকার না থাকিত তবে আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েলোক দিগকে পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নি, ছেলে-মেয়ে থেকে মিরাছ সম্পত্তির ভাগ দিতেন না।**

পুরুষদের যেরূপ বহু টাকার দরকার, মেয়েদেরও তদ্রুপ ইহজগত ও পরজগত হাছিল করার জন্য বহু টাকার দরকার। পুরুষেরা যদি তাহার বিবিকে বেহেশ্‌ত ভবনে নিয়া যাইতে চাহে, তবে তাহার কোন তহবিল নষ্ট করা উচিত নহে, বরং প্রত্যেক তহবিলের উন্নতিকল্পে সাহায্য করা উচিৎ এবং **নিজের মালী এবং জেছমানী ও রূহানী বন্দেগীর সাথে তাহাকে শরীক রাখা উচিৎ।**

বিবির মহরানার টাকা বা তাহার অন্য কোন তহবিল হইতে একটি টাকাও আত্মসাত করিলে হিসাবান্তে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

বেগানা পুরুষের থেকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এরূপভাবে হাবেলী (পর্দাওয়ালা বাসস্থান বা বাড়ী) তৈয়ার করিয়া দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। বিবির সাথে স্বামীর আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহার করিবার জন্য পৃথক ঘর থাকা দরকার।

শরীয়তের বিধান মতে চলাফিরার জন্য নছীহত করা দরকার। বিনা আইনে গালি-গালাজ, মারপিট করা মস্ত বড় গুনাহ্।

(কিতাবী ধারায় নছীহত ও সর্বাত্মক চেষ্টা-তদবীর বিফলে গেলে ওজর হিসাবে-)

মাত্র চারটি দোষের জন্য মাইরের বিধান আছে

✪ প্রথম- বিবি সাজ-সজ্জায় থাকিতে না চাহিলে।✪[১]

✪ দ্বিতীয়- নামায না পড়ার কারণে।

✪ তৃতীয়- পর্দায় থাকিতে না চাহিলে।

✪ চতুর্থ– বিনা ওযরে ব্যবহার করিতে অস্বীকার করার কারণে।

এই চারটি দোষ ছাড়া বিবিকে মারা নিষেধ। মাইরের জন্য স্থান নির্ধারিত আছে।

মুখমণ্ডলে, মাথায়, বুকে, পৃষ্ঠদেশে, হাঁটুর নীচে মারা নিষেধ। শুধু কোমরের নীচে এবং হাঁটুর উপরে মাইরের বিধান রহিয়াছে। নির্দয়ভাবে মারা নিষেধ।

স্ত্রীর পক্ষেও স্বামীর কথার বাধ্য থাকা ও স্বামীর খেদমতে রত থাকা কর্তব্য এবং স্বামীর অন্তরে কোনরূপে কষ্ট দেওয়া উচিৎ নহে।

-ঃ উপকারী বর্ণনা ঃ- (প্রকাশক)

বিঃ দ্রঃ হাদীছ শরীফে আছে–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ

অর্থাৎ- নবী করীম (ছঃ) ইরশাদ করিয়াছেন বিবাহ আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যেই ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে প্রত্যাখান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে। অর্থাৎ– খাঁটি মুছলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে। (আল-হাদীছ)

✪[১] বিবি সাজ-সজ্জায় থাকিতে না চাহিলে ইহার মর্ম বাহিরে সাজ-সজ্জা নহে। বরং বিশেষতঃ স্বামীর ক্ষেত্রে ভাল কাপর গং থাকা সত্ত্বেও উহা ব্যবহার না করিয়া নোংরা ও বিশ্রী-ময়লা অবস্থায় থাকিলে স্বামী কিতাবী ধারায় সর্বাত্মক নছীহত ও চেষ্টা তদবীরের পরে উহা বিফলে গেলে অপারগ অবস্থায় ওজর হিসাবে শুধু সরম-লজ্জা দেওয়ার জন্য অতি হালকা ভাবে মারিতে পারে। বিধান ছাড়া অন্যায় ভাবে মারপিট করিলে স্বামী জালেম শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরকালে জাহান্নামের উপযুক্ত হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

অর্থ উপার্জনের বিবরণ (রোজগার)

দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলে খোরাক, পোষাক, ঘর-দ্বার, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি পরিবারবর্গের খরচের দরকার। এক্ষণে অর্থ ছাড়া কিছুই হইবে না। এইজন্য **প্রত্যেক মুছলমানের উপর আবশ্যক পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা ফরয।**

ইহজগতের অর্থ-সম্পদ যাহা কিছু সবই আল্লাহ্‌র দান হইলেও বেহেশ্‌ত ভবনের মত বিনা পরিশ্রমে নহে। ইহজগতের অর্থ-সম্পদ পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিতে হইবে। এই অর্থ উপার্জন কয়েক প্রকারে হয়। **প্রথম– কৃষি কাজ, দ্বিতীয়– চাকুরী, তৃতীয়– ব্যবসা, চতুর্থ– জমা-জমির আয়।**

কৃষিকাজ করিতে হইলে পাশের যমীনের **সীমানা নষ্ট করিয়া** ফসল বৃদ্ধি করা উচিৎ নহে। **চাকুরীর** বেতনের টাকার সাথে (যেন) **ঘুষের টাকা জমা না হয়।**

ব্যবসা করিতে হইলে বেচা-কেনার ভিতরে কম-বেশী করা (অর্থাৎ দেওয়ার সময় কম ও নিজে লওয়ার বেলায় বেশী লওয়া) **নাজায়েয। ভেজাল** জিনিস খাঁটি জিনিস বলে বিক্রি করা না হয়। **জমা-জমি দ্বারা আয় করা দোষনীয় নহে।**

কতক দরবেশ আছে তাহারা দিবারাত্র জায়নামাযে বসা থাকে। তাহারা কোনো ব্যবসা করে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে যেই আল্লাহ্ পয়দা করিয়াছেন সেই আল্লাহ্ খানা দান করিবেন। এই ধরনের দরবেশদের উক্তিগুলি ভণ্ডামী।

কতক **তাছাওউফবিহীন নাকেছ** পীর ছাহেবেরা গদি চাপিয়া দিবারাত্র বসিয়া থাকে। তাহাদের মুখে ধর্মের মাছআলার কোন আলোচনা নাই। মুরীদদিগকে কোন কিছু শিক্ষা দেয় না, শুধু মূর্তির ন্যায় বসিয়া থাকিয়া পাখার বাতাস খায়। কতকে দিবা-রাত্রি, হাত-পা টিপায়। মুরীদেরা এই শ্রেণীর পীরদের কাছে কোন কিছু শিক্ষার জন্য যায় না, শুধু যায় চেহারা দর্শন করিয়া গুনাহ্ মাফ করাইতে, আর বালা-মুছীবতের জন্য কালিজিরা ও পানি পড়াইতে। এই শ্রেণীর নাকেছ পীরেরা (ধোকা-প্রবঞ্চনার মাধ্যমে) মান্নত ইত্যাদি যাহা কিছু পাইতেছে, উহা ছাফ হারাম। এই শ্রেণীর নাকেছ পীরদের খাঁটি তওবা করিয়া আজব ব্যাবসা ছাড়িয়া কোন কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা উচিৎ।

কতক দরবেশকে দেখা যায় কোন গাছ তলা বা মাযারে বসিয়া তছবীহ টানিতেছে। তাহারা এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। তাহাদেরও এই ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কোন কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা উচিৎ। কারণ যাহাদের কাজ করিয়া খাওয়ার ক্ষমতা আছে তাহাদের (বানোয়াট) দরবেশ সাজিয়া মান্নত, নযর ইত্যাদি বা ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া খাওয়া হারাম।

প্রত্যেক মানুষের স্মরণ রাখা উচিৎ, হাশর প্রান্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। যাহারা শরীয়ত মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহারা হিসাবান্তে দোযখ ভোগ করিবে।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

দ্বীনি ইলম শিক্ষা প্রদান করিয়া টাকা লওয়া জায়েয। এমন কি কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট ধর্মীয় সঠিক পীর উস্তাদকে নিয়ম মোতাবেক বেতন খরচ প্রদান করা আখেরাতের যাত্রী, শিক্ষার্থী, ছাত্র, মুরীদগণের উপর ওয়াজিব। কিন্তু উপরোক্ত নাকেছ দরবেশরা একে তো যোগ্যতা অর্জন না করিয়াই পীর দরবেশ সাজিয়াছে। আর দ্বিতীয়তঃ অনুসারীদেরকে কোন ইল্‌ম শিক্ষা দেয় না বরং ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাই তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

-ঃ অর্থ উপার্জন সম্পকীয় কিছু আয়াত ও হাদীছ ঃ-

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজিদের ২৮ পারা সূরা জুমআ'র ১০নং আয়াতে এরশাদ করেন– فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থঃ– অতঃপর তোমরা যমীনের উপর ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং (উহাতেও) আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণ স্মরণ করিতে থাক, যেন তোমাদের সফলতা লাভ হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ـ

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিও না। কেবল মাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতি ক্রমে যে ব্যাবসা করা হয় তাহা বৈধ। (নিসা- ২৯)

হাদীছ শরীফে আছে– كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ অর্থাৎ- হালাল রোজগার করাও ফরজ অন্য ফরজের পরে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ ঃ রাসূল (ছঃ) বলিয়াছেন, সত্যবাদী আমানতদার (কামেল মোছলমান) ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সাথী হইবেন।

রাসূল (ছঃ) এক ব্যাক্তিকে বলেছেন, যাও, তুমি লাকড়ী সংগ্রহ করে বিক্রি কর। কারণ কিয়ামতের দিন ভিক্ষাবৃত্তির কলঙ্কের কালিমার চেহারা নিয়ে ওঠার চেয়ে এ পেশা অনেক উত্তম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

হালাল ও হারামের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা জায়েয জিনিস (বৈধ খাদ্য বস্তু) ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর নাজায়েয জিনিস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এইজন্য প্রত্যেক মুছলমানের উপর হালাল ও হারামের ইল্ম শিক্ষা করা ফরয।

হালাল ও হারাম শর্য়ী হুকুম। ইহা ছাবেত (প্রমাণ) করিতে শর্য়ী দলীলের দরকার। কোন পীর বা আলেম ছাহেবের কথায় হালাল ও হারাম ছাবেত হয় না।

এদেশে কতক গমরাহ্ লোক আছে, তাহারা হুক্কা পান করা **হারাম ও মাকরূহ তাহ্রীম বলিতেছে**। তাহাদের কাছে দলীল চাহিলে তাহারা বলে অমুক পীর ছাহেব বলিয়াছেন। তাহাদের দলীল হইল পীর ছাহেব।

শামী কিতাবের ৫ম খণ্ডের পুরান ছাপা ৪০৬ পৃষ্ঠায় আছে– "হারাম ও মাকরূহ্ তাহরীম শর্য়ী হুকুম। ইহা ছাবেত করিতে শর্য়ী দলীলের দরকার। হুক্কা পান করা হারাম বা মাক্রূহ তাহ্রীম বলে শরীয়তে কোন দলীল নাই।" এক্ষণে আমরা মাযহাবী, মাযহাবের কিতাবে যাহা জায়েয লিখিয়াছে, তাহা যদি সমস্ত জগতের আলেম, বক্তা ও আমীরেরা নাজায়েয বলে, তবে বর্ণিত পীর আলেম, বক্তা ও আমীর ছাহেবদিগকে গমরাহ ধারণা করিতে হইবে এবং ঈমান রক্ষার জন্য মাযহাবের সিদ্ধান্তই মানিয়া চলিতে হইবে।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাষক)

যে সমস্ত পীর ও আলেম ছাহেবেরা মাযহাবের মোয়াফেক মাছআলা শিক্ষা দেয় ও কিতাবী শর্ত-শরায়েত বিশিষ্ট, তাঁহারা খাঁটি নায়েবে রাসূল। আর এই খাঁটি নায়েবে রাসূলের অনুসরণ করিলেই আখেরাতে নাজাত ও বেহেশ্ত ভাগ্যে নছীব হইবে। প্রমাণে খোলাছাতুত্তাফাছীর প্রথম খণ্ড সূরায় বাকারার ৪র্থ রুকুর ব্যাখ্যা ৩১নং পৃষ্ঠা।

-ঃ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও শর্ত নির্দ্ধারনে হালাল ও হারাম ঃ-

عَنْ عُمَرْ وابْنِ عَوْفٍ نِ الْمَزَنِىْ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْاَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَا لًا اَوْاَحَلَّ حَرَامًا ـ

অর্থৎ ঃ উমার ইবনে আউফ মুযানী (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) হইতে বর্ণনা করেন মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গিকার করতে পারে। তবে এমন কোন চুক্তি ও অঙ্গিকার জায়েজ নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে হালাল করে দেয়। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোন শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয়। আর হালালকে করে দেয় হারাম। (তিরমিযি)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

বন্ধুত্ব ও সঙ্গ লাভের বিবরণ

(দুস্তি-ছোহবত)

দুনিয়াতে থাকিতে হইলে মানুষের সঙ্গে বসবাস করিতে হইবে। যাহারা শরীয়তের মোয়াফেক তাহাদের সাথে দুস্তি-মুহাব্বত রাখা একান্ত জরুরী। আর যাহারা শরীয়তের খেলাফ তাহাদের সাথে দুস্তি মুহাব্বত রাখা উচিত নহে। ইহাকে হুব্বে ফিল্লাহ্ এবং বুগ্যে ফিল্লাহ্ বলা হয়।

(উহার) অর্থ এই যে, একব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের মোয়াফেক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সাথে দুস্তি-মহব্বত কায়েম রাখা, আর যখন বে-শরাহ্ কাজে লিপ্ত হয় তখন তাহার সাথে দুস্তি তরক করা। আবার যাহার সাথে বে-শরাহ্ কাজের জন্য দুস্তি-মহব্বত তরক করিয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তওবা করিয়া শরীয়তের মোয়াফেক হয়, তবে তাহার সাথে দুস্তি মুহাব্বত কায়েম রাখা।

এই তরীকাটি মুছলমান সমাজ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমান সমাজ যাহার সাথে দুস্তি করিয়াছে সেইব্যক্তি যত বড় বে-শরাহ্ কাজে লিপ্ত হউক না কেন দুস্তি ছুটিবে না। আবার যাহার সাথে দুশমনী করিতেছে, সেইব্যক্তি যতবড় পরহেযগার-ই হউক না কেন দুশমনি ছাড়িবে না।

আল্লাহ্র বন্ধুর সাথে দুশমনি করা আর আল্লাহ্র শত্রুর সাথে দুস্তি করা আল্লাহ্র কাছে ইহার চেয়ে অপ্রিয় কাজ আর কি হইতে পারে ?

প্রত্যেক মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার করা ওয়াজিব। চাই সে নেক্কার হউক বা বদকার হউক। নেক্কার লোকদের সাথে সৎ ব্যবহার হইল, তাহার নেক কাজে সাহায্য করা। আর বদকারের সঙ্গে সৎব্যবহার হইল তাহার বদ কাজে বাধা দান করা। তাহা হইলে তাহার বদ কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজনেরা যখন বে-শরাহ্ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাহাদের সংগে সৎব্যবহার হইল তাহাদের **বদ কাজে বাধা দান করা**। এই সৎব্যবহারের প্রথা প্রচলিত থাকিলে সমাজের ভিতরে এত বে–শরাহ কাজের ভীড় জমিতে পারিত না।

যখন শত্রুপার্টির লোকেরা কোন সৎকাজ বা নেক প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে চাহে তখন তাহাদিগকে শক্তি পরিমাণ সাহায্য করা উচিৎ। এই কর্তব্য কাজ সমাজ বুঝিতে পারিলে শত্রুপার্টির লোকদের মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ঈদগাহ ইত্যাদি নষ্ট করার চেষ্টা করিত না।

-ঃ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সম্পর্কে আয়াত ও হাদীছ ঃ- (প্রকাশক)

কোরআন মজীদের ৫ম পারা সূরা নেছার ১৪৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। (মুমতাহিনা)

হাদীছ শরীফে আছে–

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ (الحديث)

অর্থ ঃ- **সমস্ত আমলের ভিতরে শ্রেষ্ঠ আমল হইতেছে-হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য মুহাব্বত করা এবং আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা রাখা।**

হুজুর (ছঃ) বলিয়াছেন– কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাইবে, যখন তাঁহার ছায়া ব্যাতিত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। উহার মধ্যে একশ্রেণীর লোক হইল তাহারা এমন দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য পরস্পরকে ভালবাসে এজন্য তাহারা মিলিত হয়, এবং আল্লাহার জন্যই তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

নির্জন বাসের বিবরণ

কতক দরবেশ আছে তাহারা লোকজনের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কোন নির্জন স্থানে বসিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যাণে মগ্ন হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে একটি উপকার এই যে, মাখলুকাতের ক্ষতি করা হইতে নিজকে বাঁচাইয়াছে, কিন্তু সমাজের হক নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলার মাখলুকাতের হক নষ্ট করিয়া কেহ আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় পাত্র (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাহ) **হইতে পারে নাই। বরং অপ্রিয় হইয়াছে।** এই শ্রেণীর দরবেশরা দ্বীনি ইল্‌মে অজ্ঞ থাকার কারণে সে যে মানুষ এবং তাহার কর্তব্য কাজ কি তাহার খবরই তাহাদের নাই।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র হইতে চাহিলে (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া) নির্জনে বাস করা লাগে না। কোন পয়গাম্বরই (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পয়গাম্বরী দায়িত্ব পাওয়ার পর) নির্জন বাস (অর্থাৎ বৈরাগ্যতা অবলম্বন) করেন নাই। **হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন ইছলাম ধর্মে বৈরাগ্যতা নাই।**

হাদীছ শরীফে আছে- لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ অর্থাৎ- ইছলাম ধর্মে বৈরাগ্যতা জায়েয নাই। **(তবে ক্ষেত্র বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ব্যতিক্রম আছে।)** (প্রকাশক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

ছফরের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- তোমরা ছফর করিয়া দেখ আমার বিদ্রোহী বান্দাদের পরিণাম ফল কি হইয়াছে।

মিশরে গেলে ফেরাউনের কথা স্মরণে আসে আর আরবে গেলে আবু জাহেলের কথা স্মরণে আসে। ইত্যাদি হইতে নছীহত হাছিল হয়। যাহারা ছফর করিতে অক্ষম তাহাদের রাসূল এবং নায়েবে রাসূলদের জীবনী পাঠ করা দরকার। রাসূল বা নায়েবে রাসুলদের বিরোধী দলের পরিণাম ফল কি হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বহু নছীহত হাছিল হয়।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

কোরআন শরীফে ৭ম পারা সূরা আনআমের ১১নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন, قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ- মুহাম্মদ (ছঃ) আপনি বলুন- তোমরা পৃথিবীতে একটু ছফর কর, অতঃপর মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হইয়াছে, তাহা দেখ।

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ- রছূলুল্লাহ (ছঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ধর্মিয় ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বাহির হয় সে ব্যক্তি (পুনরায় বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত) আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় বলিয়া গণ্য হয়। (তিরমিযি)

বিঃ দ্রঃ- রাসুলেপাক (ছঃ) এর ছাহাবাগণ এমন ছিলেন যে, একটি হাদীস শিক্ষার জন্য বহুদূরদুরন্তে ভ্রমনে চলিয়া যাইতেন।

اُطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِالصِّيْنِ -

ইলমে দীন তালাশ কর যদিও সুদূর চীন দেশে যেতে হয়।

(এহ্ইয়াউউলূমীদন ও বায়হাকী শরীফ)

(প্রকাশক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

পিতা-মাতা এবং সন্তানদের হকের বিবরণ

পিতা-মাতার উপর সন্তানের প্রাপ্য চারটি বিশেষ হক আছে।

প্রথম- ভাল নাম রাখা, দ্বিতীয়- খাত্না করান, তৃতীয়- দ্বীনি ইল্ম শিখান, চতুর্থ- বিবাহ্ করান।

প্রথম দরজার নাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামের সংগে মিলাইয়া রাখা যেমন- আব্দুল্লাহ।

দ্বিতীয় দরজার নাম ঃ হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এর নামের সঙ্গে মিলাইয়া রাখা। যেমন- মুহাম্মদ তাহের।

তৃতীয় দরজার নাম ঃ কোন বুযুর্গ লোকের নামের সঙ্গে মিলাইয়া রাখা। যেমন- ইসমাঈল, ইসহাক ইত্যাদি।

মুসলমান সমাজ-নাম রাখার ভিতরেও ভুল করিতেছে। যেমন- কালু, ধলু, হেনা ইত্যাদি।

খাতনা করান এক প্রকার ঠিক আছে। কিন্তু দ্বীনি ইল্মের মাদ্রাসায় ভর্তি করাটা কতকে না পছন্দ করিতেছে। মোটকথা দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার হক আদায় করিতেছে না। **দ্বীনি ইল্ম** দুই ভাগে বিভক্ত- **ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ।** কতকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করিতে গিয়া শুধু ফিক্বাহ্ শিক্ষা করাকেই দ্বীনি ইল্ম-শিক্ষার **সমাপ্তি মনে করে। ইল্মে তাছাওউফ যে ফিক্বাহ্র ন্যায় শিক্ষা করা ফরয তাহার-খবর তাহাদের নাই।**

মেয়েদেরও দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার ফরয আদায় করাইতে হয়। যেহেতু দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলমান পুরুষ এবং মেয়েলোক উভয়ের উপর ফরয।

কতকে চারটি ছেলে হইলে একটিকে রাজভাষা, দ্বিতীয়টিকে ডাক্তারী, তৃতীয়টিকে দ্বীনি ইল্ম, চতুর্থটিকে গৃহস্থী কাজে মশগুল করিতেছে। হাশর প্রান্তরে যে প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের দ্বীনি ইল্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন হইবে সেই জ্ঞান-ই তাহাদের নাই।

বিবাহের হক আদায় করিতে গিয়া কতকে নাবালেগ অবস্থায়ই বিবাহ সমাধা করাইয়া ফেলে। আর কতকে সাবালেগ হওয়ার পর বিবাহ করাইতেছে, কিন্তু **ছেলে-মেয়ের মোয়াফেক হওয়ার** (মন্-মেজাজের মিল ও সামঞ্জস্যতার) দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন– যখন সাবালেগ হয়, তখন বিবাহ করাইয়া দাও। যদি (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) বিবাহ না করাইয়া দাও তবে যে হারামী হইবে, তাহার গুনাহ পিতা বা অভিভাবকের আমলনামায় লিখা হইবে।

কতক শিক্ষিত এবং শিক্ষিতা ছেলে-মেয়েরা আছে– তাহারা একই স্কুলে পড়া-শুনা করিতেছে, এক রিক্সাতে যাতায়াত করিয়া থাকে, বিবাহের কথা আলোচনা করিলে ভয়ানক চটিয়া যায়, তাহারা বলে তাহাদের বিবাহের সময় হয় নাই। পিতা-মাতার বুঝাইয়া দিতে হইবে– হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, সাবালেগ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ করাইয়া দাও। আর তোমরা পাঁচ সাত বৎসর হইয়াছে সাবালেগ হইয়াছ এখনও বল বিবাহের সময় হয় নাই। আচ্ছা, যদি বিবাহের সময় না হইয়া থাকে তবে এক রিক্সাতে চলাফিরা বন্ধ করিয়া দাও, দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দাও। পিতা-মাতা পড়াশুনা করাইতেছে সু-স্বভাব ও কল্যাণ অর্জনের জন্য, পাপ ও দুর্নামের জন্য নহে।

সন্তানের উপর পিতা-মাতার প্রাপ্য বহু হক আছে। তন্মধ্যে বড় কথা হইল পিতা-মাতার খেদমত করিয়া সন্তুষ্টি হাছিল করিতে হয়। পিতা-মাতার খুশিতে আল্লাহ্ খুশী, পিতা-মাতার না খুশীতে আল্লাহ্ না খুশী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– পিতা-মাতার হক আদায় কর এবং আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় কর। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, শুধু পিতা-মাতার হক আদায় করিলে হইবে না, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হকও আদায় করিতে হইবে।

কোরআন মজিদের ১৫ পারা, সূরা বনী ইছরাইলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ
صَغِيْرًا ـ

অর্থাৎ– আর তোমার পরওয়ারদিগার আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদাত করিও না এবং মা-বাপের সহিত সৎব্যবহার করি। যদি তোমার সম্মুখে তাহাদের একজন কিংবা উভয়জন বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাহাদিগকে উহ্ পর্যন্তও বলিও না। আর তাহাদিগকে ধমক দিও না এবং তাহাদের সহিত খুব আদবের সহিত কথা বলিও। তাহাদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সহিত নত থাকিবে। আর এইরূপ দো'আ করিতে থাকিবে– হে আমার পরওয়ারদিগার! তাহাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেইরূপ তাহারা আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন শৈশবকালে। (প্রকাশক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, হামছায়া, সমযাত্রী গং ও অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির হকের বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, হামছায়া ও সমযাত্রী-গং দের হক আদায় করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। কতক মুছলমান আছে তাহারা **ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে সৎব্যবহার না করিয়া তাহাদের উপর জুলুম করিতেছে। হামছায়ার হক আদায় না করিয়া তাহাদেরকে হয়রান করিতেছে। সমযাত্রীর হক সম্বন্ধে তাহাদের কোন খবরই নাই।**

আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের মাঠে প্রশ্ন করিবেন, উপরে বর্ণিত হকসমূহ আদায় করিয়াছ কিনা ? যাহারা জওয়াবে দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহারা দোযখ ভোগ করিবে।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- প্রকাশক

সৃষ্টির হক-হুকূক সম্বন্ধীয় আলোচনা। উহার ভিতরে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, গরু-ছাগল এমনকি বিড়াল ছানাটিরও হক রহিয়াছে। বিস্তারিত জানার জন্য ফিক্বাহ্ শিক্ষা, মু'আমালাত খণ্ড ও রাজতন্ত্র গণতন্ত্র গং কিতাব পাঠ করিতে পারেন। মহান আল্লাহ কোরআন মজীদের সূরায় নেসার ৩৬ আয়াতে ফরমাইয়াছেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ـ

অর্থ ঃ- আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত কর এবং তাহার সাথে কাউকে শরীক করিও না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিতও, আর ইয়াতীমদের সহিত, দরিদ্রগণের সহিত, নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সহিত, দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সহিত, সহচরদের সহিত, পথিকদের সহিত এবং উহাদের সহিত যাহারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা এইরূপ লোকদিগকে ভালবাসেন না যাহারা নিজেদেরকে বড় মনে করে ও আত্মগর্ব করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

পীর-মুরীদের হকের বিবরণ

মানুষ অন্তরের ইছলাহের জন্য পীর ধরিয়া থাকে। পীর ছাহেবের কর্তব্য কাজ হইল মুরীদের ক্বলবের ইছলাহের জন্য ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করা এবং তাহাদিগকে আমল করার পদ্ধতি বাতাইয়া দেওয়া। বর্তমানে কতক পীর আছে তাহারা **নিজেরাই ইল্‌মে তাছাওউফে অজ্ঞ**, মুরীদদিগকে ইল্‌মে তাছাওউফ কিভাবে শিক্ষা দিবে ? যখন ইল্‌মই নাই আমলের পদ্ধতি বাতাইয়া দিবে কি প্রকারে ? তাই দেখা যায়, কতগুলি নফল অজীফা দ্বারা ধোকা দিতেছে। আর এই নফল অজীফাকে ইল্‌মে তাছাওউফ বলিতেছে, ইহা একমাত্র ধোকা।

মুরীদের কর্তব্য কাজ পীর ছাহেবের কাছে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করিবে। আর ইহাতে যাহা খরচ লাগিবে তাহা বহন করিবে।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

কোরআন মজীদে আছে يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (সূরা তওবা ১১৯ আয়াত ১১ পারা)

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা উলিল আমর (অর্থাৎ যাহারা কোরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহ্ তাছাওউফে গভীর জ্ঞানী, মোহাক্কেফ আলেম, নায়েবে রাসূল) তাহাদের আনুগত্য কর।

✪ মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী নামক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে– اَلشَّيْخُ فِىْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِىِّ فِىْ اُمَّتِهٖ অর্থাৎ– (ফিক্বাহ্-তাছাওউফ ও কোরআন-হাদীছ তত্ত্ববিদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট) খাঁটি পীর-মুর্শেদ স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেমন- নবী নিজ উম্মতের মধ্যে।

হাদীছ শরীফে আছে- اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ আলেমগণ অর্থাৎ খাঁটি কামেল আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।

হাদীছ শরীফে আরো আছে– عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ– আল্লাহ্‌র রাছুল (সাঃ) ফরমাইয়াছেন আমার উম্মতের আলেমগণ (অর্থাৎ ফিক্বাহ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ খাঁটি বা কামেল আলেমগণ) বনী ইসরাঈলদের নবীগণের সাদৃশ্য।

মুহ্‌লিকাত খণ্ড

মানবতা বিধ্বংশী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তরজাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্‌ম (অসৎস্বভাব বর্জন)

মৌলিকভাবে ১০ প্রকার ঃ-

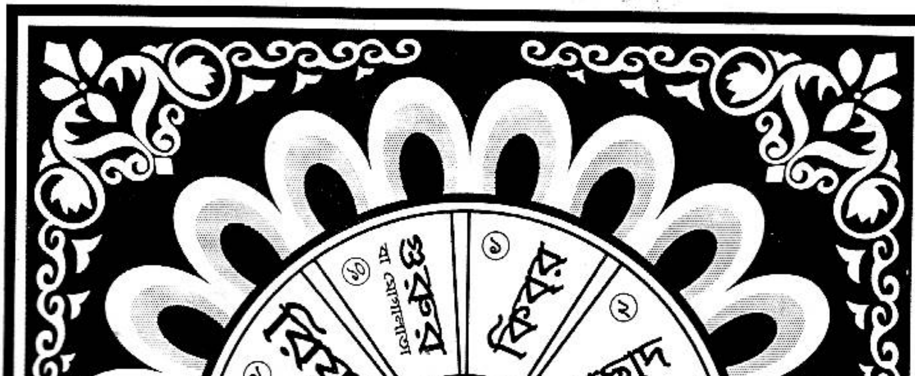

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

* نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম

তাছাওউফ অংশ

মুহ্লিকাত খণ্ড

শরীয়তের রূপরেখা ও তাছাওউফের ফরজিয়াতের প্রমাণ

১। প্রশ্নঃ শরীয়ত কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোরআন মজিদের সুরায়ে তাওবার মধ্যে আছে–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ ـ

বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় **মোছাল্লামুচ্ছবূত** কিতাবে লিখা আছে ঃ

اِعْلَمْ اَنَّ الْفِقْهَ فِى الزَّمَانِ الْقَدِيْمِ كَانَ مُتَنَاوِلاً لِعِلْمِ الْحَقِيْقَةِ وَهِىَ عِلْمُ الْاِلٰهِيَاتِ وَعِلْمِ الطَّرِيْقَةِ وَهِىَ مَبَاحِثُ الْمُهْلِكَاتِ وَالْمُنْجِيَاتِ وَعِلْمِ الشَّرِيْعَةِ الظَّاهِرَةِ ـ

মূল অর্থ ঃ– শরীয়াতের মাছআলা তিনভাগে বিভক্ত; **ইল্‌মুল ইলাহিয়াত, ইল্‌মুত্ ত্বরীক্বত ও ইল্‌মুশ্ শরীয়াতিজ্** জাহেরাহ্। অর্থাৎ– আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ।✪[১]

বর্ণিত তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে লিখা আছে–

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ـ

মূলঅর্থ ঃ হযরত নবী করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা যাহার কল্যাণ কামনা করেন তাহাকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।

এই হাদীছের ব্যাখ্যা মাজাহেরে হক কিতাবে লিখা আছে– **আহ্কামে শরীয়ত, আহ্কামে ত্বরীকত ও আহ্কামে হাকীকত** এই তিন প্রকার মাসআলার সমষ্টির নাম **শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম**।

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. ইসলাম ও তাছাওউফ কিতাবের ২য় পৃষ্ঠায় আছে, ইমদাদুল ফাতাওয়ার ৪র্থ খণ্ডে লিখিত আছে–

شریعت نام ہے مجموعہ احکام تکلیفیہ کا اسمین اعمال ظاہری اور باطنی سب آگئے ۔ متقد مین کی اصطلاح مین لفظ فقہ کو اسکے مرادف سمجھتے تھے ۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے ۔ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا ۔ پھرمتاخرین کے اصطلاح مین شریعت کی جزو متعلق باعمال ظاہرہ کانام فقہ ہوگیا ۔ اور دوسرے جز و متعلق با عمال باطنہ کا نام تصوف ہوگیا ۔

অর্থাৎ– **আল্লাহ্ প্রদত্ত পালনীয় বিধানসমূহের সমষ্টির নাম শরীয়াত**। সুতরাং জাহেরী আমলসমূহ ও বাতেনী আমলসমূহ সকলই শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তীগণের পরিভাষা অনুযায়ী "ফিক্বাহ" শব্দকে শরীয়াতের সম অর্থবোধক বলিয়া গণ্য করা হইত। যথা– হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হইতে ফিক্বাহ্র সংজ্ঞায় বর্ণিত আছে– معرفة النفس مالها وما عليها অর্থাৎ– যেই ইল্ম দ্বারা মানুষ তার লাভ ও ক্ষতি অর্থাৎ উপকারী ও অপকারী যাবতীয় বিষয় জানিতে পারে তাহাই **"ফিক্বাহ"। অতঃপর পরবর্তী ইমামগণের পরিভাষা অনুযায়ী শরীয়তের যেই অংশ জাহেরী আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে "ফিক্বাহ", আর শরীয়তের দ্বিতীয় অংশ যাহা বাতেনী আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে তাছাওউফ।**

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) জাদুত্তাকওয়া কিতাবে হাদীছে জিব্রাঈলের মর্মে লিখিয়াছেন– دین بولتے ہین اسلام ایمان اور احسان سبکو ملاکے اور شریعت نام اس مجموعہ کا ہے ۔ অর্থাৎ– **জাহেরী ইসলাম ফিক্বাহ ও ঈমান বা আক্বাইদ এবং ইহ্ছান (অর্থাৎ তাছাওউফ)** এই তিনও বিষয়ের সমষ্টির নাম দ্বীন, আর "শরীয়াত" ও উক্ত তিন বিষয়ের সমষ্টির নাম।

কতক লোক আছে যাহারা অভিধানগত কিছু পার্থক্যের কারণে কোরআন ও হাদীছের ইলম বা মাছআলা সমূহের সমষ্টিকে দ্বীন বলিতে রাজী না। তাহারা পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত ও দ্বীনকে আলাদা জিনিস মনে করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অভিধান গত দিক দিয়া উহা ঠিকই আছে কিন্তু পরিভাষার দিক দিয়া কতক ক্ষেত্রে দ্বীন ও শরীয়তকে সম অর্থবোধক মানিতেই হইবে। কারণ মহান আল্লাহ্ নিজেই ছুরায় তাওবার মধ্যে শরীয়াতকে অর্থাৎ যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও মাছআলা মাছায়েলের সমষ্টিকে দ্বীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যথা– لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ দ্বীন সম্পর্কে যেন গভীর জ্ঞান অর্জন করে। এখানে শরীয়াতের জাহেরী ও বাতেনী সর্বপর্যায়ের মাছায়েলের সমষ্টিকে আল্লাহ্ 'দ্বীন' বলিয়াছেন।

আমাদের হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব **শামী**। **উহার ১ম** খণ্ডের পুরাতন ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

اِعْلَمْ اَنَّ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ يَكُوْنُ فَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ لِدِيْنِهٖ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ وَهُوَ مَازَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهٖ وَمَنْدُوْبًا وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِى الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْقَلْبِ.

মূলঅর্থ ঃ– দুর্‌রুল মুখ্‌তার কিতাবে লিখা আছে– **ফিক্বার** ইল্‌ম শিক্ষা করা যেরূপ **আবশ্যক পরিমাণ ফরযে আইন, তদ্রুপ তাছাওউফের** ইল্‌ম শিক্ষা করা ও **আবশ্যক পরিমাণ ফরযে আইন**।

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা বাকী অংশ ঃ- (প্রকাশক)

হাদীছে জিবরাঈলের ভিতরে বিশ্ব নবী করীম (ছঃ)ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়তকে দ্বীন ঘোষণা দিয়াছেন এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছের মধ্যেও আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের যাবতীয় মাছায়েলের সমষ্টিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছঃ) দ্বীন ঘোষনা দিয়াছেন। مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে "দ্বীনের" জ্ঞান দান করেন।

মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড পুরাতন ছাপা ৪৭ নং পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযি শরীফের ২য় খণ্ড ইল্‌ম অধ্যায়ে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাশিয়াতে এবং মাজাহেরে হকের প্রথম খণ্ডের ২৪ নং পৃষ্ঠা ও ৯০ পৃষ্ঠায় এবং এহ্‌ইয়াও উলূমিদ্দীন ইত্যাদি অসংখ্য কিতাবে পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী সর্বকিছিমের মাসআলা সমূহের সমষ্টিকে দ্বীন বলা হইয়াছে। কাজেই পূর্ণাঙ্গ শরীয়াতকে দ্বীন হিসাবে স্বীকার না করিলে উপরে বর্ণিত আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছঃ), মুহাদ্দেছীনে কেরাম এবং প্রায় হাজার বৎসর পূর্বের কিতাব এহ্‌ইয়াও উলূমিদ্দীন ও পরবর্তি হক্কানী উলামায়ে কিরাম সকলকেই অমান্য করা হয় ও সকলকেই ভ্রান্ত বলা হয়। কাজেই সকলের সাবধান ও সতর্ক হওয়া একান্ত জরুরী।

মোটকথা "দ্বীন" বা "আদ্‌দ্বীন" এর বহু অর্থ ও মর্ম আছে এবং কোরআন ও হাদীছের অনেক অনেকস্থানে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন মর্মে উক্ত "দ্বীন" বা "আদ্‌দ্বীন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে শরীয়ত ও দ্বীনের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু **আবার মহান আল্লাহ্ ও রাসূল (ছঃ) শরীয়াতের সমঅর্থবোধক হিসাবেও দ্বীন শব্দকে ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত অর্থাৎ জাহেরী-বাতেনী মাছআলা মাছাইলের সমষ্টিকেও আল্লাহ্ ও রাসূল (ছঃ) দ্বীন বলিয়াছেন। কাজেই যে সমস্ত আলেমগণ দ্বীনকে শরীয়াতের সমঅর্থবোধক হিসাবে কিতাবে ব্যবহার করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহাদেরকে দোষারোপ করা হইতে দোষারোপকারীগণ সাবধান হউন ও খালেছ তওবাহ করুন এবং ঈমানকে সহীহ করিয়া লউন। আল্লাহ্ তাওফীক দান করুন। আমীন।**

ফিক্বাহর ইল্ম আবশ্যকের বেশী অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া, তদ্রূপ তাছাওউফের ইল্মও আবশ্যকের বেশী অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া। ফিক্বাহর ইল্মে বিদ্যার সাগর হওয়া যেরূপ মুস্তাহাব, তদ্রূপ তাছাওউফের ইল্মেও বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব।

বর্ণিত কোরআন, হাদীছ ও ফতোয়ার কিতাব পাঠ করিলে পরিস্কার বুঝা যায় আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছআলার সমষ্টির নাম শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম।

জগত বিখ্যাত এহ্ইয়াউল উলূম কিতাবে (৫ম খণ্ড মুলহাক অংশে) লিখা আছে–

اِعْلَمْ اَنَّ عَلُوْمَ الْمَعَامَلَةَ الَّتِىْ يَتَقَرَّبُ بِهَا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى تَنْقَسِمُ اِلٰى ظَاهِرَةٍ وَّبَاطِنَةٍ ـ وَالظَّاهِرَةُ قِسْمَانِ ـ مَعَامَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللّٰه تَعَالٰى وَمَعَامَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْخَلْقِ ـ وَالْبَاطِنَةُ اَيْضًا قِسْمَانِ ـ مَا يَجِبُ تَزْكِيَةُ الْقَلْبِ عَنْهُ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْمُوْمَةِ وَمَا يَجِبُ تَحْلِيَةُ الْقَلْبِ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ ـ فَقَالَ الْاِمَامُ الْغَزَّالِىْ رَحِمَهُ اللّٰه عَلَيْهِ فِىْ خُطْبَتِهِ وَلَقَدْ اَسَّسْتُهُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَرْبَاعٍ رُبْعُ الْعِبَادَاتِ وَرُبْعُ الْمَعَامَلَاتِ وَرُبْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَرُبْعُ الْمُنْجِيَاتِ ـ

মূল অর্থ ঃ– ইল্মে শরীয়াত দুই ভাগে বিভক্ত। (১) জাহের (ফিক্বাহ্) (২) বাতেন (তাছাওউফ)। ফিক্বাহ্ দুই ভাগে বিভক্ত– ইবাদাত ও মুআমালাত এবং তাছাওউফের মাছআলাও দুই ভাগে বিভক্ত– মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলিয়াছেন– আমি এহ্ইয়াও উলূমিদ্দীন কিতাবখানা চার ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিলাম। এক চতুর্থাংশ ইবাদাত, এক চতুর্থাংশ মুআমালাত এক চতুর্থাংশ মুহ্লিকাত ও এক চতুর্থাংশ মুন্জিয়াত।

পরিস্কার বুঝাগেল শরীয়তের ইল্ম দুই ভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ্ ও ইলমে তাছাওউফ। উভয় ভাগই শিক্ষা করা ফরয।

-ঃ এক ভুল ধারনার অবসান ঃ- (প্রকাশক)

বিঃ দ্রঃ- আরো জানিয়া রাখুন যে, কতক লোক ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা ও সঠিক রূপরেখা না জানার কারণে দ্বীন ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মানিতে রাজি না। ইহা চরম মুর্খতা অথবা হিংসামূলক শয়তানী আচরণ। কারণ "মর্ম যদি সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে বাহ্যিক শব্দ নিয়া ইসলামের আইনে কোন সংকীর্ণতা নাই।" এই মর্মে কোরআন ও হাদীছের দলীলের দ্বারা অসংখ্য কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

কিব্‌রের বিবরণ

কোরআন মজীদের ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাইলের ৩৭ নম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন–

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ـ

অর্থ ঃ– এবং তুমি যমীনের উপর দিয়া গর্ব (অহংকার) সহকারে চলিও না।

কোরআন মজীদের ১ম পারা সূরায়ে বাক্বারার ৩৪ নম্বার আয়াতে আছে–

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ـ

অর্থ ঃ– ইবলীছ ছেজদা করিতে এন্‌কার করিল এবং **নিজকে বড় ধারণা করিল**। (কোরআনের অন্যত্র আছে) অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন– **হে ইবলীছ! তুমি কেন সেজদা করিলে না?** ইবলীছ বলিল– **"আমি আদম হইতে উত্তম। যেহেতু আমাকে তুমি অগ্নি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছ আর আদমকে মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছ।"**

বর্ণিত আয়াত আহ্‌কামে বাতেনী বা তাছাওউফ সম্পর্কীয়।

২। প্রশ্ন ঃ কিব্‌র কি রকম গুনাহ?

উত্তর ঃ কিব্‌র কবিরা গুনাহ। এই গুনাহের জন্য হিসাব অন্তে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

যথা হাদীছ শরীফে আছে–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ ـ

অর্থাৎ– যাহার অন্তরে অতি সামান্য (বালু) পরিমাণও কিব্‌র থাকিবে সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীছ শরীফে আছে–

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ ـ

অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– **কিব্‌র** আমার চাদর আর **আজমত** (বড়ত্ব) আমার **পায়জামা** (অর্থাৎ আমার খাছ ছিফাত)। যে ব্যক্তি উক্ত ছিফাতের কোন একটি ছিফাত ছিনাইয়া নিয়া যাইবে (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিবে) আমি তাহাকে **দোযখে নিক্ষেপ করিব**।

কিব্‌রের শ্রেণীবিভাগ

৩। প্রশ্ন ঃ কিব্‌র কত প্রকার এবং কিব্‌রের তা'রীফ কি?

উত্তর ঃ কিব্‌র দুই প্রকার, কিব্‌রে জাহের এবং কিব্‌রে বাতেন।

জাহের অজুদ দ্বারা (অর্থাৎ বাহ্যিক অংগ প্রত্যংগ ও কার্য্যের মাধ্যমে) যে কিব্‌র প্রকাশ হয় তাহাকে "কিব্‌রে জাহের" বলে।

আর নিজকে অপরের চেয়ে মরতবায় বড় ধারণা করাতে অন্তরে যে এক সন্তুষ্টির হালত আসে উক্ত হালতকে "কিব্‌রে বাতেন" বলে।

কিব্‌রে জাহের ছোটদের সামনে জায়েয। বড়দের সামনে নাজায়েয।

কিব্‌র ও ওজ্‌বের মধ্যে পার্থক্য

৪। প্রশ্ন ঃ কিব্‌র ও ওজ্‌বের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কিব্‌রের জন্য **তিন চিজের** দরকার হয়। **প্রথম** যে ব্যক্তি কিব্‌র করে, **দ্বিতীয়** যাহার সহিত করে, **তৃতীয়** যে সমস্ত চিজের (বস্তু বা বিষয়ের) দ্বারা করে। এইজন্য মাত্র একজন লোকের দ্বারা কিব্‌র ছাবেত (প্রমাণিত) হয় না। কিন্তু **ওজ্‌ব** ছাবেত হয়। যেহেতু **ওজ্‌ব** অর্থ **নিজকে বুজুর্গ মনে করা।** অপরের **সংগে তুলনার দরকার হয় না।**✪[১]

-ঃ প্রান্ত টিকা ঃ- তাছাওউফ শিক্ষা ১-১৫ খণ্ড কিতাব থেকে সংগৃহীত। (প্রকাশক)

✪১. কিব্‌রের মত ওজ্‌ব রিপুও মারাত্মক ধ্বংশ সাধনকারী অসৎ স্বভাব। এখানে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখা হইল।

ওজবের সংজ্ঞা ঃ নিজকে নিজের অন্তরে বড় ও বুযুর্গ মনে করা এবং নিজের গুণ দেখা, আর ইহা চিন্তা না করা যে, এই গুণতো আমার নিজের ক্ষমতায় অর্জিত নয়, আল্লাহ্‌র দান। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনই ছিনাইয়া নিতে পারেন। বরং বিপরীত ভাবে নিজের ক্ষমতা ও গুণাগুণের কৃতিত্বকে নিজের ক্ষমতায় অর্জিত মনে করা। ইহাই ওজ্‌ব রিপু।

ওজবের ছবব ঃ তাছাওউফের ইলমে মূর্খ থাকা। এমনকি তাছাওউফের ইলম প্রয়োজন অনুযায়ী পরিপূর্ণ ভাবে অর্জন না করিলেও অন্তরে ওজব সৃষ্টি হয়।

ওজ্‌বের আলামত ঃ (১) নিজের ইবাদাত ও সৎকাজের বড়াই করা। (২) নিজের বড়ত্ব প্রকাশ পায় এরূপ ধারায় নিজের সৎকাজ, দক্ষতা-যোগ্যতা ও গুণাগুণ কিতাব ভিত্তিক অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া লোকদের সম্মুখে আলোচনা করা।

ওজ্‌বের এলাজ বা চিকিৎসা ঃ (১) নিজের গুণসমূহ এবং দক্ষতা-যোগ্যতা ও নিজস্ব সৎ কার্যসমূহ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র দান মনে করিবে। (২) ভয় ও ব্যস্ত থাকিবে যে, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই ছিনাইয়া নিতে পারেন। (৩) নিজেকে নির্দোষ মনে না করিয়া বরং নিজের উপর নিজে বদগুমান করিবে। (৪) কামেল মুর্শেদের মাধ্যমে তাছাওউফের ইল্‌ম ভাল রকম শিক্ষা করিবে এবং ওজ্‌বের পরিণাম ফল সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা ও গবেষণা করিবে।

কিব্‌রের স্তর বা দরজা

৫। প্রশ্ন ঃ কিব্‌রের দরজা কয়টি?

উত্তর ঃ কিব্‌রের দরজা (স্তর) **তিনটি**।

প্রথম- আল্লাহ্‌র সাথে। যেমন- নমরূদ, ফেরাউন ও ইবলীছের তাকাব্বুরী।

দ্বিতীয়- রছূল (ছঃ) এর সাথে। যেমন- কুফ্‌ফারে কুরাইশগণ বলিয়াছিল তাহারা ইয়াতীম মুহাম্মদ (ছঃ)-এর কাছে মাথা নত করিতে পারিবে না। তাহাদের ছরদারদিগকে কেন রাসূল করা হইল না?

তৃতীয়- রছূল (ছঃ) ব্যতীত অপর লোকদের সাথে।

কিব্‌রের কারণসমূহ

৬। প্রশ্ন ঃ কিব্‌রের ছবব কয়টি?

উত্তর ঃ কিব্‌রের ছবব (উৎপত্তির কারণ) **সাতটি**। যথা ঃ **হযরত ইমাম গাজ্জালী** (রহঃ) ছাহেব লিখিয়াছেন-

فَالدِّيْنِيُّ هُوَ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ وَالدُّنْيَوِيُّ هُوَ النَّسَبُ وَالْجَمَالُ وَالْقُوَّةُ وَالْمَالُ وَكَثْرَةُ الْاَنْصَارِ فَهٰذِهٖ سَبْعَةُ اَسْبَابٍ ـ

অর্থাৎ ঃ কিব্‌রের ছবর (উৎপত্তির কারণ) **সাতটি**। তন্মধ্যে **দুইটি** দ্বীনি। যথা- (১) ইল্‌ম ও (২) আমল। আর দুনিয়াবি পাঁচটি। যথা- (১) নছব, (২) জামাল, (৩) কুয়্যত, (৪) মাল ও (৫) অসংখ্য সাহায্যকারী তাঁবেদার।

প্রথম ছবব ইল্‌মের বর্ণনা

প্রথম ছবব- ইল্‌ম। ইল্‌মের দ্বারা তাকাব্বুর হয় তাহার **দুইটি কারণ**।

প্রথম ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে না, শুধু দুনিয়াবি ইল্‌ম শিক্ষা করে।

দ্বিতীয়- ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিতে গিয়া শুধু **ফিক্বাহ্ শাস্ত্র** শিক্ষা করে, **তাছাওউফ** শাস্ত্র শিক্ষা করে না।

ইল্‌মে তীব, (চিকিৎসা শাস্ত্র) **ইল্‌মে লুগাত,** (ভাষা জ্ঞান) **ইল্‌মে মানতেক,** (তর্কশাস্ত্র) **ইল্‌মে হিছাব** (অংক শাস্ত্র) শিক্ষা করিলেও কিব্‌র বৃদ্ধি হয়। **বক্তৃতার ইল্‌ম** শিক্ষা করিলেও তাকাব্বুরী বৃদ্ধি হয়।

কতক **বক্তারা** মনে করে, তাহারা যখন বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাদেরকে **হাসাইতে বা কাঁদাইতে** পারে ও **জযবা উঠাইতে** পারে তখন তাহাদের দরজা যমীনে নাই, বোধ হয় আরশে মুআল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। তাহাদের **মিথ্যা প্রবঞ্চনা**, আজগবী কাহিনীর ছববে যে তাহাদের **দরজা সপ্ত যমীনের নীচে চলিয়া গিয়াছে তাহার খবর-ই তাহাদের নাই**।

দ্বিতীয় কারণ বা ছবব আমলের বর্ণনা

দ্বিতীয় ছবব ঃ আমল অর্থাৎ **যুহদ ও ইবাদাত**। আমলের দ্বারা তাকাব্বুর পয়দা হওয়ার **কারণ ইল্‌মে দ্বীনের অজ্ঞতা**। যেরূপভাবে জাহেরী বন্দেগী সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য **ফিক্বাহ** শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ **বাতেনী ইবাদাত** সমাধা করার জন্য **ইল্‌মে তাছাওউফ** শিক্ষা করিতে হয়। এই **ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া জিকির-শুগলে রত হইলে তাকাব্বুর পয়দা হয়**।

জাহেল ছুফীরা লতীফার হরকত (নড়াচড়া ও কম্পন) মা'লূম (অনুভব) করিতে পারিলেই নিজকে কামেল বলিয়া ধারণা করিতে থাকে। এদের আসল মকছূদ হইল লতীফার হরকত অনুভব করা, নূর দর্শন করা, সভা সমিতিতে গিয়া জযবা তোলা, হাই পাই করা। **ইছলাহে ক্বল্‌ব কি জিনিস** তাহার খবর-ই তাহাদের নাই। এই শ্রেণীর দরবেশরা কিতাব মানিতে রাজি না। তাহারা বলে আমরা পীর ধরিয়াছি, পীর-ই আমাদের কিতাব।

কিব্‌রের তৃতীয় ছবব বা কারণ নছবের বর্ণনা

তৃতীয় ছবব ঃ নছব। (বংশ) নছবের দ্বারা তাকাব্বুর পয়দা হওয়ার কারণ **দ্বীনি ইল্‌মের অজ্ঞতা**। যে সমস্ত উচ্চ বংশের ছেলেরা দ্বীনি ইল্‌মে মূর্খ তাহারাই দিবারাত্র বংশের গৌরবে মত্ত থাকে।

কিব্‌রের ৪র্থ ছবব হুছন জামালের বর্ণনা

চতুর্থ ছবব ঃ হুছ্‌ন জামাল বা সৌন্দর্য্য দ্বারা **গৌরব প্রকাশ করা একমাত্র মূর্খতা। শিক্ষার যুগে হুছন** (জামাল)-এর কদর **একমাত্র মূর্খ মূরীদ্‌দের** কাছেই কিছু শুনা যায়। মূর্খ মুরীদেরা পীরের নূরানী চেহারার গৌরব দিবারাত্র বর্ণনা করিয়া থাকে। গুণহীন নূরানী চেহারার গৌরব বর্ণনা করিতে গিয়া যে তাহারা শিক্ষিত সমাজের কাছে হাসির পাত্র সাজিতেছে, তাহা তাহারা বুঝেই না।

কিব্‌রের পঞ্চম ছবব বা কারণ মালের বর্ণনা

পঞ্চম ছবব ঃ মাল। মালদার ব্যক্তিরা অহংকারে মত্ত হয় না, এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা **মাল কি উদ্দেশ্যে দান** করিয়াছেন এবং **মালের আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাশর প্রান্তরে আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে**। এইসব কল্পনা যে মালদারদের নাই তাহাদের মুখে মালের গৌরবই দিবারাত্র শুনা যায়।

কিব্‌রের ষষ্ঠ ছবব বা কারণ কুয়্যতের বর্ণনা

ষষ্ঠ ছবব ঃ কুয়্যত বা শক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে **কুয়্যত কেন দান করিয়াছেন?** ইছলামের **খেদমত** করার জন্য? না ইছলামকে ধ্বংস করার জন্য? **নেক অর্জন** করার জন্য ? না **পাপের বোঝা** ভারী করার জন্য ? **এই কল্পনা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে পয়দা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুয়্যতের দ্বারা কিব্‌রই জাহের হইতে থাকিবে**।

কিব্‌রের সপ্তম ছবব কাছ্‌রাতুল আন্‌ছারের বর্ণনা

সপ্তম ছববঃ সাহায্যকারী বা তাবেদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি। যে অবস্থাশালী লোকের জনতার সংখ্যা বেশী, তাঁহার দ্বারা দিবারাত্র কিব্‌র প্রকাশ হয়।

(কিতাবী শর্তবিহীন নাকেছ) পীর ছাহেবদের বহু মুরীদ থাকিলে উঠা-বসা, চলা-ফিরা, কথাবার্তা ইত্যাদি প্রত্যেকটাতেই কিব্‌র প্রকাশ পাইতে থাকে।

একজন পীর ছাহেব হাফ্‌তম ক্লাশও (৭ম শ্রেণী) পাশ করেন নাই, অথচ অসংখ্য মুরীদ আছে। এক্ষণে তাহার দরবারে টাইটেল পাশ মাওলানা ছাহেব গেলেও তাঁহার পাশে স্থান দিতে রাজি না। পীর ছাহেবের যদি অসংখ্য মুরীদ না থাকিত তবে পীর ছাহেব মাওলানা ছাহেবদের পার্শ্বে বসিতে সাহস পাইতেন না। **জনতার বল থাকা সত্ত্বেও যে অহংকার নাই এরূপ লোক খবুই কম পাওয়া যায়**।

কিব্‌রের আলামত বা লক্ষণসমূহের বর্ণনা

৭। প্রশ্ন ঃ কিব্‌রের আলামত কয়টি?

উত্তর ঃ কিব্‌রের বহু আলামত আছে, এখানে মোটামুটি কয়েকটি লিখা গেল—

- আল্লাহ্‌র হুকুম বিনা প্রতিবাদে মানিতে দিলে না চাওয়া।
- ধর্ম বিরোধী কাজ করিতে দিলে ভয় না হওয়া।
- নায়েবে রাসূলের অনুসরণ করিতে দিলে না চাওয়া।
- রাসূলের ছুন্নাত বা তরীকা মত চলিতে দিলে না চাওয়া।
- হক ফতোয়া মানিতে দিলে না চাওয়া।

✪ মুছলমানদের দেওয়া হাদিয়া কবূল না করাও অহংকারের আলামত। (তাবলীগ কিতাব ১নং জাওয়াব ১৩নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

✪ নিজকে ছোট ধারণায় না আনাও অহংকারের আলামত।

✪ ক্ষুদ্র কাজ করিতে লজ্জাবোধ করাও অহংকারের আলামত।

বর্তমান যামানায় সামান্য কিছু লিখাপড়া করিলেই সাংসারিক কাজ নিজের হাতে করাটাকে লজ্জা মনে করে। ইহা একমাত্র অহঙ্কারের আলামত। কতক পীর (অর্থাৎ ইলমে তাছাওউফ ও কিতাবী শর্তবিহীন নাকেছ পীর) এবং কতক আলেম ছাহেবদের মধ্যে এই প্রকার অহঙ্কারের আলামত খুব বেশী দেখা যায়।

হযরত (ছঃ) নিজে ✪ উট ও ছাগলকে খাদ্য ও পানি খাওয়াইয়াছেন। ✪ দুধ দোহন করিয়াছেন। ✪ বাজার হইতে সদায় ক্রয় করিয়া নিয়া আসিতেন। ✪ ঘরে ঝাড়ু দিতেন। ✪ বিবিদের সাথে কাজে শরীক হইতেন। ✪ মেহমানকে নিজ হাতে খাদিম দিয়া খাওয়াইতেন। ✪ নিজের হাতে কাপড় ধৌত করিতেন।

✪ বর্তমান যামানার কতক আলেম ও কতক পীর ছাহেবেরা উপরোল্লেখিত কাজগুলি করিতে পারিবেন কি? কখনও না। তাঁহারা এইসব কাজ করিলে লজ্জায় আধামরা হইয়া যাইবেন। এই লজ্জাবোধ করাই অহঙ্কারের আলামত।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

কিব্‌রের আলামত হিসাবে এছলাহে নফ্‌ছ কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

✪ গরীব লোকদেরকে নিকটে বসিতে না দেওয়া।

✪ কাহাকেও ছালাম না করা। (প্রকাশ থাকে যে, ছালাম না করা যদিও তাকাব্বুরীর লক্ষণ কিন্তু ধর্ম বিরোধী ও কাফেরদের বেলায় উহা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ বিনা ওজরে উহাদিগকে ছালাম দেওয়া হারাম।)

✪ কেহ উপদেশ দিলে ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া অবহেলা করা।

✪ অপরের সহিত দেখা সাক্ষাত করিতে না যাওয়া। (প্রকাশ থাকে যে, দেখা-সাক্ষাত করিতে না যাওয়া যদিও তাকাব্বুরের লক্ষণ কিন্তু জাহেল ও গমরাহ্ পীর-আলেমের বেলায় উহা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ উহাদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব।)

✪ সাধারণ লোকদিগকে ইতর জীবের মত মনে করা।

✪ অন্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা।

কিব্‌রের এলাজ বা চিকিৎসার বর্ণনা

৮। প্রশ্ন ঃ কিব্‌রের এলাজ কি?

উত্তর ঃ (ইল্‌মী এলাজ বা জ্ঞানমূলক চিকিৎসার বিবরণ)

যে ব্যক্তির মধ্যে কিব্‌র আসে তাহার চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ **কিব্‌র কোন ছববে** আসিয়াছে ? যদি **ইল্‌মের ছববে** আসিয়া থাকে, তবে **তাঁহার ইল্‌মের হাকীকত সম্বন্ধে গবেষনা করিতে হইবে**।✪৩ জাহেরী ইল্‌ম শিক্ষা করা হয় জাহেরী অজুদের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) পবিত্রতা হাছিলের জন্য। আর বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা করা হয় বাতেনী অজুদের পবিত্রতা হাছিলের জন্য। এক্ষণে আলেম ছাহেবের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, **তাহার জাহেরী এবং বাতেনী ইল্‌ম যাহা শিক্ষা করা ফরয ছিল তাহা আদায় করিয়াছে কি না?** যদি আদায় হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে তাহার উভয় ইল্‌মের উপর আমল করা হইতেছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে তবে তাহার **মনে করিতে হইবে তাহার ইল্‌ম হাছিল হওয়ার পরও দোযখে যাইতে হইবে**। যেহেতু যে আলেম ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করিতেছে না, **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছে তাহাদের কোন পদমর্যাদা নাই। কাজেই এইরূপ ইল্‌মের গৌরব করিয়া লাভ কি ?

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

✪৩. অহংকারের এলাজ হিসাবে ইছলাহে নফছ কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- অহংকার দূর করিতে হইলে নিজকে এবং প্রভুকে চিনিতে হইবে। মানুষ এক ফোটা তুচ্ছ পানি দ্বারা পয়দা হইয়াছে। যখন মৃত্যু হইবে তখন আবার দুর্গন্ধযুক্ত পচা মুর্দারে পরিণত হইয়া পোকা-মাকড়ের খাদ্য হইবে। এই দুই অবস্থার মধ্যখানের সময়ে পেটে নাপাক ও পায়খানার বোঝা বহনকারী। অতএব এই মানুষের পক্ষে কিবর করা সাজে না। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের ২৯ নাম্বার পারা, সূরা দাহরে ফরমাইয়াছেন-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا . اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ .

অর্থাৎ- মানুষের উপরে এমন একটি সময় কি আসে নাই? যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না। নিশ্চয় আমি মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত ধাতুর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি।

অহংকার দূর করার জন্য বর্ণিত কথাগুলি চিন্তা করিলে বিশেষ ফায়দা হইবে।

ইবাদাতের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এলাজ (চিকিৎসা)

আর যদি **যুহদ ও ইবাদাতের** দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে তাঁহার ধারণা করিতে হইবে– আমার উপর যে **ইল্‌ম ফরয** ছিল, আমি সেই **ফরয আদায় করি নাই**, এখন আমি **বিনা ইল্‌মে** যে সমস্ত ইবাদাত করিয়াছি তাঁহা আল্লাহ্‌র দরবারে **গায়রে মক্‌বূল**। **এক্ষণে গায়রে মক্‌বূল ইবাদাত দ্বারা গৌরব করিয়া লাভ কি?**

নছবের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এলাজ

আর যদি **নছবের** দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে **নছবের (বংশের) হাকীকত কি? নছবের হাকীকত হইল** সমস্ত মানুষ আদম সন্তান। সমস্ত মানুষ **আব, আতশ, খাক, বাদ** (অর্থাৎ পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস) এই চার চীজ দ্বারা তৈরী হইয়াছে। কোরআন মজীদে আছে– মানুষ সামান্য তুচ্ছ পানি দ্বারা তৈয়ার হইয়াছে। মানুষ **আমলের দ্বারা দরজাশীল হয়**। যাহার আমল খারাপ সে পয়গাম্বরজাদা হইলেও লাভ নাই। যেমন– কাবীল, কেনয়ান পয়গম্বরজাদা হইয়াও বেহেশ্‌ত ভবনে স্থান পাইবে না; বরং দোযখের ভিতরে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

সৌন্দর্যের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এলাজ

আর যদি **হুছন জামালের** (সৌন্দর্য্যের) দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে যে, হুছন জামালের হাকীকত কি ? **হুছন জামালের হাকীকত হইল ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত জিনিস; নিজের অর্জিত জিনিস নহে**। আল্লাহ্ তা'আলা **হুছন (জামাল)** দিয়াছেন **শুক্‌রিয়া আদায় করার জন্য। অহংকার করার জন্য দেন নাই। কাজেই অহংকার করা উচিৎ নহে।**

মালের ছববে কিব্‌রের ইল্‌মী এলাজ

আর যদি **মালের ছববে** কিব্‌র আসিয়া থাকে, তবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে **আল্লাহ তা'আলা মাল** দান করিয়াছেন কি জন্য ? **মাল দান করিয়াছেন মানুষের ইহকাল এবং পরকালে শান্তি ও কল্যাণ হাছিল করার জন্য**। এক্ষণে মালদার ব্যক্তির গবেষনা করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার **মাল দ্বারা তাঁহার ইহকাল এবং পরকালের শান্তির যোগাড় হইয়াছে কি না? যদি না** হইয়া থাকে তবে তাঁহার মালের ছববে কোন পদমর্যাদা বা

উদ্দেশ্য হাছিল হয় নাই। **বরং মালের ছববে তাঁহার দোযখের যোগাড় হইয়াছে। কাজেই এইরূপ জিনিস দ্বারা অহঙ্কার করা উচিৎ নহে।**✪১

কুয়্যাতের ছববে কিব্রের ইল্মী এলাজ

আর যদি **কুয়্যতের (শক্তি)** দ্বারা **কিব্র পয়দা হইয়া থাকে,** তবে গবেষনা করিয়া দেখিতে হইবে তাঁহার শক্তি পরিমাণ ইবাদাত করা হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে তবে তাঁহার এই কুয়্যাতের **নাশুক্রী করার** জন্য **দোযখে পতিত হইতে হইবে। এক্ষণে যে জিনিসের ছববে দোযখে পতিত হইতে হইবে, সেই জিনিসের দ্বারা অহংকার করিয়া লাভ কি?**

জনবলের কারণে অহঙ্কার পয়দা হইলে উহার ইল্মী এলাজ

আর যদি **জনতার ছববে কিব্র পয়দা** হইয়া থাকে, তাহা হইলে **গবেষনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, জনতার হাকীকত কি?** পীর ছাহেবের ধারণা করিতে হইবে, আমি লাখী পীর। অর্থাৎ– আমার কাছে লাখ লাখ লোক মুরীদ হইয়াছে ক্বলবের এছলাহের জন্য। এক্ষণে লাখ লাখ লোকের কলবের এছলাহ (সংশোধন) হইয়াছে কিনা ? যদি না হইয়া থাকে, তবে কাহার দোষে হয় নাই? মুরীদানগণের নিজস্ব দোষের কারণে ? না কি আমার দোষের কারণে ?

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. মালের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিতে হইলে (১) ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষা (২) সংসার রক্ষা এবং (৩) গরীব রক্ষার জন্য মাল খরচ করিতে হইবে।

আল্লাহর দ্বীন-শিক্ষা এবং উহা প্রচার-কায়েমের জন্য (ক) ধর্মীয় শিক্ষক-পীর-ওস্তাদকে শিক্ষা প্রদানের জন্য সাহায্য বা শিক্ষা খরচ, (খ) কোরআন প্রচারক হাদীকে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং (গ) ধর্মের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে নায়েবে রাসূলকে– কিতাব, বিজ্ঞাপন ছাপানো এবং ধর্মীয় বাহাছ ইত্যাদির জন্য মাল-প্রদান করিতে হইবে।

✪ **ধর্মের তিনটি বিভাগ (১) প্রচার বিভাগ, (২) তাছাওউফ বিভাগ ও (৩) ফিক্বাহ বিভাগ। এই তিনও বিভাগ যাহাতে দুনিয়ার বুকে চালু হইতে পারে সেই জন্য তিনও বিভাগে মাল দান করিতে হইবে।** ধর্মীয় প্রচার অভিযান গং ব্যাপারে ৫টি ফান্ড এবং গরীবদের জন্য তিনটি ফান্ড ইত্যাদি ব্যাপারে আমল বা দায়িত্ব পালন করা হইতেছে কিনা ? ইত্যাদি ব্যাপারে সঠিক ভাবে চিন্তা করিলে মালের ব্যাপারে অহংকার থাকিবে না।

যদি আমার দোষের কারণে এছলাহ (সংশোধন) না হইয়া থাকে (অর্থাৎ– তাছাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞ বা বে-আলেম পীরদের চিন্তা করিতে হইবে যে, আমি-তো নিজেই সঠিক ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ মুহলিকাত ও মুনজিয়াতের তারীফ, আছ্‌বাব, আলামাত ও এলাজ ইত্যাদি কিছুই শিক্ষা করি নাই। বরং চরম অজ্ঞতা ও ভুল ধারণার ভিতরে থাকিয়া মুরীদদেরকে ইলমে তাছাওউফের নামে শুধু নফল জিকির, অজিফা, নফল দোয়া-দুরূদ, নফল মোরাকাবা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া আসল ও ফরজ ইলমে তাছাওউফ থেকে নিজেও বঞ্চিত রহিয়াছি এবং লাখ লাখ মুরীদদেরকেও বঞ্চিত করিয়াছি।

কাজেই মুরীদানদের ক্বলবের এছলাহ যে হয় নাই তাহাতো সম্পূর্ণ রূপে আমারই চরম ভুল ও আমারই দোষে হয় নাই।

এমনকি উপরোক্ত চরম ভুল, অজ্ঞতা অথবা গাফলতি ও অলসতার কারণে যদি একজন মুরীদেরও ক্বলবের এছলাহ না হইয়া থাকে, তবে একজন মুরীদের জন্যও হিসাব অন্তে দোযখে প্রবেশ করিতে হইবে। এক্ষণে মুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় আমার দরজা উচ্চ হয় নাই বরং নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। **এক্ষণে যাহাদের ছববে দোযখের দিকে গমন করিতে হইবে, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া অহংকার করা উচিৎ নহে।**

আর যদি রাজা-বাদশাহ অথবা যে কোন নেতা পর্যায়ের লোকের অন্তরে জনতার বলের কারণে অহংকার ভাব আসে, তবে চিন্তা করিতে হইবে যে, আমার অধিনস্তদের প্রতি আমার যে বিশাল দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল, তাহা প্রতি পালন করা হইয়াছে কি-না ? যদি কাহারো ক্ষেত্রে প্রতিপালন না হইয়া বরং ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহাতে মহা অপরাধী সাব্যস্ত হইতে হইবে।

এক্ষণে অধিনস্ত জনতার কারণে দায়িত্ব বাড়িয়াছে, কাজেই ইহাতে অহংকারের কিছুই নাই। বরং আল্লাহর নিকট কি জবাব দিব ? সেই চিন্তা অন্তরে আনায়ন করিতে হইবে।

(তাছাওউফ শিক্ষা ৫ম খণ্ড হইতে সংযোজিত এবং উপরে ব্র্যাকেটের মধ্যস্থিত বর্ণনা মহামান্য লেখকের সংক্ষিপ্ত লিখার ব্যাখ্যা।) (প্রকাশক)

মোতাকাব্বের (অহংকারী) লোকেরা উপরোল্লিখিতভাবে গবেষনা করিতে থাকিলে অহংকারের মাত্রা কমিতে থাকিবে।

উপরোল্লিখিত যে এলাজের বর্ণনা করা গেল তাহা **ইল্‌মী এলাজ**।

দ্বিতীয়– আমলী এলাজ। আমলী এলাজ বহু প্রকার। এখানে মাত্র কয়েক প্রকার লেখা হইল। ✪ **যে বিষয়ে কিব্‌র আসে সেই বিষয়ের বড় শ্রেণীর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা।** যেমন– হযরত মূছা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ✪ **বক্তৃতা সম্বন্ধে কিব্‌র আসিলে** তাহা অপেক্ষা বড় বক্তার সাথে সাক্ষাৎ করা। ✪ **পীরত্ব সম্বন্ধে কিব্‌র** আসিলে নিজের চাইতে বড় পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ✪ **ইল্‌ম সম্বন্ধে কিব্‌র** আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

✪ **যে সমস্ত জায়েয কাজ করিতে লজ্জা বোধ হয় সেই সমস্ত কাজ নিজ হাতে করা।** যাহাদের প্রতি অহংকার ভাব আসে তাহাদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করা।

✪ কামেল পীর-মোর্শেদের সংগলাভ করা এবং✪ রিয়াজাত মোজাহাদা করা।

(তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ড ১২নং পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত-প্রকাশক)

কিব্‌র সম্পর্কীয় এক জটিল প্রশ্ন ও উহার সমাধান

৯। প্রশ্ন ঃ নিজের মরতবা অপরের চেয়ে বড় ধারণা করাই যদি কিব্‌র হয় তবে কাফের, ফাছেক লোকদিগকে কি প্রকারে নিজের চেয়ে মরতবায় বড় স্থির করা হইবে?

উত্তর ঃ কাফেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে মনে করিতে হইবে যে, এই ব্যক্তির দরজা আমার চেয়ে মরতবায় বড় হইতে পারে। যেহেতু এই ব্যক্তি মুছলমান হওয়ার পর কোন পাপে লিপ্ত না হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। আর আমি মুছলমান হওয়ার পরও পাপ কাজে লিপ্ত আছি। **আবার আমি এখন মুছলমান আছি কিন্তু মরিবার সময় কি হালতে মরিব তাহার খবর নাই। সুতরাং এই ব্যক্তির চেয়ে আমার মরতবা বেশী, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।**

✪ আর **আলেম ব্যক্তির মূর্খ লোকের** সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ধারণা করিতে হইবে যে, আমি আলেম, আর এই ব্যক্তি মূর্খ। দুই জনেই **গুনাহের** কাজে লিপ্ত আছি। **তবে এইব্যক্তি গুনাহের কাজ করে জাহেল** অবস্থায় **আর আমি গুনাহের কাজ করি আলেম হইয়া। এই হিসাবে আমার দরজা এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়।**

✪ আর জাহেল ব্যক্তির ধারণা করিতে হইবে, এই ব্যক্তি আলেম আর আমি জাহেল মানুষ। এই ব্যক্তি ইবাদাত করিতেছে মাছ্আলা জানিয়া। আর আমি ইবাদাত করিতেছি মাছ্আলা না জানিয়া। কাজেই আমার দরজা আলেম অপেক্ষা অতি নীচে।

✪ আর যদি বেশী বয়সী লোকে অল্প বয়সী লোকের সঙ্গে দেখা করে তবে ধারণা করিতে হইবে আমার বয়স বেশী, আর এই ব্যক্তির বয়স কম। আমি গুনাহ্ যতদিন ধরিয়া করিতেছি, এই ব্যক্তি ততদিন ধরিয়া গুনাহ্ করে না। কাজেই এই হিসাবে আমার দরজা এই ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক কম।

আর অল্প বয়সী লোকে বেশী বয়সী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ধারনা করিতে হইবে, এই ব্যক্তির বয়স বেশী। এই ব্যক্তি ইবাদাত যতদিন ধরিয়া করিতেছে, আমি ততদিন ধরিয়া ইবাদাত করিতেছি না। কাজেই আমার দরজা এই ব্যক্তির চেয়ে কম।

উপরোল্লিখিত ধারণা ছাড়া শুধু জিহ্বায় বলিতে থাকা যে, আমি নগণ্য-জঘন্য, গুনাহ্গার, অধম ইত্যাদি ইহা একমাত্র মোনাফেকী। যেমন-একজন নাকেছ পীর ছাহেব বা আলেম ছাহেব ওয়াজ করিতে দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলিল, আমি জাহেল মানুষ, গুনাহ্গার মানুষ। এক্ষণে একজন শ্রোতায় যদি বলে, হুযুর আপনি যখন জাহেল মানুষ তবে আপনি বসিয়া পড়েন। একজন আলেম দাঁড়া করাইয়া দেন। আমরা জাহেল মানুষের ওয়াজ শুনিতে রাযী না। তবে দেখা যাইবে পীর ছাহেবের বা আলেম ছাহেবের চক্ষে রক্ত আসে কিনা ? বর্ণিত নাকেছ পীর ছাহেবের ও আলেম ছাহেবের উল্লেখিত কথাগুলির মধ্যে রহিয়াছে বড় রকমের মুনাফেকী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

হাছাদের বিবরণ

১০। প্রশ্নঃ- হাছাদ কি রকম গুনাহ্?

উত্তরঃ হাছাদ করা **কবিরা গুনাহ্**। যথা– কোরআন মজিদের ৩০ পারা, সূরায় ফালাকের ৫ নম্বর আয়াতে আছে- وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

মূল অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হিংসুক যখন হিংসা করে, তখন তাহার ক্ষতি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

হাদীছ শরীফে আছে ঃ-

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ .

অর্থাৎ– হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন- তোমরা হাছাদ হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা হাছাদ নেকরাশী ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যেইরূপ অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

হাছাদ ও গেবতার মধ্যে পার্থক্য

১১। প্রশ্ন ঃ– হাছাদ কাহাকে বলে এবং গেবতা কাহাকে বলে?

উত্তরঃ মানুষের **ভাল অবস্থা** দর্শনে অন্তরে **দুই প্রকার** হালত পয়দা হইয়া থাকে। **এক প্রকারের নাম হাছাদ** দ্বিতীয় প্রকারের নাম **গেবতা**।

হাছাদ বলে পরশ্রীকাতরতাকে। অর্থাৎ- কাহারও উন্নতি বা ভাল অবস্থা দেখিয়া তাহা অসহ্য হওয়া এবং মনে মনে এই কামনা করা যে, তাঁহার এই ভাল অবস্থা না থাকুক।

আর যদি ভাল অবস্থা দেখিয়া মনে মনে এই কামনা করে যে আমারও এইরূপ ভাল অবস্থা হাছিল হউক, ইহাকে গেবতা বা মোনাফাছাত বলে।

গেব্তার হুকুম

১২। প্রশ্ন ঃ– গেবতা করা কি?

উত্তর ঃ যে নেয়ামত দর্শনে গেবতা আসিয়াছে উক্ত নেয়ামত যদি দ্বীনি নেয়ামত হয় এবং হাছিল করা **ওয়াজিব হয়,** যেমন– ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদি; তবে **গেবতা** করা **ওয়াজিব**। আর যদি উক্ত নেয়ামত নফল হয়, তবে গেবতা করা **মোস্তাহাব**। আর যদি উক্ত নেয়ামত **দুনিয়াবী** হয়, তবে গেবতা করা **মুবাহ**।

হাছাদের হুকুম

১৩। প্রশ্ন ঃ– হাছাদ করা কি?

উত্তর ঃ হাছাদ বা হিংসা করা হারাম। প্রকাশ থাকে যে, গোমরাহ্ পীর ও গমরাহ্ আলেমগণ যে নেয়ামত দ্বারা গোমরাহীর কাজ বিস্তার করে উক্ত নেয়ামত ধ্বংসের কামনা করা জায়েয এবং **ফাছেক লোকেরা** যে নেয়ামত দ্বারা বেশরা কাজ বিস্তার করে উহাতে হাছাদ করা জায়েয।

হাছাদের আছবাব বা কারণ সমূহের বর্ণনা

১৪। প্রশ্ন ঃ– হাছাদের ছব্‌ব কয়টি?

উত্তর ঃ হাছাদের ছবব সাতটি?

প্রথম- আদাওয়াত। অর্থাৎ শত্রুতার কারণে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়- সমশ্রেণী লোকদের উন্নতি দর্শনে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

তৃতীয় - হেকারত। অর্থাৎ– যাহাকে হেকারতের চক্ষে দেখা হইত তাঁহার উন্নতি দর্শনে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

চতুর্থ - তায়াজ্জুব। অর্থাৎ যাহার উন্নতির কল্পনা ছিল না, তাঁহার উন্নতি দর্শনের হাছাদ পয়দা হইয়া যাকে।

পঞ্চম- মক্‌ছুদ ফওত হওয়ার ভয় হইলে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ - মুহাব্বতে রিয়াছতের জন্য অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

সপ্তম- খোবছ ও বোখলে নফছের কারণে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

হাছাদের আলামত

১৫। প্রশ্ন ঃ– হাছাদের আলামত কি?

উত্তর ঃ ঝগড়া, কলহ, দলাদলী ইত্যাদি সবই হিংসার আলামত।

হিংসার এলাজের বর্ণনা

১৬। প্রশ্ন ঃ– হিংসার এলাজ কি?

উত্তর ঃ– হিংসার এলাজ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম ইল্‌মী যথা, **তাক্বদীরের উপর রাযী থাকা।** অর্থাৎ যাহার উন্নতি দর্শনে হাছাদ আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই ধারণা করা যে, এই ব্যক্তির তাক্বদীরে উন্নতি লিখা আছে বলিয়াই উন্নতি হইয়াছে। এক্ষনে এই ব্যক্তির সহিত হিংসা করিলে আল্লাহ্‌র তাক্বদীরের উপর নারাজী প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয়– আমলী এলাজ। যথা- **যাহার সহিত হিংসা আসিয়াছে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করা ও তাঁহার প্রশংসা করা।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

বোগ্‌যের বিবরণ

হাদীছ শরীফে আছে- وَلَا تَبَاغَضُوْا

অর্থাৎ ঃ রাছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেন- তোমরা পরস্পর অন্তরে শত্রুতা ভাব পোষণ করিও না।

বোগ্‌যের সংজ্ঞা

১৭। প্রশ্ন ঃ- বোগ্‌য কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ কাহারও সাথে অন্তরে শত্রুতা ভাব পোষণ করাকে বোগ্‌য বলে।

বোগ্‌যের হুকুম

১৮। প্রশ্ন ঃ- মানুষের সাথে বোগ্‌য রাখা কি?

উত্তর ঃ মানুষের সাথে **বোগ্‌য** রাখা **হারাম**। কিন্তু শরীয়ত বিরোধী লোকদের সাথে এবং যাহারা শরীয়তের মাছআলা গোপন বা পরিবর্তন করিয়া সমাজকে গমরাহ্ করে তাঁহাদের সাথে বোগ্‌য রাখা ওয়াজিব।

বোগ্‌যের ছবব বা কারণ

১৯। প্রশ্ন ঃ- বোগযের ছবব কি?

উত্তর ঃ নিজের বা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে বোগ্‌য পয়দা হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, **ধর্মের ক্ষতি দর্শনে** যে বোগ্‌জ পয়দা হয় তাহা মজমুম নয়, **বরং মাহমুদ বা প্রশংসনীয়**। নিজের ক্ষতি দর্শনে অন্তরে যে বোগ্‌জ পয়দা হয় তাহা **দোষণীয়**।

বোগ্‌যের আলামত বা লক্ষণ

২০। প্রশ্ন ঃ- বোগ্‌যের আলামত কি?

উত্তর ঃ যাহার সাথে বোগ্‌য আসে তাঁহার সাথে মিলে মিশে থাকিতে দেলে চায় না।

বোগযের এলাজ বা চিকিৎসা

২১। প্রশ্ন ঃ- বোগ্‌যের এলাজ কি?

উত্তর ঃ যে সমস্ত ক্ষতি দর্শনে বোগ্‌য আসিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষতিকে পরীক্ষা ধারণা করা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

গযবের বিবরণ

কোরআন মজীদের ৪র্থ পারা, সূরা আল-ইমরানের ১৩৪ নম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন-

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ- যাহারা গোস্সাকে হজম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে (তাহারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয়।)

গযবের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

২২। প্রশ্ন ঃ- গযব কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- রাগ বা গোস্সা হওয়াকে গযব বলে। ইহা লেনফছিহী মাজমুম (নিন্দনীয়) কিন্তু লিঅজ্হিল্লাহ্ মাজমুম নয় বরং মাহমুদ (প্রশংসনীয়)

গযবের ছবব বা কারণ

২৩। প্রশ্ন ঃ- গযবের ছবব কি?

উত্তর ঃ নিজের বা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে গযব পয়দা হইয়া থাকে। নিজের ক্ষতি দর্শনে যে গযব পয়দা হয়, তাহা দুরীভূত করার নির্দেশ রহিয়াছে। কারণ উহা দোষণীয়। আর ধর্মের ক্ষতি দর্শনে যে গযব পয়দা হয়, তাহা দোষণীয় নহে বরং প্রশংসনীয়।

গযবের আলামত

২৪। প্রশ্ন ঃ- গযবের আলামত বা লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ অগ্নি মূর্তি ধারণ করা।

গযবের এলাজ বা চিকিৎসা

২৫। প্রশ্ন ঃ- গযবের এলাজ কি?

উত্তর ঃ যে ক্ষতি দর্শনে অন্তরে গযব পয়দা হইয়াছে উক্ত ক্ষতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পরীক্ষা ধারণা করা।

গযব সম্পর্কে এক মারাত্মক ভুল ধারণার অবসান

২৬। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা পীরে কামেল যিনি হইবেন তাঁহার রাগ থাকিতে পারে না। এই ধারণা ছহী কি না?

উত্তর ঃ এই ধারণা ছহী নহে। যেহেতু রাগ দুই প্রকার। নিজের ক্ষতি দর্শনে রাগ আসে এবং ধর্মের ক্ষতি দর্শনেও রাগ আসে।

ধর্মের ক্ষতি দর্শনে অন্তরে যে রাগ পয়দা হয় তাহা দোষণীয় নহে। আর নিজের ক্ষতি দর্শনে যে রাগ আসে তাহা স্বাভাবিক। তবে **রাগের বশীভূত হইয়া শরীয়তের সীমা অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করা দোষনীয় কাজ। এই দোষনীয় কাজে পতিত না হয় এই পরিমান রাগ দমন করিয়া রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। একেবারে রাগ ধংস করার অর্থ মনুষ্যত্ব ধ্বংস করা।**

আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা করা যায় সেই পরিমাণ রাগ অন্তরে পয়দা করা ওয়াজিব। এই পরিমাণ রাগ না থাকিলে **আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা** কোনটাই হইতে পারে না।

উপদেশের জন্য একটি উত্তম প্রবাদ রচিত আছে ঃ একটি অজগর সাপ এক সাধুর কাছে মানুষের ক্ষতি না করার অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইয়াছিল। যুবক ছেলেরা যখন জানিতে পারিল যে, এই সাপটি সাধুর মুরীদ হইয়াছে এইজন্য কোন মানুষকে আঘাত করিবে না। তাই তাঁহারা দুই বেলা উহার লেজ ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। ইহাতে অজগরটার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল এবং অজগরটা নেহায়েত দূর্বল হইয়া এমনকি মৃত্যুর কাছে উপস্থিত হইল। অতঃপর সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুরীদ তোমার এইরূপ অবস্থা কেন ? অজগর বলিল, আপনি যে রাগ দমনের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই উপদেশের ছববেই (কারনেই) এই অবস্থায় পতিত হইয়াছি। সাধু বলিল, বোকা মুরীদ! আমি মানুষের ক্ষতি করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তোমাকে কি রাগ প্রদর্শন করিয়া আত্মারক্ষা করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম ? তারপর দিবসে যুবক ছেলেরা যখন লেজ ধরিতে আরম্ভ করিল, অমনী অজগরটা ভীষণ ভাবে গর্জন করিয়া ফনা ধরিয়া যুবকদিগকে আক্রমণ করিল। অমনী যুবকরা দৌড়াইয়া পালাইল। অজগরের আত্মরক্ষা হইয়া গেল।

শরীয়তে যে ক্রোধ দমনের উপদেশ রহিয়াছে উহার সঠিক অর্থ বুঝিতে না পারিলে অজগরের অবস্থায় পতিত হইতে হইবে।

যাহারা ধার্মিক লোক, তাঁহারা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে রাগ না হইয়া পারে না। যে পীর ছাহেব ধর্মের ক্ষতি দর্শনে রাগান্বিত হয় না, তাঁহাকে পীর ধারণা করাই ভুল।

বর্ণিত রাগের মাছআলা সমাজে প্রচার না থাকায় সমাজ চাহে পীর ছাহেবদিগকে মাটির চাকা বানাইয়া রাখিতে। যে সমস্ত পীর ছাহেবরা তাছাওউফের ইল্‌মে অজ্ঞ তাহারা সমাজের কাছে দরবেশ সাজার জন্য উল্লিখিত অজগরের তরীকা অবলম্বন করিয়া মাটির চাকা সাজিয়াছে এবং **সমাজের আক্বাইদ নষ্ট করিয়াছে।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

গীবতের বিবরণ

কোরআন মজীদের ২৬ পারা সূরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন-

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ -

অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– তোমাদের ভিতরে যেন কেহ কাহারও গীবত না করে। তোমাদের কেহ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা পছন্দ করিবে? কখনও পছন্দ করিবে না।

৬ষ্ঠ পারা সূরা নিছার ১৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন-

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ -

মূল অর্থ ঃ– আল্লাহ তায়ালা মন্দকথা প্রকাশ-করাকে ভালবাসেন না; কিন্তু মজলূম ব্যক্তি যদি জালেমের দোষ (কর্তৃপক্ষ বা বিচারকের কাছে) প্রকাশ করে তবে এই ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েজ আছে।

গীবতের তিন মক্বছূদ ও উহার হুকুমের বর্ণনা

২৭। প্রশ্ন ঃ– গীবত করা কি?

উত্তর ঃ গীবত করা তিন মক্‌ছূদে হইয়া থাকে। যথা-

প্রথম - যাহার গীবত করা হয়, তাহাকে সমাজের কাছে হেয় ও ঘৃণীত সাজানোর জন্য।

দ্বিতীয় - যাহার গীবত করা হয়, তাঁহার ক্ষতি হইতে সমাজকে বাঁচানোর জন্য।

তৃতীয় - এনছাফ (ন্যায় বিচার) লওয়ার জন্য। প্রথম প্রকার নাজায়েয, শেষোক্ত দুই প্রকার জায়েয। (অর্থাৎ- শেষোক্ত দুই প্রকারের প্রথমটি ওয়াজিব পর্যায়ের জায়েয। আর দ্বিতীয়টি মোবাহ পর্যায়ের জায়েয।)

(উপরোক্ত বিবরণে ইসলামী আইনের ধারায়) পরিস্কার বুঝা গেল **গীবত** করা **হারাম**, গীবত করা **ওয়াজিব**, গীবত করা (মোবাহ পর্যায়ের) **জায়েয**।

গীবতের সংগা ও হুকুমের বর্ণনা

২৮। প্রশ্ন ঃ– গীবত কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ কাহারও অসাক্ষাতে তাঁহার আয়েব (দোষ) বর্ণনা করাকে গীবত বলে।

২৯। প্রশ্ন ঃ– কাহার গীবত করা হারাম?

উত্তর ঃ কাহাকেও সমাজের সামনে (অন্যায়ভাবে) হেয় ও ঘৃণিত সাজানোর জন্য গীবত করা হারাম।

৩০। প্রশ্ন ঃ– কাহাদের গীবত করা জায়েয?

উত্তর ঃ (১) এন্‌ছাফ লওয়ার উদ্দেশ্যে জালেমের গীবত করা জায়েয। (২) গুনাহ্‌গার ব্যক্তিকে হক পথে আনয়ন করার জন্য গীবত করা জায়েয।✪[১]

৩২। প্রশ্ন ঃ– কাহাদের গীবত করা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ নিম্নলিখিত ছয়জনের গীবত করা ওয়াজিব। যথা-

প্রথম - বিবাহের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে পাত্র-পাত্রীর গীবত করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় - বাণিজ্য সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যবসায়ীর গীবত করা ওয়াজিব।

তৃতীয় - নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে হামছায়ার (প্রতিবেশীর) গীবত করা ওয়াজিব।

চতুর্থ - গমরাহ্‌ আলেমের দ্বারা দেশ নষ্ট হওয়ার কারণে তাঁহার গীবত করা ওয়াজিব।

পঞ্চম - গমরাহ্‌ পীরের দ্বারা সমাজ নষ্ট হইলে তাঁহার গীবত করা ওয়াজিব।

ষষ্ঠ - রাবীর দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব।

গীবতের আছবাব বা কারণ সমূহের বিবরণ

৩২। প্রশ্ন ঃ– গীবতের ছবব কয়টি?

উত্তর ঃ গীবতের বহু ছবব (কারণ) আছে। এখানে মাত্র এগারটি লিখা হইল। আটটি সর্বসাধারণের জন্য আম। আর তিনটি দ্বীনদার লোকদের জন্য খাছ।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

✪১. "জায়েয" শব্দটির মর্ম সকলক্ষেত্রে শুধু 'মোবাহ' হয় না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে "জায়েয" শব্দের দ্বারা ওয়াজিবও মর্ম নেওয়া হয়। তাওজীহুল মোছাল্লাম কিতাবের ৯৩ পৃঃ লিখা আছে– پس جائز شامل ہو گا واجب مندوب . مباح سب کو অর্থাৎ– "অতএব "জায়েজ" শামেলকারী হইবে ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ্‌ সব কয়টিকে।

১। গযব বা গোস্বা- অর্থাৎ কাহারও উপর গোস্বা আসিলে তাঁহার গীবত করা আরম্ভ হয়।

২। দেখা দেখি- অর্থাৎ মজলীসের মধ্যে একজনে গীবত আরম্ভ করিলে তাহার সহিত হাঁ মিলাইয়া গীবত আরম্ভ করা হয়।

৩। পেশবন্দী- অর্থাৎ (সতর্কতামূলক অগ্রীম তদবীরের উদ্দেশ্যে) যেমন- একব্যক্তি মনে করিল যে, অমুক ব্যক্তি যখন আমার গীবত করিবে, তখন আমি প্রথমেই তাঁহার গীবত আরম্ভ করিয়া দেই। অতঃপর যদি সে আমার গীবত করে তবে শ্রোতারা শত্রুতামূলক ধারণা করিবে।

৪। নিজের আয়েব ঢাকার জন্য। যেমন- একব্যক্তি বলিল আমি যখন দোষের কাজ করিয়াছি তখন আমার সাথে অমুক অমুক ছিল।

৫। নিজের ফখর প্রকাশ করার জন্য। যেমন- একজনের আয়েব বর্ণনা করিয়া নিজের কামালত প্রকাশ করা। যেমন- এক ব্যক্তি বলিল যে, অমুক ব্যক্তি কি জানে?

৬। হাছাদ- অর্থাৎ- যখন দেখিতেছে এক ব্যক্তির ছানা-ছিফাত বর্ণনা হইতেছে তখন তাঁহার সম্মান লাঘবের উদ্দেশে তাঁহার কিছু আয়েব বর্ণনা করা।

৭। খেল-দেললাগী- অর্থাৎ কাহারও দোষ বর্ণনা করিয়া হাসি-ঠাট্টা করা।

৮। কাহাকেও হেয় করার জন্য।

উপরোল্লিখিত আট্‌টি সর্ব সাধারণের জন্য আম।

৯। কাহারও ধর্মীয় ত্রুটি দেখিয়া তায়াজ্জুব প্রকাশ করা। যেমন- এক ব্যক্তি বলিল, অমুক দ্বীনদার মানুষের দ্বারা এইরূপ মাছআলার ত্রুটি আমার কাছে তায়াজ্জুব লাগিতেছে।

১০। কাহারও খাতা-কছূর দেখিয়া দয়া প্রকাশ করা এবং গম করা যে, অমুকের উপর আমার দয়া লাগে এবং আফছুছ আসে।

১১। কাহারও ধর্মীয় ত্রুটি দেখিয়া গোস্বা প্রকাশ করা।

শেষোক্ত তিনটি ছবব দ্বীনদার ব্যক্তির জন্য খাছ।

৩৩। প্রশ্ন ঃ- গীবতের আলামত কি?

উত্তর ঃ পরের দোষ বা আয়েব বর্ণনা করিতে দেলে চাওয়া।

গীবতের এলাজ বা চিকিৎসার বর্ণনা

৩৪। প্রশ্ন ঃ- গীবতের এলাজ কি?

উত্তর ঃ যখন গীবত করা হয় তখন চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, উহা কোন্ গীবত? যদি **জায়েজ** বা **ওয়াজিব** গীবত হয় তবে শরীয়তের বিধানমতে করিতে থাকিবে। আর যদি **হারাম গীবত** হয় তবে উক্ত গীবত জিহ্বায় উচ্চারণ করিবে না এবং গীবত জিনা হইতেও মহাপাপ ধারণা করা ও হারাম গীবতের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা এবং রিয়াজাত করা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

হেরছের বিবরণ

হের্‌ছের সংজ্ঞা

৩৫। প্রশ্নঃ- হের্‌ছ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ লোভ-লালসাকে হের্‌ছ বলে। ইহা অবৈধ হইলে মাজমূম। যথা- হাদীস শরীফে আছে-

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِدَّةِ الْحِرْصِ-

অর্থাৎ- হযরত (দঃ) অবৈধ হের্‌ছ হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হের্‌ছের ছবব বা কারণ

৩৬। প্রশ্ন ঃ- হের্‌ছের ছবব কি?

উত্তর ঃ বড় হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা।

হের্‌ছের আলামত

৩৭। প্রশ্ন ঃ- হের্‌ছের আলামত কি?

উত্তর ঃ হালাল-হারামের তমিয (পার্থক্য) না করা।

হের্‌ছের এলাজ

৩৮। প্রশ্ন ঃ- হের্‌ছের এলাজ কি?

উত্তর ঃ হালালপেশা অবলম্বন করা এবং হারামপেশা ত্যাগ করা।

হের্‌ছ সম্বন্ধীয় এক চরম ভুল ধারণার অবসান

৩৯। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা, যে পীর ছাহেবরা টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা লোভী পীর; এই ধারণা কি রকম?

উত্তর ঃ কোন পীর ছাহেব (অর্থাৎ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি কামেল পীর মোর্শেদ) ওয়াজ করিয়া বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে লোভী পীর ধারণা করা ভুল।

যেহেতু ওয়াজ করিয়া ওজরত বাবদ টাকা লওয়াও জায়েজ, হাদিয়া বাবদও জায়েজ। আর ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়াও জায়েয। যাহারা পরহেযগারী প্রকাশ করার জন্য ওজরত- হাদীয়া কিছুই গ্রহণ করে না তাঁহারা রিয়াকার দরবেশ।✪১

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থান্‌ভী (রঃ) ছাহেবের আদাবুত্তরক কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠার বরাত দিয়া তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খন্ডের ৩৫নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে- "হাদিয়া গ্রহণকারী কামেল পীর থেকে মুরীদগণ অত্যধিক ফয়েজ (উপকার) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহার দিকে লোকের ঝোক বা আগ্রহ খুব বেশী বিদ্যমান থাকে।

উহার কারণ এই যে, হাদিয়া প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই একে অন্যের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হাদীছেও আছে এবং পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুত পীর ও মুরীদের মধ্যে এইরূপ যোগসুত্র স্থাপন হওয়াই ফায়েজের মূল কারণ।

যদ্যপী বাহ্যদৃষ্টিতে হাদিয়া গ্রহণকারী পীরের মধ্যে হের্‌ছ আছে ও তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ কম হইবে বলিয়া ধারণা হয়, কিন্তু উক্তরূপ ধারণা একেবারে গলত ও ভিত্তিহীন। কেননা উহাকে হের্‌ছ বলা হয় না।"

তবে যে সমস্ত আলেম ও পীর মোর্শেদগণ দ্বীন শিক্ষা দিয়া ও ওয়াজ নছীহত করিয়া হাদিয়া বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে এবং নিয়্যত ছহী থাকিতে হইবে। দ্বীন শিক্ষা দান ও প্রচার কার্যে যাহাতে কায়েম থাকিতে পারেন এবং দ্বীনের খেদমত সঠিক ভাবে করিতে পারেন, আর এই অছিলায় পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার ও ছওয়াব অর্জন হইবে, এই পর্যায়ের অন্তরে অবশ্যই ছহী নিয়্যাত ও এখলাছ থাকিতে হইবে।

হাদিয়া বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিলে দ্বীনের খেদমতে কায়েম থাকা আর্থিক সংকটের কারণে সম্ভব হইবে না। এই মহা অসুবিধার থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া নিজেকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান ও দ্বীন প্রচার গং কাজে নিযুক্ত রাখা ও দ্বীনের খেদমাত করা, এইরূপ ছহী নিয়তে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকাও হাদিয়া বা ওজরত হিসাবে গ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহে জায়েয। বিশ্ব নবী করীম (ছঃ) লক্ষ লক্ষ টাকা-মাল হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু কিতাবী শর্ত বা যোগ্যতা অর্জন না করিয়া যদি কেহ পীর-আলেম সাজে অথবা এখলাছের সহিত দ্বীনের খেদমত করার উদ্দেশ্য না থাকে বরং বিপরীত ভাবে শুধু দুনিয়া অর্জন করাই অন্তরের নিয়ত থাকে তাঁহা হইলে এ অবস্থায় আলেম, পীর বা বক্তা সাজিয়া মানুষের থেকে মাল তালাশ ও গ্রহণ করিলে তাহা জাহান্নামের উছিলা হইবে। কাজেই এইরূপ অবস্থায় খালেছ তাওবা করা মহাজরুরী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

কেয্‌বের বিবরণ

৪০। প্রশ্ন ঃ– কেয্‌ব কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ মিথ্যা কথাকে কেয্‌ব বলে।

৪১। প্রশ্ন ঃ– কেয্‌ব কি রকম গুনাহ্‌?

উত্তর ঃ কেয্‌ব কবিরা গুনাহ্‌। কোরআন মজীদের তৃতীয় পারা সূরা আল-ইমরানের ৬১নং আয়াতে আছে–

لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

অর্থাৎ– মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার লা'নত।

৪২। প্রশ্ন ঃ– মিথ্যা কথা বলা কি?

উত্তর ঃ মিথ্যা কথার দ্বারা মানুষের **ক্ষতি হয়** আবার মিথ্যা কথার দ্বারা মানুষের **উপকার** ও সাধিত হয়। যে মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষের **ক্ষতি করা হয়, উহা হারাম**। আর যে মিথ্যা কথার দ্বারা মানুষের **উপকার হয়, উহা হারাম নহে বরং জায়েয বা ওয়াজিব**।

মিথ্যা কথা **দ্বারা ক্ষতি** হয় যেমন, এক ব্যক্তি খুন করে নাই তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া হইল যে খুন করিয়াছে। এই মিথ্যার দ্বারা একজন নির্দোষ মানুষের প্রাণ **নষ্ট হইয়া** গেল।

এক ব্যক্তি টাকা কর্জ নিয়া বলিল, আমি টাকা নেই নাই। ঘটনার সাক্ষীরা কর্জদাতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল, সত্যই নেয় নাই। এক্ষণে মহাজনের **মালের ক্ষতি হইয়া গেল। এইরূপ যে সমস্ত মিথ্যা কথাতে মানুষের ক্ষতি করা হয় উহা হারাম।**

মিথ্যা কথার দ্বারা মানুষের উপকার হয়। যেমন– একব্যক্তিকে নাহকভাবে (অন্যায়ভাবে) কতল করার জন্য দৌড়াইয়া নিতেছে। ঐব্যক্তি দৌড়াইয়া একব্যক্তির ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। এখন ঘরের মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐব্যক্তি ঘরে আছে কি না? তখন উক্ত মালিক ব্যক্তি সেই নির্দোষ ব্যক্তির **জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলিল। এই মিথ্যা কথা হারাম নহে বরং ওয়াজিব।**

দুই দল মুছলমানের ঝগড়া মিটাইয়া দেওয়ার জন্য (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে) মিথ্যা কথা বলা হারাম নহে, বরং জায়েয। মোটকথা, যে নেক মকছূদের জন্য মিথ্যা কথা বলা হইতেছে **সেই নেক মকছূদ** হাছিল করা **যদি ওয়াজিব** হয়, তবে মিথ্যা কথা বলা **ওয়াজিব**। আর **যদি মোবাহ্‌ হয়,** তবে **মিথ্যা** কথা **মোবাহ্‌**। যেমন– মিথ্যা কথা বলিয়া বিবির মন সন্তুষ্ট রাখা।

কিতাবে আছে– اَلْكِذْبُ كُلُّهُ اِثْمٌ اِلَّا مَا نَفَعَ بِهِ مُسْلِمًا اَوْ رَفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا। অর্থাৎ– মিথ্যা কথা সবই গুনাহ্। তবে যে মিথ্যা কথা দ্বারা মুছলমানের ফায়দা হাছিল হয় বা কোন মুছলমানকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করা যায় উহা হারাম নহে।

৪৩। প্রশ্ন ঃ– কেয্‌বের ছবব কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা।

৪৪। প্রশ্ন ঃ– কেয্‌বের আলামত কি?

উত্তর ঃ যে মিথ্যা কথা বলা হারাম তাঁহা বলিতে অন্তরে ভয় না হওয়া।

৪৫। প্রশ্ন ঃ– মিথ্যার এলাজ কি?

উত্তর ঃ যাহার মিথ্যার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাঁহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমি যে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকের অনিষ্ট করিতেছি, হাশরের মাঠে উক্ত ক্ষতির বিনিময়ে আমার নেকরাশি শেষ হইয়া যাইবে। অবশেষে আমার মিথ্যার ছববে (কারনে) দোযখ ভোগ করিতে হইবে। ইহা হইল ইল্‌মী এলাজ।

আর আমলী এলাজ হইল, যে মিথ্যা কথা বলা হইতেছে, তাহা হারাম না ওয়াজিব? না মোবাহ্? তাহা ঠিক করিতে হইবে। যদি হারাম হয়, তবে উক্ত মিথ্যা বর্জন করিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ রিয়াযত করিতে থাকিলে মিথ্যার অভ্যাস কমিয়া যাইবে।

মিথ্যা কথা সম্পর্কে বিশেষ প্রশ্ন ও তার জওয়াব

৪৬। প্রশ্ন ঃ কতক ছুফীদের ধারণা, তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে রাজী না- যদিও জান হালাক হইয়া যায়। এই ধারণা কি রকম?

উত্তর ঃ যে ছুফীরা মিথ্যা কথা বলিতে জান হালাকের ভয়েতেও রাযী না, তাঁহারা জাহেল ছুফী। তাহারা নফ্‌ছ পুরস্তীতে (অন্তরজাত কু-রিপুর দাসত্বে) মশগুল। তাঁহারা শরীয়তের মাছয়ালার ধার ধারে না। এদের কথায় কর্ণপাত করা উচিৎ নহে।

তিরমিজী শরীফের হাদীছে আছে– হযরত (ছঃ) তিন ব্যক্তিকে তিন অবস্থায় মিথ্যা বলিতে এজাযত দান করিয়াছেন। প্রথম- দুই দলের ঝগড়া মীমাংসার জন্য। দ্বিতীয়- লড়াইর ময়দানে গাজীদের জন্য। তৃতীয়- বিবির মন সন্তুষ্ট রাখার জন্য।

৪৭। প্রশ্নঃ মকদ্দমায় জয়লাভের জন্য মিথ্যা কথা বলা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ যেই মিথ্যা কথাতে কোন মানুষের জান, মাল বা সম্মানের ক্ষতি করা হয় উক্ত মিথ্যা ছাফ হারাম। তবে যে মিথ্যা কথায় নিজের জান, মাল বা সম্মান রক্ষা হয় এবং অপরের কোন ক্ষতি করা না হয়, ঐ রকম মিথ্যা কথা বলা জায়েয।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

বোখ্‌লের বিবরণ

বোখ্‌লের সংজ্ঞা

৪৮। প্রশ্নঃ বোখ্‌ল কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ শরীয়তে মাল খরচ করার যে ব্যবস্থা আছে তদনুযায়ী খরচ করিতে দেলে চায় না এই হালতটির নাম বোখল।✪[১]

বোখল বা কৃপণতা কোন পর্যায়ের গুনাহ? এবং বখিলী করিলে তার পরিণাম ফল কি হইবে? ইত্যাদি বর্ণনা

৪৯। প্রশ্ন ঃ বোখ্‌ল কি রকম গুনাহ্ এবং ইহার পরিণাম ফল কি?

উত্তর ঃ বোখ্‌ল কবিরা গুনাহ্।

দেলের ভিতরে যে সমস্ত বিমার আছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কঠিন বিমান (রোগ) হইয়াছে বোখ্‌ল। এই বোখ্‌লের (কৃপণতার) ছববে মানুষের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে।

কোরআন মজীদের ৪র্থ পারা সূরা আলইমরানের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করিয়াছেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔

অর্থাৎ– যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জিনিস আল্লাহ্ তা'লার বিধান মত খরচ করে না, তাঁহারা যেন ধারণা না করে উহা তাদের জন্য কল্যাণজনক বরং উহা তাহাদের জন্য ক্ষতিজনক। কেয়ামতের দিবসে উক্ত মাল যাহা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা হয় নাই, তাহা তাঁহাদের জন্য গলার তৌক হইবে।

-ঃ উপকারী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

১. অর্থাৎ– আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার ও কায়েমের জন্য, অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব দূর করার জন্য, নিজের ও স্ত্রী-কন্যা, মা-বাবা গংদের ভরণ পোষণ ও ধর্মীয় ফরজ-ওয়াজিব শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির জন্য এবং মনুষ্যত্ব ও ভদ্রতার খাতিরে যাহা দান করা উচিত তাঁহা দান করিতে কুণ্ঠিত হওয়া বা দেলে চায়না ইহাকে "বোখ্‌ল" রিপু বলে। (তাছাওউফ শিক্ষা প্রথম খণ্ড হইতে সংগৃহীত।)

কোরআন মজীদের ১০ম পারা সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ - هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

মূল অর্থ ঃ- এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করিয়া রাখে আর উহা আল্লাহ্র বিধান মতে খরচ করে না, হে মোহাম্মদ (সঃ)! তুমি তাহাদিগকে সংবাদ শুনাইয়া দাও যে, তাঁহাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে। কেয়ামতের দিবসে উক্ত মাল জাহান্নামের অগ্নিতে গরম করা হইবে অতঃপর পেশানিতে, (কপালে) পার্শ্ব দেশে ও পৃষ্ঠ দেশে দাগ দেওয়া হইবে। আর বলা হইবে, ইহা তাঁহাই যাহা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় তোমরা বখিলী করিয়া নিজেদের জন্য জমা রখিয়াছিলে। অতএব, মাল আল্লাহ্র বিধান মতে খরচ না করার অপরাধের জন্য অদ্য দিবসে উক্ত মালের মজা ভোগ কর।

হাদীছে আছে- যে সমস্ত মেয়েলোকেরা যেওর পরিধান করিবে অথচ যাকাত আদায় করিবেনা। তাঁহাদের উক্ত যেওর সর্পে পরিণত হইয়া তাঁহাদের গলদেশে পেচঁ দিয়া তাঁহাদের সামনে ফণা ধরিয়া বলিবে, আমাকে চিন কি? আমি তোমার যেওর। তুমি যাকাত আদায় কর নাই এই জন্য তোমাকে দংশন করিতে আসিয়াছি।

উপরোল্লিখিত আয়াতে কোরআন ও হাদীছ হইতে পরিস্কার বুঝা গেল, বোখ্লের ছববে হাশরের মাঠে ও দোযখে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

হাদীছের মর্মে একজন শায়ের বলিয়াছেন-

بخیل اربود زاهدو بحروبر - بهشتی نباشد بحکم خبر

বখীল আর বুয়দ যা-হেদো বাহ্রো বার
বেহেশ্তী নাবাশাদ বাহুকমে খবর।

অর্থাৎ- বখীল যদি জল ও স্থলে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে দরবেশ বলিয়া মশহুরও হয়, তবুও তাঁহার জন্য হিসাবান্তে বেহেশ্তের খবর নাই।

হাদীছে আছে-প্রত্যেহ দুইজন ফেরেশ্‌তা আছমান হইতে যমীনে অবতীর্ণ হয়। অতপর তাহাদের একজনে বলে। হে আল্লাহ্ তা'আলা! তোমার প্রদত্ত মাল যে ব্যক্তি তোমার বিধান মত খরচ করিতেছে, তুমি তাঁহার মালরাশি বৃদ্ধি করিয়া দাও। অপর ফেরেশ্‌তা বলে, হে আল্লাহ্ তা'আলা, যে ব্যক্তি তোমার প্রদত্ত মাল তোমার শরীয়তের বিধান মত খরচ করে না, হে আল্লাহ্ তা'আলা তুমি তাঁহার মাল ধ্বংস করিয়া দাও। সঙ্গী ফেরেশ্‌তারা বলে, হে আল্লাহ্ তা'আলা,তুমি এই দোআ কবূল কর। এই হাদীছে পরিস্কার বুঝা যায়, ছখীর মাল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, আর বখীলের মাল ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মারাত্মক বিধ্বংশী বখিলী রিপু ও বর্তমান সমাজ

৫০। প্রশ্নঃ- এই দেশে কতক লোক আছে, তাঁহারা ধনী লোক। তাঁহারা পিতা-মাতার নামে বড় রকমের যেয়াফত খাওয়াইয়া থাকে। আর কতক গরীব আছে, তাঁহারা ধার কর্জ করিয়া বা জমি বিক্রি করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া যেয়াফত খাওয়াইয়া থাকে ইহারাও কি বখীল?

উত্তর ঃ বখিলী দূর করিতে শরীয়তের বিধান মত টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই দেশের লোকেরা যেভাবে যেয়াফত খাওয়াইতেছ তাঁহা শরীয়তের বিধান মতে নহে। যেহেতু পিতা-মাতার নামে যেয়াফত খাওয়ান নফল কাজ, আর পিতা-মাতার দেনা আদায় করা ফরজ কাজ। আর নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার বর্গের খোর-পোষ, ঘর-দ্বার পায়খানা-প্রশ্রাবখানা এবং শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির খরচ বহন করা ফরয।

এক্ষণে, উপরে উল্লিখিত ফরয কাজের কোনটা না করিয়া একটি নফল কাজের জন্য অসংখ্য টাকা ব্যয় করা শরীয়তের বিধান নহে। ইহা একমাত্র হিন্দুয়ানী প্রথা।

এই দেশে বহু হিন্দু লোক আছে, যাহারা সমস্ত জীবন সুদ, ঘুষ, পরের হক নষ্ট ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকে। ওয়ারিশেরা ঐ সব দেনা এবং পরের হক আদায় না করিয়া একটি যেয়াফত খাওয়াইয়া থাকে। এই হিন্দুদের কু-প্রথাই মুছলমানরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে বোখল রিপুর গায় বাতাসও লাগে না।

আমাদের বিশ্ব-নবীর নামে এইরূপ যেয়াফত খাওয়ানো হয় নাই। পৃথিবীর অন্যত্র মুছলিম রাজ্যে এইরূপ যেয়াফত খাওয়ানোর প্রথার প্রচলন আছে বলে জানা যায় না।

এই প্রথা শুধু বাংলাদেশের হিন্দু-প্রিয় মুছলমানদের মধ্যেই দেখা যায়। মোটকথা এদেশের যেয়াফত হইল একটি কু-প্রথা। ইহা একমাত্র নফ্‌ছের তাড়নায় হইয়া থাকে। ইহাতে কোটি টাকা ব্যয় হইলেও বখীলী খাতা হইতে নাম কাটা যাইবে না।

আক্ষেপ! এই টাকাগুলি যদি বাড়ীতে শরায়ী পর্দা করার জন্য, ছেলে-মেয়ের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যয় করা হইত, তাঁহা হইলে সমাজের বহু কল্যাণ হইত। পিতা-মাতার দেনা আদায় করার জন্য ব্যয় করিলেও তাঁহাদের একটা মুক্তির যোগাড় হইয়া যাইত।

আর যেয়াফত খাওয়ানোর বেশী নেশা থাকিলে উক্ত যেয়াফতের টাকাগুলি দ্বারা অভাবের মওছুমে যখন গরীবেরা ভাতে কাপড়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, তখন তাহাদিগকে চাউল, বা কাপড় দান করিলেও বখীল খাতা হইতে কিছু রেহাই পাওয়া যাইত।

দ্বীনি ইল্‌মের মাদ্রাসায় পড়ে এরূপ একজন (খাঁটি) তালেবুল ইল্‌মকে জায়গীর খাওয়াইলেও বৎসরে ৭৩০ জন লোকের যেয়াফত খাওয়ান হইয়া যায়। ইহাতে তালেবে ইল্‌মরা সমস্ত বৎসরে যাহা কিছু পড়াশুনা করে তাহার নেকী মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছিয়া যাইতে পারে।

এদেশের যেয়াফতে হাজার হাজার মানুষ হইলেও নামায পড়া মানুষ খুব কমই হইয়া থাকে। আছরের নামাযের সময় দেখা যায়, মাত্র কয়েক জন লোকে নামায পড়িয়া থাকে। বাকী দরবেশরা খাওয়ার তালেই থাকে। মাগরিবের সময় দেখা যায় শুধু পুঁটুলা হাতে বাড়ীর দিকে দৌড়াইতেছে। ইহা ছাড়া বাড়ীতে বে-পর্দা মেয়ে লোকদের যে ভীড় থাকে, আর যুবকদের যে অবাধ ভ্রমণ তাহাতে কি বাড়ীতে ফেরেশ্‌তা থাকে? এহেন জেয়াফতে টাকা ব্যয় করিলে পাপের বোঝা ভারী হওয়া ছাড়া আর কি হইতে পারে?

বোখল রিপু অন্তরে সৃষ্টি হওয়ার কারণ

৫১। প্রশ্ন ঃ বোখ্‌লের ছবব কি?

উত্তর ঃ মুহাব্বতে মাল এবং মালের হাকীকত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার দরুনই বোখ্‌ল পয়দা হইয়া থাকে।

মালের হাকীকত হইল আল্লাহ্‌ তা'আলা মাল দান করিয়াছেন মানুষের দেহ এবং আত্মার ইহকাল ও পরকালের শান্তির জন্য। খোরাক, পোষাক, ঘরবাড়ী ইত্যাদিতে যাহা খরচ করা হয় তাহাতে এই জগতের শান্তি লাভ হয়। আর হজ্ব, যাকাত, কোরবানী এবং ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষা ইত্যাদির জন্য যাহা খরচ করা হয়, তাহাতে পরজগতের শান্তি লাভ হয়। যেমন- একজন পারস্য কবি লিখিয়াছেন-

مال از بهر اسا ئش عمرست - نه عمر از بهر گرد کردن مال

মাল আয বাহ্‌রে আছায়েশে ওমোরাস্ত
নাহ্‌ ওমোর আজ বাহ্‌রে গেরদে কারদানে মাল।

অর্থাৎ– মানুষের ইহজগত এবং পরজগতের আরামের জন্য মাল দান করা হইয়াছে।

কিন্তু মানুষকে মাল জমা করার জন্য পয়দা করা হয় নাই।

বর্তমান যামানার কতক ধনী শ্রেণীর লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন তাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করিয়াছেন, শুধু মাল জমা করার জন্য। এই শ্রেণীর ধনীরা কোটিপতি হওয়ার পরও ব্ল্যাক মার্কেটের নিশা ছাড়িতে পারিতেছে না।

ইহাদের কতকে মতলব উদ্ধারের জন্য দানবীর সাজিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের দানের কোন মূল্য নাই। অর্থাৎ মতলবী দান শুধু সুযশঃ, সুনামের জন্য বা **মতলব সিদ্ধির জন্য**।

যেখানে সুনামের আশা নাই বা **মতলব হাছিলের কোন কারণ নাই**, সেখানে একটি পয়সাও দান করিতে রাযী না।

বোখলের আলামাত

৫২। প্রশ্নঃ বোখলের আলামত কি এবং বখীল কাহারা?

উত্তর ঃ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মাল খরচ না করাই বোখ্লের আলামত। আর বখীল **বহু প্রকার** আছে। তবে এখানে কয়েক প্রকার লিখা গেল। শরীয়তে মাল খরচ করার **তিনটি ধারা আছে** (সাংসারিক) **জরুরী খরচ, অভাব মোচনের খরচ, ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ**।

সাংসারিক জরুরী খরচ। যেমন– স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবারবর্গের খোরপোষ, ঘরবাড়ী, পুকুর বা পানি, পায়খানার টাট্টি ইত্যাদির জন্য রীতিমত খরচ করে না, **তাঁহারা বখীল**।

অভাব মোচনের খরচ। যেমন- যাকাত, ছদকায়ে ফেতরা, কোরবানীর (চামড়া বিক্রির মুল্য গরীব-দুঃখীদেরকে দান করা) ইত্যাদিতে রীতিমত খরচ করে না, **তাঁহারা বখীল**।

ধর্মীয় খরচ। যেমন- **ফিক্বাহ্ শাস্ত্র** শিক্ষার জন্য **জাহেরী মাদ্রাসায়, তাছাওউফ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তাছাওউফের মাদ্রাসা**, ✪ কোরআন প্রচারের জন্য **ওয়াজের মাহফিলে** রীতিমত খরচ করে না, **তাহারা বখীল**। ✪ যাহারা **আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিছকীন, প্রতিবেশী, মোছাফেরদের হক** রীতিমত আদায় করে না **তাঁহারা বখীল**। ✪ **মনুষ্যত্ব বা ভদ্রতার খাতীরে যাহা খরচ করা দরকার** তাঁহা যাহারা রীতিমত খরচ করে না, তাঁহারা **বখীল**। **মোট কথা শরীয়তে মাল খরচ করার যে সমস্ত বিধান রহিয়াছে উক্ত বিধান মতে যাহারা খরচ করে না তাঁহারা বখীল**।

বোখল রিপু দূর করার এলাজ

৫৩। প্রশ্ন ঃ– বোখল রিপু দূর করার এলাজ কি?

উত্তর ঃ বোখল রিপু দূরীভুত করিতে চাহিলে প্রথমত ঃ দেশপ্রথা ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেশের সুনাম অর্জন বা দুর্নামের ভয় অন্তর হইতে দূরীভূত করিতে হইবে।

জীবনের অর্জিত ধনরাশি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য শরীয়াতের বিধান মত খরচ করিতে হইবে।

হজ্ব, যাকাত, কোরবাণী, ছাদকায়ে ফেত্‌র ইত্যাদি কাজে **শরীয়তের বিধান অনুযায়ী** খরচ করিতে হইবে।

ফিক্বাহ্‌র ইল্‌ম শিক্ষার জন্য **ফিক্বাহ্‌র মাদ্রাসায়, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য তাছাওউফের মাদ্রাসায়, কোরআন প্রচারের জন্য ওয়াজের মাহফিলে** শক্তি পরিমাণ খরচ করিতে হইবে। (অর্থাৎ– কিতাবি শর্তবিশিষ্ট কোরআন প্রচারক হাদিকে তাবলীগে হুকমী হিসেবে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।)

(ধর্মের উপরে আক্রমণ আসিলে, সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও সাধ্যমতে মাল খরচ করিতে হইবে।)

পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, হামছায়া, ইয়াতিম, মিছকীন মোছাফিরঁদের হক রীতিমত আদায় করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী খরচ করিতে হইবে।

দেশের **অভাব মোচনের জন্য** অভাবের সময়, ক্ষুধার্ত লোকের ক্ষুধা নিবারণের জন্য শক্তি পরিমাণ টাকা খরচ করিতে হইবে।

সহধর্মিনী **বিবি ছাহেবার মোহরের টাকা, খোরাক-পোষাক** ইত্যাদিতে রীতিমত খরচ করিতে হইবে।

নিজের **জাহেরী-বাতেনী শিক্ষার** জন্য রীতিমত খরচ করিতে হইবে। অবশ্য এইরূপ শরীয়তের বিধান মত পূর্ণভাবে খরচ করিতে দেলে চাহিবে না। **যদিও দেলে না চায় তবুও দেলের সংঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রীতিমত খরচ করিয়া যাইতে হইবে। আশা করা যায় এইরূপ খরচ করিতে করিতে বোখ্‌ল রিপু দূরীভূত হইয়া যাইবে।**

এক মহা ভুলধারণার অবসান

৫৪। প্রশ্নঃ– কতকের ধারণা নফী-এছবাতের জিকির দ্বারা অন্তরের কু-রিপু দুরীভূত হইয়া যাইবে, এই ধারণা ছহী কিনা?

উত্তর ঃ এই ধারণা ছহীহ্ নহে। নফী-এছবাতের নফল জিকির দ্বারা অন্তরের একটি রিপুও দূর হয় না। যাহারা দূর হওয়ার ধরণা রাখে তাঁহারা ইল্‌মে তাছাওউফে অজ্ঞ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

মালী বন্দেগী

আল্লাহ্‌র বিধানমতে তিনধারায় মাল ব্যয় করিতে হয়

(১) সাংসারিক জরুরী কাজে মাল খরচ করা

১নং খোরাক, পোষাক, ঘর, পর্দা ইত্যাদি।
২নং দ্বীন শিক্ষার জন্য শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি কাজে।

(২) ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচ করা

(৩) মানুষের অভাব দূর করার জন্য মাল খরচ করা

১। যাকাত ২। ফিত্‌রাহ
৩। কোরবানীর চামড়ার মূল্য ইত্যাদি।

(১) **প্রচার বিভাগ**
(পৃথিবীর সর্বত্র) কোরআন প্রচার ইত্যাদি

(২) **তাছাওউফ বিভাগ**
কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি পীরানা দরবার

(৩) **ফিক্বাহ বিভাগ**
নামাজ, রোজা, গং ইবাদাত এবং মোয়ামালাতের শিক্ষা

১। রোজগার ফান্ড **২। ফসল ফান্ড**
৩। মুষ্টি ফান্ড **৪। ওয়াক্‌ফ ফান্ড**
৫। জিহাদ (কলম বা বাকযুদ্ধ) ফান্ড

(১) ফোকারা (২) মাছাকীন (৩) আ'মেলীন (৪) নওমুছলিম (৫) গোলাম আজাদ কার্য্যে (৬) কর্জ পরিশোধে (৭) আল্লাহ তা'আলার পথে (৮) বিদেশী মুছাফির। এই আট দল লোককে যাকাত গং গরীব ফান্ডের মাল দেওয়া যাইতে পারে। প্রমাণে ছুরায়ে তাওবার ৬০ নং আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

রিয়ার বিবরণ

৫৫। প্রশ্নঃ– রিয়া কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ সমাজের সুনামের আশায় বা দুর্নামের ভয়ে যেই সমস্ত নেক কাজ করা হয়, তাহাকে রিয়া বলে।

৫৬। প্রশ্নঃ রিয়া কি রকম গুনাহ্?

উত্তর ঃ রিয়া কবিরা গুনাহ্। যথা- শামী কিতাবের ১ম খন্ডে লিখা আছে-

وَعِلْمِ الرِّيَاءِ لِاَنَّ الْعَابِدَ مُحْرُوْمٌ مِّنْ ثَوَابِ عَمَلِهِ بِالرِّيَاءِ

অর্থৎ– রিয়ার ইল্ম শিক্ষা করা ফরয। যেহেতু যেই আবেদের মধ্যে রিয়া থাকিবে, সে রিয়ার ছববে আমলের ছওয়াব হইতে মাহরূম (বঞ্চিত) থাকিবে।

৫৭। প্রশ্নঃ রিয়ার ছবব বা কারণ কি?

উত্তর ঃ লোকের কাছে সম্মানী হওয়ার আকাঙ্খা।

৫৮। প্রশ্নঃ রিয়ার আলামত কি?

উত্তর ঃ সমাজের মধ্যে থাকা অবস্থায় সুন্দর করিয়া ইবাদাত করা, নির্জনে গাফলতী করা।

৫৯। প্রশ্নঃ রিয়ার এলাজ কি?

উত্তর ঃ সবসময় ঠিকভাবে ইবাদাত করা।

প্রকাশ থাকে যে, দেলের মধ্যে যত বিমার আছে তম্মধ্যে রিয়াও একটি বড় রকমের কঠিন বিমার। এই বিমারের কারণে আবেদের সমস্ত ইবাদাত-বন্দেগী বরবাদ হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

গুরুরের বিবরণ

৬০। প্রশ্নঃ গুরুর কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ- অন্তরের ভুল ধারণার নাম গুরুর বা মোগালাতা। যখন শয়তান মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত রাখিতে পারে না, তখন মানুষকে কোন এক নেক কাজে মশগুল রাখিয়া ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, এই নেক কাজেই তাহার মুক্তির যোগাড় হইয়া যাইবে। ইহাকে গুরুর বলে। এই গুরুরের বিস্তারিত মাছআলা এজহারে হক কিতাবের **১ম খন্ড হইতে ৭ম খন্ড** পর্যন্ত লিখা আছে।✪১

-ঃ উপকারী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. গুরুর বা মোগালাতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতঃ উহা থেকে বাঁচিয়া থাকার জন্য এজহারে হক ১ম খন্ড হইতে ৭ম খন্ড পর্যন্ত ৭ খানা কিতাব পাঠ করা এবং মোহাক্কেক আলেমের নিকট থেকে কিতাব গুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল রকম বুঝিয়া লওয়া শিক্ষার্থীগণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তবে এখানে সংক্ষেপে গুরুরের মাছয়ালা লিখা হইল। যথা-

গুরুরের আছবাব বা কারণ ঃ ১। সঠিক পথ ও পূর্ণাংগ দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ২। সত্য পথের সন্ধান না করা, ৩। কিতাবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিয়া বরং তৎপরিবর্তে নিজ নিজ গমরাহ নেতা বা নাকেছ পীর, আলেম গংদের প্রতি সীমাতিরিক্ত বিশ্বাস ভক্তি থাকা, ৪। খাহেশে নফ্ছানীর তাবেদারী করা। ৫। জ্বিন ও মানব শয়তানের ধোকায় পতিত হওয়া।

গুরুরের লক্ষণ ঃ ১। ভুল মাছ্য়ালাকে সত্য মনে করা এবং গমরাহ ও নাকেছ পীর, নাকেছ আলেমদের অনুসারী হওয়া। ২। ধর্মীয় মূল বিষয় বাদ দিয়া শাখা বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া। ৩। ইবাদত ও গ্রহণযোগ্য নয় এরূপ বিষয়কে ইবাদত ও গ্রহণযোগ্য ধারণা করতঃ উহাতে লিপ্ত হওয়া। ৪। দলীল ভিত্তিক সত্য আহব্বানে সাড়া না দেওয়া ও বিপরীত নীতিতে বিশ্বাসী ভিন্ন ভিন্ন বহু দল থাকা।

গুরুরের এলাজ ঃ ১। সত্য হাদীগণ ভুলে পতিত গাফেল লোকদেরকে দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান প্রদান করিবে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে কিতাবী ধারায় বাহাছের ব্যবস্থা করা হইলে সমাজ থেকে গুরুর দূরীভূত হইবে। ২। সত্য পথ চিনা ও দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। ৩। সত্যবাদীর ওয়াজ শুনা ও সংগ লাভ করা। ৪। কিতাবের প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনয়ন করা ও পরজগতে কার্যসমূহের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং ৫। খাহেশে নফছানীর তাবেদারী না করা।

কোরআন মজীদের ২২ পারা সূরা ফাতেরের ৬ নং আয়াতের আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন-

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا -

অর্থ- পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে, আর শয়তান যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে গুরুরের মধ্যে না ফেলে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু হিসাবেই জান।

মুনজিয়াত খণ্ড

পরিত্রাণকারী মহৎগুণাবলী সম্পর্কীয় ইল্‌ম (সৎস্বভাব অর্জন)

মৌলিকভাবে ১০ প্রকার ঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

* نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শরীয়ত বা ইছলাম ধর্ম

মুন্‌জিয়াত খন্ড

তাওবার বিবরণ

৬১। প্রশ্নঃ– তাওবা কাহাকে বলে? এবং তাওবা করা কি?

উত্তর ঃ জাহেরী এবং বাতেনী গুনাহ্ হইতে ফিরিয়া থাকার নাম তাওবা।

প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উপর তাওবা করা ফরয। কোরআন মজিদের ২৮ পারা, সূরা তাহ্‌রীমের ৮নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۔ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۔

অর্থাৎ- যখন ঈমানদার ব্যক্তিরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ্ বলিতেছেন- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে খাঁটিভাবে তাওবা কর। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহ্‌রাশি মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল করিয়া দিবেন। এরূপ বেহেশ্‌ত ভবন যাহার তলদেশ দিয়া নহর জারি আছে।

গুনাহের প্রকারভেদ ও প্রতিকারের বর্ণনা

৬২। প্রশ্নঃ– গুনাহ্ কত প্রকার? এবং কি প্রতিকার আছে?

উত্তর ঃ গুনাহ্ তিন প্রকার?

প্রথম- **শির্‌ক গুনাহ্**। তাওবা করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়- **হক্কুল্লাহ**। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক-হুকূক সম্বন্ধীয় বিধান লংঘন করার গুনাহ্।) কাজা-কাফ্‌ফারা থাকিলে আদায় করিতে হইবে। আর না থাকিলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

তৃতীয়- হক্কুল ইবাদ। (অর্থাৎ বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ্।) হকদারকে তাহার প্রাপ্য দিয়া দিতে হইবে। আর হকদার মরিয়া গেলে ওয়ারিশদিগকে আদায় করিয়া দিতে হইবে।

৬৩। প্রশ্নঃ– সীমা অতিক্রম করিয়া গুনাহ্ করিলে নিরাশ হওয়া কি?

উত্তর ঃ সীমা অতিক্রম করিয়া গুনাহ্ করিলেও নিরাশ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন। যথা- কোরআন মজীদের ২৪ পারা, সূরাহ্ জুমারের ৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন-

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

মূল অর্থ ঃ– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- হে মুহাম্মদ (ছঃ)! তুমি বলিয়া দাও, যাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া গুনাহ্ করিয়াছ তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না।

৬৪। প্রশ্নঃ যাহারা ফাহেশা গুনাহ্ করিয়াছে তাহারা কি করিবে?

উত্তর ঃ যাহারা **ফাহেশা গুনাহ্** করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার **জিকির করিবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, আর-পুনঃ গুনাহ্ না করার জন্য অঙ্গীকার করিবে।** যথা- কোরআন মজীদের ৪র্থ পারা, সূরা আল-ইমরানের ১৩৫ ও ১৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَا
سْتَغْفَرُوْا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى
مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ اُولٰئِكَ جَزَائُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ـ

সংক্ষেপে মূলঅর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন-যাহারা **ফাহেশা গুনাহ্** করিয়াছে বা **অন্য কোন গুনাহ্ করিয়াছে,** তাহারা আল্লাহ্র **জিকির করিবে,** ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং পুনঃ গুনাহ্ না করার জন্য অঙ্গীকার করিবে। তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ্রাশি মাফ করিয়া দিবেন এবং জান্নাত বখশিশ করিয়া দিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের মাছআলা দুই ভাগে বিভক্ত। **দেহ সম্বন্ধীয় মাছআলা** ফিক্বাহ্ এবং **আত্মা সম্বন্ধীয় মাছআলা ইল্‌মে তাছাওউফ। তাওবার** আদেশটি আত্মা সম্বন্ধীয় মাছআলা **(তাছাওউফ সম্পর্কীয়)।**

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, যখন মানুষ সাবালেগ হয় তখনই তাছাওউফের মাছআলা শিক্ষা ফরয হয়।

ছবরের দরজা হাছিল না হইলে **তওবার** দরজা হাছিল হইতে পারে না। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা ছবর হাছিল করার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

ছবরের বিবরণ

৬৫। প্রশ্নঃ– ছবর (বা ধৈর্য্য) কাহাকে বলে? এবং ছবর করা কি?

উত্তর ঃ যে চিজে পরজগত হাছিল করার পথে বাধা জন্মায় তাহা ত্যাগ করার নাম ছবর। এই ছবর হাছিল করা ফরয। যথা- কোরআন মজীদের ৪র্থ পারা, সূরাহ্ আল-ইমরানের ২০০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করিয়াছেন- يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صْبِرُوْا

অর্থাৎ– **হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর হাছিল কর**। বর্ণিত ছবর হাছিলের আদেশটি আত্মা সম্বন্ধীয় মাছআলা, (তাছাওউফ সম্পর্কীয়)।

প্রত্যেকটি নাজায়েয কাজ পরকাল হাছিল করার পথে বাধা জন্মায়। এই কারনে **প্রত্যেকটি নাজায়েয কাজ হইতে** ফিরিয়া থাকার জন্য তওবার আদেশটি আসিয়াছে।

ধৈর্য্যগুণ ছাড়া তাওবার আদেশটি প্রতিপালন করা যাইবে না বলে ছবর করার আদেশটি আসিয়াছে। যখন মানুষ সাবালেগ হয় তখন জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্ ত্যাগ করার আদেশ হয়। যেমন- যখন মানুষ সাবালেগ হয় তখন নাজায়েয খানা ত্যাগ করার আদেশ হয় এবং পর স্ত্রী ব্যবহার করার জন্য নিষেধের আদেশ হয়। **বর্ণিত আদেশ রক্ষা করার জন্য ছবর করা দরকার হয়।**

বর্ণিত আদেশ দুইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পরিস্কার বুঝা যায়, যখন **মানুষ সাবালেগ হয়, তখনই তাছাওউফের মাছআলার উপর আমল করা ফরয হয় এবং সাবালেগ হওয়ার পূর্বেই মাছআলা শিক্ষা করিতে হয়। এক্ষণে যাহারা বৃদ্ধ বয়সে তাছাওউফ শিক্ষার সময় নির্ধারিত করিতেছে তাহারা তাছাওউফের মাছআলা সম্বন্ধে অজ্ঞ।**

ছবরের স্তর (দরজা)

৬৬। প্রশ্নঃ– ছবরের দরজা কয়টি?

উত্তর ঃ ছবর হাছিল করার দরজা তিনটি?

প্রথম দরজা– ফরয আদায় করার ভিতরে। যেমন- একজন নাকেছ পীর লক্ষাধিক লোক মুরীদ করিয়াছে। কিন্তু ইল্‌মে তাছাওউফের খোঁজ রাখে না। এক্ষণে এই ইলমে তাছাওউফ শিক্ষার ফরয আদায় করিলে পীর পজিশন নষ্ট হইয়া যাইবেও

মুরীদগণ ছুটিয়া যাইবে। এক্ষণে পীর পজিশন নষ্ট হওয়ার ভয় না করিয়া যদি ফরয শিক্ষা অর্জন করিতে পারে তবে **তিনশত দরজা হাছিল হইবে।**

দ্বিতীয় দরজা– হারাম কাজ ত্যাগ করার ভিতরে। ইহাতে ছয়শত দরজা হাছিল হইবে। যেমন- একজন পীর ছাহেব পীর না হইয়া পীরগীরি করিয়া লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করিয়াছে। এক্ষণে এই নাজায়েয টাকা ফেরত দিতে হইলে উজ্জ্বল দরবারখানা নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষণে এই নষ্ট হওয়ার ভয় না করিয়া যদি নাজায়েয টাকা ফেরত দিতে পারে **তবে ছয়শত দরজা হাছিল হইবে।**

তৃতীয় দরজা– বিপদে ছবর করার ভিতরে। ইহাতে নয়শত দরজা হাছিল হইবে। যেমন- এক ব্যক্তির মাত্র একটি ছেলে। এই ছেলেটি **জাহেরী এবং বাতেনী** ইল্‌ম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বেলা ১০টায় বাড়ী ফিরিয়াছে। ১১টায় কলেরা রোগ হইয়া মারা গিয়াছে। এই ছেলের বাবা জানাযা নামায সমাপ্ত করিয়া জোহরের নামায জামাতে পড়িয়া বলিতেছে, **আল্লাহ্ তাহাকে একটি ছেলে দিয়াছিলেন তাহা পরীক্ষা করার জন্য নিয়া গিয়াছেন। এই বিপদে ছবর করার কারণে নয়শত দরজা হাছিল হইবে।**

একব্যক্তি একটি গাছের তলদেশ দিয়া যাইতেছে। লোকজন কেহ নাই। গাছের ফল লওয়ার জন্য তাহার অন্তরে কল্পনা হইল। কিন্তু সে আল্লাহর ভয়ে ও পরজগতে বেহেস্তের ফলের আশায় এই ফল খাওয়ার কল্পনা দূর করিয়া দিল। **এই কল্পনাকে ছবর বলে** এবং যে ব্যক্তি কল্পনা দূর করিয়াছে তাহাকে ছাবের (ধৈর্য্যধারনকারী) **বলে।**

ছবর সম্পর্কীয় বিশেষ প্রশ্ন ও জওয়াব

৬৫। প্রশ্ন ঃ একব্যক্তি ভগ্নির মীরাছ আদায় করে নাই এবং সে একজন গরীব মানুষের কিছু জমিন নিজের নামে রেকর্ড করাইয়া লইয়াছে। এক্ষণে ছবর হাছিল করিতে কি করিবে?

উত্তর ঃ ভগ্নির মীরাছ সম্পদ বা তাহার মূল্য এবং গরীব লোকটির জমিন বা তাহার মূল্য আদায় করিয়া দিতে হইবে। হকদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত তাহার ছবরের দরজা হাছিল হইবে না।

শোক্‌র ছাড়া ছবর হাছিল হইতে পারে না বলিয়া শোকরের আদেশ করা হইয়ছে।

ছবর সম্পর্কে আরও জানার জন্য তাছাওউফ শিক্ষা ১ম ও ১১নং খণ্ড পাঠ করুন। (প্রকাশক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

শোক্‌রের বিবরণ

৬৮। প্রশ্নঃ– শোক্‌র কাহাকে বলে? এবং শোক্‌র করা কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা যে জন্য দিয়াছেন, সেই কাজে তাহা খরচ করার নাম শোক্‌র। এই শোকর করা ফরয। যথা- কোরআন মজীদের ২য় পারা সূরা বাকারার ১৫২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করিয়াছেন-

وَاشْكُرُوالِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنْ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– আমার নেয়ামতের শোক্‌র আদায় কর, না শোক্‌রী করিও না। এই শোক্‌রের আদেশটি আহকামে বাতেনীর অন্তর্ভুক্ত (আর্থাৎ তাছাওউফ সম্পর্কীয় বিধান)। **প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আদেশটি প্রতিপালন করা ফরয।**

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল, প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে নিজ স্ত্রী দর্শন করা শোক্‌র এবং পর স্ত্রী দর্শন করা নাশোক্‌রী। নিজ দ্রব্য গ্রহণ করা শোক্‌র, পর দ্রব্য বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করা না শোক্‌রী।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত্ব নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হইয়াছে রাসূল বা নায়েবে রাসূল। (বর্তমানে) এই নায়েবে রাসূলের কাছে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা শোক্‌র, আর শিক্ষা না করা না শোক্‌রী।

আল্লাহ্ তা'আলার মাখলুকাতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে মানুষ। এই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অজুদ হইয়াছে **দিল, চক্ষু, কর্ণ। এই তিন চিজের (তিন প্রকার মূল্যবান বস্তুর) না শোক্‌রীর জন্য মানুষ পশু সমতুল্য হইয়া দোযখে পতিত হইবে। শিক্ষা ছাড়া শোক্‌রিয়া আদায় করা সম্ভব নহে।** এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজে কিতাব রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। **এই কিতাবে ভুল বুঝাবুঝি না হয়, সেই জন্য হাদী প্রেরণ করিয়াছেন।**

এক্ষণে যাহারা দিল, চক্ষু, কর্ণ এই তিন চিজের (তিন প্রকার মূল্যবান জিনিসের) শোক্‌রিয়া আদায় করার জন্য **শিক্ষা এবং শিক্ষক গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা শোক্‌রিয়া আদায় করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বেহেশ্‌ত ভবনের উপযুক্ত হইয়াছেন। আর যাহারা শিক্ষা এবং**

শিক্ষক গ্রহণ করিতেছেনা তাহারা দোযখে পতিত হইবে।✪১

-ঃ বিশেষ জরুরী বয়ান ঃ- (প্রকাশক)

মহান আল্লাহ কোরআন শরীফে নির্দেশ করিয়াছেন–

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ -

অর্থাৎ– অবশ্য অবশ্যই তোমরা বিশ্বনবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা তাঁহাকে (কোরআন প্রচারের কাজে) সাহায্য করিবে।

✪ বর্ণিত আয়াতের মর্মে বিশ্ব নবীকে আর বিশ্ব নবীর অবর্তমানে যুগের নায়েবে নবীকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং কোরআন প্রচার কাজে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য বা মালী বন্দেগী করিতে হইবে, তাহা হইলে নবী ও নায়েবে নবী যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, তার শোক্‌রিয়া আদায় হইবে, অন্যথায় শোক্‌রিয়া আদায় হইবে না।

✪ রাসূল বা নায়েবে রাসূলের ব্যাপারে শোক্‌রিয়া আদায়ের জন্য আদব রক্ষা করাও এক জরুরী কর্তব্য। মাওলানা মোঃ আজীজুল হক সাহেব কর্তৃক অনুবাদকৃত (প্রথম সংস্করণ) মছনবী শরীফ ১ম খন্ডের ১৭৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে-

شکر کن مر شاکران را بنده باش - پیش ایشان مرده شو پاینده باش

শোকরে কুন মর্ শা-কেরা-রাঁ বান্দা বাশ * পেশ্ ঈশা মোর্‌দা শো পায়েন্দা বাশ।

অর্থাৎ– আল্লাহর শোক্‌র আদায়কারী কামেল মোরশেদগণের শোক্‌র কর এরূপে যে, তাহাদের গোলাম হইয়া যাও। কামেল পীর-মোর্শেদের সম্মুখে মৃতের ন্যায় হও; তাহা হইলে অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ খাঁটি পীর-মোর্শেদ পাইলে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে মৃতের ন্যায় থাক। বাক-বিতন্ডা, তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বিধা-দ্বন্ধ ব্যতিরেকে তাঁহার অনুসরনে চল।

কামেল মোর্শেদের সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে মৃতের ভূমিকা পালন করতঃ সংযম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।

আর এই ব্রত পালন ও এই পর্ব অতিক্রম না করিয়া যাহারা পীর-মোর্শেদ সাজিয়া বসে বস্তুতঃ তাহারা মানুষের আত্মজীবন (ঈমান ও পরকাল) ধ্বংসকারী ধর্ম ডাকাত বটে। (অতএব বর্ণিত ব্যাপারে ভুলে পতিতদের কাল বিলম্ব না করিয়া খালেছ তাওবা করতঃ পূর্ণভাবে সংশোধন হওয়া অপরিহার্য মহা জরুরী।)

✪ **মাল আল্লাহ্‌র নেয়ামত**। এই মালের শোক্‌রিয়া হইল মাল আল্লাহ্ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যে মাল খরচ করা।

মহান আল্লাহ মাল দান করিয়াছেন **সংসার রক্ষা, ধর্ম রক্ষা ও গরীব রক্ষা** বিশেষতঃ এই তিন কাজে খরচ করার জন্য। কাজেই বর্ণিত তিন কাজে মাল ব্যয় করিলেই মাল যে আল্লাহ্‌র নেয়ামত উহার শোক্‌রিয়া আদায় হইবে। আর সাধ্যানুযায়ী উক্ত তিন কাজে মাল ব্যয় না করিলে মালের না-শোক্‌রী করা হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

তাওয়াক্কুলের বিবরণ

বাহাত্তুর দলের ভিতরে একদল হইয়াছে কাদ্‌রিয়া। তাহাদের ধারণা মানুষ সব কিছু করিতে পারে। **আর একদল আছে যাব্‌রিয়া** তাহাদের ধারণা, মানুষ পাথরের মত অচল নেক-বদ সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলা করান। এই দুই দলের ভিতরে এক দলও খাঁটি মুছলমান নহে। খাঁটি মুছলমান হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ৪র্থ পারা, সূরা আল-ইমরানে ১২২নং আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন- وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ- ঈমানদার ব্যক্তিদের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা কর্তব্য। অর্থাৎ যেই জিনিসের যে আছবাব আছে, তাহা তৈয়ার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করিতে হইবে।

বর্ণিত আয়াতে যে তাওয়াক্কুলের আদেশ আসিয়াছে ইহা আহ্‌কামে বাতেনী বা আহকামে তাছাওউফের অন্তর্ভুক্ত।✪[১]

-ঃ জরুরী বয়ান বাকী অংশ ঃ- (প্রকাশক)

✪ আল্লাহ্‌র দ্বীন-শিক্ষা এবং উহার প্রচার কায়েমের ক্ষেত্রে (ক) পরকালের মুক্তির লক্ষে ধর্মীয় শিক্ষক-পীর-মোর্শেদকে শিক্ষা প্রদানের কাজে সাহায্য করা অর্থাৎ শিক্ষা খরচ বা বেতন খরচ প্রদান করা। (খ) আল্লাহ্‌র কোরআন প্রচারের কাজে কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট হাদী বা নায়েবে রাসূলকে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করা। (গ) আর দ্বীন ইসলামের উপর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য জিহাদের আছবাব বর্তমানে কিতাব গং ছাপানো ও বাহাছ ইত্যাদি কাজে নায়েবে রাসূলকে কলম ও বাকযুদ্ধ ফান্ড হিসাবে অর্থ বা মাল প্রদান করা কোরআন কিতাব মতে ওয়াজিব (ফরয)।

অতএব বর্ণিত তিনও কাজে সাধ্যমত মাল প্রদান করা মালের শোক্‌রিয়া; আর উক্ত কাজে মাল প্রদান না করা মালের না-শোক্‌রী।

শক্তি আল্লাহ্‌র নেয়ামত। আল্লাহ্ তা'আলা শক্তি দান করিয়াছেন প্রয়োজন পরিমাণ সাংসারিক কাজে জায়েয পন্থায় ব্যয় করার জন্য। আর বিশেষ করে শক্তিকে দ্বীন-শিক্ষা, আমল বন্দেগী করা ও দ্বীন প্রচার-কায়েমের খেদমত করা এবং অন্যায় ও পাপ সমাজ থেকে উৎখাত করার কাজে ব্যয় করার জন্য। কাজেই প্রত্যেকেরই উপরোক্ত কাজে কিতাবী বিধান মতে শক্তি ব্যয় করিয়া শক্তির শোক্‌রিয়া আদায় করার চেষ্টা করিতে হইবে।

যাহারা নিজ শক্তি সামর্থকে শুধু সংসারের উন্নতির জন্য ব্যয় করে, অথচ উপরোল্লিখিত ধর্মীয় কাজে শক্তি খাটায় না বা শক্তি ব্যয় করে না, তাহারা আখেরাতে কঠিন আজাব-গজবে নিপতিত হইবে। কাজেই এই শোক্‌রিয়া গং ব্যাপারে প্রত্যেকের সাবধান হওয়া এবং ভুলে পতিতদের খালেছ তাওবা করা একান্ত জরুরী।

তাওয়াক্কুলের সংগা

৬৯। প্রশ্ন ঃ তাওয়াক্কুল কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ যে জিনিসের যে আছবার আছে, তাহা তৈয়ার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

যেমন- বিবাহ করিয়া সন্তানের আশা করা এবং যেরাআত করিয়া ফসলের আশা করা।

বিবাহ করিলেই যে সন্তান হইবে তাহা নয় এবং যেরাআত করিলেই যে ফসল হইবে তাহাও নয়। তবে বিবাহ সন্তান পয়দা হওয়ার ছবব, আর যেরাআত ফসল পয়দা হওয়ার ছবব।

৭০। প্রশ্নঃ- আছবাব ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা জিনিস তৈয়ার করিতে সক্ষম কিনা?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আছবাব ছাড়া জিনিস তৈয়ার করিতে সক্ষম। তবে আছবাব ছাড়া জিনিস তৈয়ার করা আল্লাহ্ তা'আলার তরীকা (নিয়ম-নীতি) নহে।

যথাঃ- হযরত মূছা (আঃ) এর বিমার হইয়াছিল। বনি ইছরাইলগণ বলিল, আপনার রোগের জন্য এই ঔষধ ঠিক করিয়াছি। তিনি ঔষধ ভক্ষণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, হে মূছা! তুমি ঔষধ ভক্ষণ না করিলে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। **তখন ঔষধ ভক্ষণ করিলেন। রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। কিন্তু তাহার অন্তরে প্রশ্ন পয়দা হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, হে মূছা! তুমি কি আমার তরীকা বরবাদ করিতে চাও? উক্ত ঔষধের মধ্যে কে তাছির রাখিয়াছে? আমিই রাখিয়াছি।**

একজন পয়গাম্বর দুর্বলতার শেকায়েত (কান্নাকাটির সহিত মছীবতের বর্ণনা) করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- তুমি দুধ এবং গোশ্‌ত খাইতে থাক। **পরিস্কার বুঝা গেল, আছবাব তৈয়ার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।**✪[১]

✪১. তাওয়াক্কুল সম্পর্কে একজন বুজুর্গ শায়ের বলিয়াছেন-

گفت پیغمبر باواز بلند + برتوکل زانوے اشتربند

গোফ্‌তে পয়গাম্বর বা আওয়াজে বোলন্দ
বর তাওয়াক্কুল জা নুয়ে আশ্‌তার বে-বন্দ

অর্থ ঃ নবীজীর বাণী ইহা জানিও নির্ভুল * বাঁধিয়া উটের পা কর তাওয়াক্কুল।

(প্রকাশক)

৭১। প্রশ্নঃ– কতক পীর ছাহেবেরা জায়নামাযে দিবা-রাত্র বসা থাকে। তাহাদের ইলমে তাছাওউফের কোন খবর নাই। মুরীদদিগকে কোন ইল্‌ম শিক্ষা দেয় না। দিবা-রাত্র খেদমত নিয়া থাকে। বর্ণিত পীর ছাহেবদের তাওয়াক্কুল আছে কিনা?

উত্তর ঃ বর্ণিত পীর ছাহেবদের তাওয়াক্কুল নাই। এই (ধরনের) পীর ছাহেবদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন ব্যবসা অবলম্বন করা ফরয।

-ঃ এক মহা ভুল ধারণার অবসান ঃ-

৭২। প্রশ্ন ঃ– কতক পীর ছাহেবরা মুরীদের ক্বল্‌বের এছলাহে্‌র জন্য দিবা-রাত্র ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিতেছেন্‌। মুরীদানরা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য অসংখ্য টাকা দিতেছে। (অর্থাৎ উক্ত পীর ছাহেবদের জীবিকা নির্বাহ ও সংসারের অন্যান্য যাবতীয় জরুরী কার্য্যসমূহ সম্পাদনের জন্য মুরীদানরা হাদিয়া-তোহফা হিসাবে বহু টাকা-পয়সা ও মাল দিয়া থাকে। আর উক্ত পীর ছাহেবগনও উক্ত হাদিয়ার টাকা ও মাল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও সংসারের যাবতীয় জরুরী কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব বর্ণিত কারনে) এই পীর ছাহেবদের তাওয়াক্কুল আছে কিনা?

উত্তর ঃ বর্ণিত পীর ছাহেবদের তাওয়াক্কুল আছে। আমাদের বিশ্বনবী (ছঃ) মুরীদদিগকে (ছাহাবায় কেরামগনকে) ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দান করিতেন এবং মুরীদানরা (ছাহাবায় কেরামগণ) যাহা হাদিয়া তোহফা দিতেন তাহা দ্বারা বিশ্বনবী (ছঃ) জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং (বিশ্বনবীকে সাহাবায় কেরাম গণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ একপর্যায়ে এইরূপ শক্তি দান করিয়াছিলেন যে) শেষ বৎসর (বিশ্বনবী করীম (ছঃ) একশত উট কোরবানী করিয়া ছিলেন। তাহাতে তাঁহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় নাই।

বর্তমানে নায়েবে রসূলেরা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দান করিয়া যাইতেছেন। মুরীদেরা তাঁহাদের খরচ বহন করিয়া যাইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের তাওয়াক্কুল নষ্ট হইয়া যাইতেছে না। যাহাদের ধারণা (ইহাতে) তাওয়াক্কুল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহারা ইল্‌মে দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

ইখলাছের বিবরণ

৭৩। প্রশ্নঃ– ইখলাছ কাহাকে বলে? এবং ইখলাছ হাছিল করা কি?

উত্তর ঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ইবাদাত করাকে "ইখলাছ" বলে। আর সমাজের ভয়ে এবং সমাজের সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত করাকে "রিয়া" বলে। এই ইখলাছ হাছিল করা ফরয। যথাঃ– শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৩৯ নম্বার পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

وَعِلْمُ الْاِخْلَاصِ لِاَنَّ صِحَّةَ الْعَمَلِ مَوْقُوْفَةٌ عَلَيْهِ وَعِلْمُ الرِّيَاءِ لِاَنَّ الْعَابِدَ مَحْرُوْمٌ مِّنْ ثَوَابِ عَمَلِهٖ بِالرِّيَاءِ

অথাৎ– ইখলাছের ইল্ম শিক্ষা করা ফরয। যেহেতু ইখলাছ ছাড়া ইবাদাত ছহী বা শুদ্ধ হয় না। এবং রিয়ার ইল্ম শিক্ষা করা ফরয। কারণ ইবাদাতে রিয়া থাকিলে সেই ইবাদাত মক্বূল হয় না বরং উহার ছওয়াব হইতে ইবাদাতকারী বঞ্চিত হইয়া যায়।

বর্তমানে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ঈদের নামাযে যতজন মুছল্লী হয়, জুমআর নামাযে ততজন হয় না। জুমআর নামাযে যতজন মুছল্লী হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ততজন হয় না। সমাজে যতজন মুছল্লী হয়, নির্জনে ততজন হয় না। ইহাতে বুঝা যায়, রিয়ার নামায খুব বেশী, ইখলাছের নামায নেহায়েত কম।

আম সমাজের একটা মালী বন্দেগী হইয়াছে পিতা-মাতার নামে একটা জেয়াফত খাওয়ান। অবশ্য মুখে বলিতেছে আল্লাহ্র ওয়াস্তে, আসলে শতকরা দু-একটি জেয়াফতও আল্লাহ্র ওয়াস্তে নহে। পিতা-মাতার দেনা আদায় করা ফরয। এই দেনা আদায় না করিয়া নফল জেয়াফত খাওয়ানো ইখলাছ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির সন্তানদিগকে ইল্মে দ্বীন শিক্ষা দান করা ফরয। এই ফরয আদায় না করিয়া নফল জেয়াফত ইখলাছ নহে।

প্রত্যেক ব্যক্তির পর্দা করা ফরয। এই ফরয আদায় না করিয়া নফল **জেয়াফতে টাকা ব্যয় করা ইখলাছ নহে**। নফল জিয়াফতে ৪০ মণ চাউল খরচ করিলেও অভাবের সময় একসের চাউলও দান করিতে রাযী নহে। ইহা ইখলাছ নহে।

আম সামাজের আর একটি মালী বন্দেগী হইয়াছে নিজ মহল্লা বা গ্রামে একটি ধর্ম সভা করা। (অর্থাৎ– ধর্ম সভার জন্য মাল ব্যয় করা) **ধর্ম সভা করা দরকার নায়েবে রাসূলের দ্বারা**। হাজার সভার ভিতরে একটিও নায়েবে রাসূলের দ্বারা হইতেছে না। **এইরূপ বক্তাদের দ্বারা সভা করান হইতেছে, যাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করার** (জন্য কোরআন হাদীছে কড়া) আদেশ রহিয়াছে। ইহা ইখলাছ নহে।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায় রিয়ার ইবাদাত খুব বেশী। ইখলাছের ইবাদাত নেহায়েত কম।

- ঃ ইখ্‌লাছ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ঃ- (প্রকাশক)

বিঃদ্রঃ- ইখলাছ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কালামে পাকের ৩০ নং পারা সূরা আল বায়্যিনাতে ঘোষণা করিয়াছেন- وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

মূল অর্থ ঃ- তাহাদিগকে ইহাই আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ইবাদাত করে অর্থাৎ ইবাদত করার সময় অন্তরের মধ্যে রিয়া না রাখিয়া বরং এখলাছের সহিত বন্দেগী করে।

ইখলাছ সহ তাছাওউফের বিশ প্রকার মৌলিক বিষয়ের বিবরণ জানার জন্য তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ড হইতে ১৫নং খন্ড পর্যন্ত কিতাবসমূহ পাঠ করুণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

খওফের বিবরণ

মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত ভয় পয়দা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ভয় করার আদেশ করিয়াছেন। যথা- কোরআন মজীদের ৪র্থ পারা সূরা আল-ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুছলমান না হইয়া মরিয়া যাইও না।

বর্ণিত আয়াতে ভয় করার আদেশটি আত্মা সম্পর্কীয় মাছআলা (অর্থাৎ, তাছাওউফ সম্পর্কীয় বিধান)।

প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নিষেধ অমান্য করিলে শাস্তি ভোগ হইতে হইবে তাহার ভয় করা।

মুছলমান না হইয়া মরিয়া যাইও না অর্থ- শরীয়তের তিন প্রকার মাছআলা শিক্ষা না করিয়া (এবং উহার উপর আমল না করিয়া) মরিয়া যাইও না।

৭৪। প্রশ্নঃ- যাহারা আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছআলা শিক্ষা না করিয়া মরিয়া যাইতেছে, কবরে তাহাদের কি অবস্থা হইবে?

উত্তর ঃ যাহারা আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছআলা শিক্ষা না করিয়া মরিয়া যাইতেছে, তাহারা কবরের তিনটি প্রশ্নের জওয়াব দিতে অক্ষম হইয়া বলিবে হায় হায় আমি কিছু জানি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে কবরে ভীষণ শাস্তি হইবে।

৭৫। প্রশ্নঃ– কতক মুরীদদিগকে দেখা যায়, তাহারা শরীয়তের ফিক্বাহ ও তাছাওউফের কোন মাছআলা শিক্ষা করিতে রাযী নহে। তাহারা জিকির করিতে করিতে বেহুঁশ হইয়া যায়। লাফালাফি এবং চিৎকার করিয়া জয্বা উঠাইতে থাকে। এই সমস্ত মুরীদদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় পয়দা হইয়াছে কি না?

উত্তর ঃ যেই সমস্ত মুরীদরা শরীয়তের মাছআলা শিক্ষা করিতে রাযী নহে, তাহারা গোমরাহ্ মুরীদ। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পয়দা হয় নাই। যদি আল্লাহর ভয় পয়দা হইত, তবে শরীয়তের মাছআলা শিক্ষা করিতে রাযী হইত।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

খওফের আছবাব ঃ- (১) পূর্ণাংগ দ্বীনের ইল্ম অর্জন করা, (২) শিক্ষা ও আমল না করিলে কবরে, হাশরে ও দোযখে কি অবস্থা হইবে সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, (৩) শিক্ষা ও আমলের ব্যাপারে অতীতে কি কছুরী বা ভুল হইয়াছে এবং বর্তমানে কি কছুরী বা ভুল হইতেছে তাহার বিশেষভাবে খোঁজ লওয়া।

খওফের আলামত ঃ (১) পূর্ণাংগ দ্বীনের অন্ততঃ জরুরী ইল্ম অর্জন করিতে সক্ষম হওয়া ও (২) উহার উপর সঠিক ভাবে আমল বন্দেগী করিতে সক্ষম হওয়া।

খওফের এলাজ ঃ (১) উপরোক্ত খওফের আছবাবে উল্লেখিত তিনও পর্যায়ের ইল্ম এবং (২) মোর্শেদে কামেলের সংগ লাভ ও (৩) গাফেলদের থেকে দূরে থাকা ও (৪) নাকেছদের থেকে দূরে থাকা।

তাছাওউফ শিক্ষা ১-১৫ খণ্ড কিতাবের মুনজিয়াত অংশ থেকে সংগৃহীত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

রজার বিবরণ

মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্‌ত ভবনে প্রবেশ করার আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইবাদাত করিতে সক্ষম থাকে। আর যখন নিরাশ হয়, তখন ইবাদাত করিতে অক্ষম হয়। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিরাশ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা- সূরা জুমারের ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন-

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি বলিয়া দাও যে, ঐ সমস্ত লোক যাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া গুনাহ্ করিয়ছে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। রজা অর্থ- বেহেশ্‌তের আশা।✪১

৭৬। প্রশ্নঃ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে নিরাশ হওয়া উচিৎ কি না?

উত্তর ঃ মানুষ যতবড় গুনাহগারই হউক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে নিরাশ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বর্ণিত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা পাওয়ার আশা সবসময় রাখিতে হইবে।

-ঃ উপকারী ব্যাখ্যা। তাছাওউফ শিক্ষা ১-১৫ খণ্ড কিতাব হইতে সংগৃহীত। (প্রকাশক) ঃ-

✪১. রজার পূর্ণ পরিচয় ঃ রজার বিস্তারিত রূপরেখা হইল পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অন্ততঃ আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা ও আমল করতঃ আল্লাহ্‌র রহমতের উপর ভিত্তি করিয়া পরজগতে বেহেস্ত ভবন হাছিল হওয়ার আশা অন্তরে পোষণ করা এবং উহাতে অন্তরে খুশীর হালত পয়দা হওয়া। ইহাকে প্রকৃত রজা বা হাকিকী রজা বলে।

আর উপরোক্ত ইল্‌ম ও আমল ব্যতিরেকে বেহেস্তের আশা করিলে তাহাকে গুরুর, ধোকা ও আহম্মকী বলে।

রজার আছবাব ঃ (১) ইবাদাত, মোয়ামালাত, মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছআলা শিক্ষা করা এবং (২) আমল-বন্দেগী করা।

রজার আলামত ঃ (১) ফিক্বাহ ও তাছাওউফের অন্ততঃ জরুরী ইল্‌ম অর্জন এবং (২) আত্মার দ্বারা রুহানী বন্দেগী, দেহের দ্বারা জেছমানী বন্দেগী, ও মালের দ্বারা মালী বন্দেগী এই তিনও প্রকার বন্দেগীর মাধ্যমে সম্ভাব্য নেকী অর্জনে কছূরী না করা বরং সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা ও সতর্কতা অবলম্বন করা।

রজার এলাজ ঃ আল্লাহ্‌র রহমাত ও ক্ষমার আয়াত ও হাদীছ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষনা করা এবং মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌র রহমাতের গবেষনা করা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

মুহাব্বতের বিবরণ

মানুষের অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র মুহাব্বত পয়দা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। **এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বত অন্তরে পয়দা করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদেশ করিয়াছেন।**

৭৭। প্রশ্ন ঃ মুহাব্বত কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ অন্তরের একটি নেক হালাতের নাম মুহাব্বত বা (ভালবাসা)। এই মুহাব্বত পয়দা করা ফরয। যথা– কোরআন মজীদের ৩য় পারা সূরা আল-ইমরানের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করিয়াছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ۔

অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, **হে মোহাম্মদ (সঃ)! তুমি বলিয়া দাও যদি তোমরা আল্লাহ্ তাআলার মুহাব্বত পাইতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুস্মরণ কর। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বত পাইতে পারিবে এবং তিনি তোমাদের গুনাহ্রাশি ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা দাতা মেহেরবান।**

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা পাইতে চাহিলে (অবশ্যই) রাছূল বা নায়েবে রাছূলের অনুস্মরণ করিতে হইবে।

৭৮। প্রশ্ন ঃ রাসূলের অনুস্মরণ করার অর্থ কি?

উত্তর ঃ হযরত নবী করীম (ছঃ) এর সমস্ত কোরআনের উপর আমল ছিল। আমরা যদি সমস্ত কোরআনের উপর আমল করিয়া যাইতে পারি, তবে আমাদের রাসূলের অনুস্মরণ করা হয়।

৭৮। প্রশ্ন ঃ আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছআলার উপর আমল করিতে পারিলে রসূল (ছঃ)-এর অনুসরণ করা হয় কি না?

উত্তর ঃ শরীয়তের মাছআলা তিন প্রকার। আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ। এই তিন প্রকার মাছআলার উপর আমল করিতে পারিলে রাসূল (ছঃ)-এর অনুস্মরণ করা হয় এবং সম্পূর্ণ কোরআনের উপর আমল করা হয়।

৮০। প্রশ্ন ঃ যাহারা আক্বাইদ ও ফিক্বাহ এই দুই প্রকার মাছআলা শিক্ষা দিয়া আসিতেছে এবং তাছাওউফকে মুস্তাহাব ধারণা করিয়া শিক্ষা দিতেছে না, তাহারা রসূলের অনুস্মরণ করিতেছে কি না?

উত্তর ঃ যাহারা আক্বাইদ ও ফিক্বাহ শিক্ষা দিয়া আসিতেছে এবং তাছাওউফকে মুস্তাহাব ধারণা করিতেছে, তাহারা বাহাত্তর দলভুক্ত আলেম। তাহারা রাসূলের খেলাফ।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ১০ম পারা সূরায় তওবার ২৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত কড়াভাবে নির্দেশ করিয়াছেন-

মূলকথা ঃ (১) আল্লাহ্ (২) আল্লাহ্র রাছূল (ছঃ) ও (৩) আল্লাহ্র পথে জিহাদ, এই তিন জিনিসকে পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই, স্বামীর পক্ষে স্ত্রী ও স্ত্রীর পক্ষে স্বামী, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, মাল-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ী-ঘর ইত্যাদি সব কিছুর চেয়ে বেশী মুহাব্বত করিতে হইবে। অন্যথায় পরকালে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

উক্ত মুহাব্বত হাছিলের লক্ষণসমূহের কয়েকটি লক্ষণ হইল আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের জন্য মাল ও সময় ব্যয় করা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষের লোকদেরকে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে বিশ্বাসী ও তাছাওউফ শিক্ষার্থীদের প্রতি দয়ালু হওয়া, হাদি বা নায়বে রছূলকে মুহাব্বত করা এবং রুহানী, জিছমানী ও মালী বন্দেগী করিতে অন্তরে বিশেষ আগ্রহ থাকা ইত্যাদি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

মুরাকাবার বিবরণ

কোরআন মজীদের নবম পারা সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ ۔

অর্থাৎ- **এবং তুমি তোমার প্রতিপালককে অন্তরে অন্তরে জিকির কর।** বর্ণিত আয়াতে জিকিরের আদেশটি আত্মা সম্বন্ধীয় মাছআলা (তাছাওউফ সম্পর্কীয় বিধান)। এই জিকির হইতে গাফেল থাকিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন।

জিক্‌রে কৃল্‌বীকে মুরাকাবা বলে।

৮১। প্রশ্ন ঃ জিকির কত প্রকার?

উত্তর ঃ (আমলী জিকিরের পরে) **জিকির দুই প্রকার- জিক্‌রে কৃল্‌বী, জিক্‌রে লেছানী। জিক্‌রে লেছানী মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে বসিয়া জামাআতের সঙ্গে বোলন্দ আওয়াজে করা মুস্তাহাব।** (শামী কিতাবের ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।) এরূপ বোলন্দ আওয়াজে করিতে হইবে যেন নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রায়, কৃারীর কৃিরাত পাঠে, নামাজীর নামাজে ব্যাঘাত না হয়।

৮২। প্রশ্ন ঃ জিকির দ্বারা অন্তরের রাজায়েল অর্থাৎ অসৎস্বভাব দূর হয় কি না?

উত্তর ঃ মাওলানা কেরামত আলী ছাহেবের **রফিকুচ্ছালেকীন** নামক কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লিখা আছে- নফল জিকির দ্বারা অন্তরের রাযায়েল দূর হয় না এবং মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌বী ছাহেবের আল-মুবাল্লাগ কিতাবে লিখা আছে- **জিকির দ্বারা অন্তরের রাযায়েল দূর হয় না বরং কিব্‌র, ওজ্‌ব বৃদ্ধি পায়।**

৮৩। প্রশ্ন ঃ জিকির দ্বারা অন্তরে রাযায়েল দূর না হইলে দূর করার এলাজ কি?

উত্তর ঃ শামী কিতাবের ১ম খণ্ডে লিখা আছে-

وَلَا يُمْكِنُ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ حُدُوْدِهَا وَاَسْبَابِهَا وَعَلَامَاتِهَا وَعِلَاجِهَا

অর্থাৎ- অন্তরের রাযায়েল দূর করা সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাযায়েলের তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজের মাছআলা অবগত না হইবে।

পরিস্কার বুঝা গেল অন্তরের রাযায়েল দূর করার এলাজ হইয়াছে তাছাওউফের বর্ণিত মাছায়েল।

৮৪। প্রশ্ন ঃ- জিকির দ্বারা অন্তরের রাযায়েল দূর না হইলে তরীকত পন্থীরা জিকির করিতেছে কি জন্য?

উত্তর ঃ অন্তরের রাযায়েল ছাড়া এক প্রকার ময়লা আছে, তাহা গুনাহের ছববে অন্তরে পতিত হয়। তাহা দূর করার জন্য জিকিরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা-

হাদীছ শরীফে আছে-

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبَهُ -

অর্থাৎ- নিশ্চয় ঈমানদার ব্যক্তি **যখন কোন একটি গুনাহ্ করে তখন তাহার অন্তরে কালদাগ পড়িয়া যায়, অতঃপর** যখন সে তওবাহ করে এবং **ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাহার অন্তর ছাফ হইয়া যায়।**

আর যদি সে গুনাহ্ করিতে থাকে আর তওবা ও জিকির ইস্তিগ্ফার না করে তবে তাহার অন্তরে কাল দাগ পড়িতে পড়িতে অন্তরের জ্যোতি নিভিয়া যায়।

৮৫। প্রশ্ন ঃ গুনাহ্ করার ছবাবে যদি অন্তরে কাল দাগ পড়িয়া যায়, আর তওবা জিকিরে যদি ছাফ হয় তবে দৈনিক কি পরিমাণ জিকির করা দরকার?

উত্তর ঃ প্রত্যহ বাদ ফজর এবং বাদ মাগরিব পাঁচশত বার অথবা অন্ততঃ একশতবার করিয়া কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ্ এবং এক শত বার আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্... পাঠ করা এবং দুরুদ শরীফ একশত বার ও লা-হাওলা একশত বার করিয়া পাঠ করা জরুরী মনে হয়। (এই সংখ্যা রোগীর জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্রের ধারায় ধার্যকৃত। শরীয়তী আইনে উক্ত সংখ্যা ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নহে। প্রকাশ থাকে যে, পীর-মোর্শেদগণ মূলতঃ রুহানী বা ধর্মীয় ডাক্তার স্বরূপ)।

৮৬। প্রশ্ন ঃ বর্ণিত জিকির করিলে মাফ পাওয়ার আশা আছে কি না?

উত্তর ঃ বর্ণিত জিকির করিলে মাফ পাওয়া আশা আছে-একীন করিতে হইবে। যথা- কোরআন মজীদের চতুর্থ পারাতে আছে- (মূলকথা) আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- যাহারা ফাহেশা গুনাহ্ বা অন্য কোন প্রকার গুনাহ্ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার জিকির করিবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং পুনঃ গুনাহ্ না করার জন্য অঙ্গীকার করিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গুনাহ্রাশি মাফ করিয়া দিবেন এবং জান্নাত বখশিশ করিয়া দিবেন।

-ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- (প্রকাশক)

মোরাকাবার ছবব হইল— মোরাকাবার প্রয়োজনীয়তা অণুধাবন করা ও অন্তরে আল্লাহর মহববত পয়দা হওয়া। **ও শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ স্মরণে আসা।**

উহার লক্ষন— নিজ আত্মিক অবস্থার বিষয়ে গভীর ধ্যানে মগ্নহওয়া ও ইখলাছের সহিত যাবতীয় আমল করিতে সক্ষম হওয়া।

মোরাকাবার এলাজ— তাছাওউফে পূর্ণজ্ঞান অর্জনকরা, এবং কামেল পীরের ছোহবাত অবলম্বন ও রিয়াজাত করা। (বিস্তারীত জানারজন্য তাছাওউফশিক্ষা পনর খণ্ড কিতাবপাঠ করুন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

মুহাছাবার বিবরণ

কোরআন মজীদের ২৮ পারা সূরায়ে হাশরের ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন–

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

মূলঅর্থ ঃ- প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, সে কাল কিয়ামতের দিবসের জন্য কি পাঠাইতেছে? বর্ণিত আয়াতে মুহাছাবার জন্য যে আদেশটি আসিয়াছে তাহা আত্মা সম্বন্ধীয় মাছআলা বা তাছাওউফ সম্পর্কীয় বিধান। এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, **প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ মুহাছাবা করা ফরয।**

প্রকাশ থাকে যে, মুছলমানের উপর দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয। এই দ্বীন বা শরীয়তের ইল্‌ম ঈমানের পরে **দুইভাগে বিভক্ত– ফিক্বাহ্ ও ইলমে তাছাওউফ। ফিক্বাহ্ দুইভাগে বিভক্ত-ইবাদাত ও মুআমালাত। ইলমে তাছাওউফও** দুই ভাগে বিভক্ত– **মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াত।** এক্ষণে প্রত্যহ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, **ইবাদাত, মুআমালাত, মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াত** এই চার ভাগ মাছআলা শিক্ষা করা তাহার উপর ফরয ছিল– **তাহা শিক্ষা করিয়াছে কি না?**

-ঃ জরুরী ব্যাখ্যা তাছাওউফ শিক্ষা ১৫ খণ্ড কিতাব হইতে সংগৃহীত। (প্রকাশক) ঃ-

মুহাছাবার ছবব বা কারণ ঃ ✪ কেরামান কা-তেবীন জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপ আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন ✪ এবং মৃত্যুর পর পরজগতে ময়দানে হাশরে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সকল কাজের হিসাব দিতে হইবে। এই দুইটি বিষয়ের ভয় বা খওফ মুহাছাবার ছবব বা কারণ।

মুহাছাবার আলামত ঃ ✪ সৎকাজে আগ্রহ প্রকাশ করা ও সর্বদা সকল কাজ শরীয়তের মোয়াফেক করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা-সাধন করা এবং প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা ও আমলের পর্যালোচনা মুহাছাবার আলামত বা লক্ষণ।

মুহাছাবার এলাজ ঃ ✪ মুহাছাবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা ✪ নির্দিষ্ট সময়ে মুহাছাবা করার ব্যাপারে তৎপর থাকা ✪ কামেল পীরের সংগ লাভ করা এবং রিয়াজাত করা। ইহা মুহাছাবার ঔষধ বা চিকিৎসা।

যদি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া থাকে, তবে চিন্তা করিয়া দেখিবে **আমল করা ফরয ছিল**, তাহা করিয়াছে কি না? যদি আমল করিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্‌র শোক্‌রিয়া আদায় করিবে এবং যেই হাদী বা মোরশেদের শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং আমল করার তাওফীক প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাকে শক্তি পরিমাণ পুরস্কার প্রদান বা এহ্‌ছান করিতে থাকিবে।✪১

-ঃ বিশেষ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ- (প্রকাশক)

✪১. মহান আল্লাহ্ কোরআন মজীদের ২৭ পারা সূরা আর-রাহমানের ৬০ নাম্বার আয়াতে ফরমাইয়াছেন– هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ অর্থাৎ– **উপকার ও সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে?**

মহান আল্লাহ আরো নির্দেশ করিয়াছেন– মূল অর্থ ঃ- হে আমার বান্দাগণ! তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে সাহায্য-সহযোগীতা কর। (সুরায় মায়েদা)

অতএব, যেই কামেল হাদী বা মোর্শেদের শিক্ষার অছিলায় দোজখের অকল্পনীয় কঠিন আজাবের থেকে মহা মুক্তি এবং বেহেস্ত উদ্যানে আল্লাহর দীদার পাওয়া যাইবে, তিনি হইতেছেন দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী উপকারকারী। আর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা প্রদান ও কোরআন প্রচার করা সবচাইতে বড় নেক কাজ বা সৎকাজ।

অতএব উপরোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আখেরাতের হাদী ও মোর্শেদকে মালী বন্দেগীর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। বিশেষ করে অর্থের অভাবে যখন হাদী ও মোর্শেদের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের তালীম প্রদান ও কোরআন প্রচার করা কষ্টকর হয়, সেই অবস্থায় মালীবন্দেগীর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করা সবচেয়ে বেশী জরুরী। কোরআন হাদীছের অসংখ্য স্থানে উক্ত বিষয়ে বিশেষ তাকিদের সহিত বর্ণনা আছে।

✪ মুহাছাবা সহ তাছাওউফের বিশ প্রকার মৌলিক বিষয় এবং উহার আশি প্রকার শাখা মাছআলার বিস্তারিত বিবরণ এবং ইহা ছাড়াও তাছাওউফের দিক দিয়া বর্তমান দুনিয়ার মানুষের হাল অবস্থা ও ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ও জওয়াবের মাধ্যমে বহুসংখ্যক অতি জরুরী বিষয় জানার জন্য মুজাদ্দিদে আ'জম নায়েবে রাসূল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মুহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহ)-এর লিখিত পনের খণ্ড তাছাওউফের কিতাব ও অন্যান্য কিতাবসমূহ পাঠ করুন এবং মুহাক্কেক আলেম কামেল পীর- মোরশেদ থেকে ভালভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বুঝিয়া লউন।

আল্লাহ তায়ালার খাছ রহমতে শরীয়াত কিতাব খানা সংক্ষিপ্ত প্রান্ত টিকা ও জরুরী ব্যাখ্যা ইত্যাদি সহ —— **সমাপ্ত হইল।**

ডানদিকে আরো জরুরী বর্ণনা আছে পাঠ করুন।